বার্ষিক প্রতিবেদন

২০২১-২০২২

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২১-২২

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
www.dss.gov.bd

প্রকাশনায়

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজসেবা ভবন
ই-৮/বি-১, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।
পিএবিএক্স: +৮৮০২ ৫৫০০৬৫৯৫/৫৫০০৭০২০
ফ্যাক্স: +৮৮০ ২ ৯১৩৮৩৭৫
Web: www.dss.gov.bd
ই-মেইল: info@dss.gov.bd

নির্দেশনায়

ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল
মহাপরিচালক (গ্রেড-১), সমাজসেবা অধিদপ্তর

সম্পাদনা পর্ষদ

সৈয়দ মোঃ নূরুল বাসির (যুগ্মসচিব), পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)	আহবায়ক
রকিব আহমেদ, উপপরিচালক, গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা	সদস্য
তাসলিমা খাতুন, সহকারী পরিচালক (গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা)	সদস্য
মোহাম্মদ আছাদুজ্জামান, সমাজসেবা অফিসার (আর.ও ৩)	সদস্য
মোছাঃ নাসরিন সুলতানা, সমাজসেবা অফিসার (আর.ও ১)	সদস্য সচিব

প্রকাশকাল

কার্তিক ১৪২৯/ অক্টোবর ২০২২

মন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের সমস্যাগ্রস্ত, অনগ্রসর, অসহায়, দুস্থ, প্রবীণ, বিধবা, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত এবং আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। সরকারের জনগুরুত্বপূর্ণ ৫৪ টির অধিক কর্মসূচিসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়নে এ অধিদপ্তর ভূমিকা রাখছে।

সরকার জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র প্রণয়ন করেছে এবং সে আলোকে মানুষের জীবনচক্রভিত্তিক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে যাচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়কে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দিয়েছেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত দায়িত্ব দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমভিত্তিক, তথ্য-উপাত্ত সন্নিবেশিত হবে। অধিদপ্তরের সফলতা ও সীমাবদ্ধতার চিত্র এতে প্রকাশ পাবে, যা বিদগ্ধ পাঠক, গবেষকসহ সকলের কাজে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।

এ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

(নুরুজ্জামান আহমেদ, এম.পি)

প্রতিমন্ত্রী
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

আমি জেনে খুবই আনন্দিত যে, সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০২১-২২ অর্থবছরের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে। এ প্রতিবেদনের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের চলমান কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র প্রকাশ পাবে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধবিধবস্ত দেশে দুস্থ ও অসহায় মানুষের সেবা নিশ্চিতকল্পে, বিভিন্ন কল্যাণধর্মী কর্মসূচি গ্রহণ করে দূরদর্শীতার স্বাক্ষর রাখেন। বাংলাদেশের সামজিক নিরাপত্তা বলয় সুদৃঢ়করণে, সামাজিক উন্নয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের অনগ্রসর, অসহায়, দুস্থ, প্রবীণ, বিধবা, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত এবং আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বাংলাদেশের আর্থিক সক্ষমতা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। বর্তমানে দেশে দারিদ্রের হার উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। কল্যাণ রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য সমুন্নত রেখে, জীবনচক্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে আর্থ-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানকল্পে সমাজসেবা অধিদপ্তর কাজ করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সার্বিক কার্যক্রম ও এর অর্জন-অগ্রগতি বার্ষিক প্রতিবেদনে প্রকাশিত হবে, যা দেশের মানুষের তথ্য অধিকার নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেইসাথে প্রতিবেদনের তথ্য-উপাত্ত শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাজে লাগবে।

আমি সমাজসেবা অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু ।
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, এম.পি

বাণী

সচিব
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২০২২ খ্রিস্টাব্দ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, "আমার জীবনের একমাত্র কামনা, বাংলাদেশের মানুষ যেন তাদের খাদ্য পায়, আশ্রয় পায় এবং উন্নত জীবনের অধিকারী হয়"। তিনি ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে অনুচ্ছেদ ১৫(ঘ) এ "সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার, অর্থ্যাৎ বেকারত্ব, ব্যাধি বা পঙ্গুত্বজনিত কিংবা বৈধব্য, মাতাপিতৃহীনতা বা বার্ধক্যজনিত কিংবা অনুরূপ অন্যান্য পরিস্থিতিজনিত আয়ত্তাতীত কারণে অভাবগ্রস্ততার ক্ষেত্রে সরকারি সাহায্য লাভের অধিকার" সংযুক্ত করে সামাজিক নিরাপত্তাকে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত করেন। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজের ঝুঁকিতে থাকা বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর সামাজিক সুরক্ষা ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে মানব বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা, মানবাধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক কল্যাণে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলাদেশে সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

রূপকল্প-২০৪১ পূরণের উদ্দেশ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, দেশের প্রচলিত আইন, ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসহ বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ফোরামে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জনগণকে সেবা প্রদান করে যাচ্ছে।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি অধিদপ্তর এবং ছয়টি দপ্তর/সংস্থা রয়েছে। দপ্তর ও সংস্থাসমূহ মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল অংশের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, সামাজিক সমস্যা মোকাবেলা এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মানবীয় বিকাশে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচলনা করছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্বে তাঁর মানবদরদী ও বিচক্ষণ দিকনির্দেশনায় দেশের সকল সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদেরকে উন্নয়নের মূলস্রোতে আনয়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে একটি বৈষম্যহীন সমাজ গঠনে নিরলসভাবে কাজে করে যাচ্ছে।

২০২১-২২ অর্থবছরের সার্বিক কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ এই প্রতিবেদনে রয়েছে। এ প্রতিবেদন সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন গঠনের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন উদ্যোগ সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া যাবে এবং ভবিষ্যতে সেবা দাতা ও সেবা গ্রহীতার মধ্যে সমন্বয় ও গতিশীলতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

প্রতিবেদন প্রকাশে সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীদের জন্য রইল শুভকামনা।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ জাহাঙ্গীর আলম

সভাপতি
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত
সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২০২২ খ্রিস্টাব্দ

বাণী

সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০২১-২২ অর্থবছরের একটি বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করতে যাচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণসহ নানাকর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। সময়ের পথপরিক্রমায় বাংলাদেশ আজ ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনায় বিশ্বব্যাপী নন্দিত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে সামাজিক নিরাপত্তা বিধানে উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে বিভিন্ন ভাতা ও উপবৃত্তি; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির আবাসন ও ভরণ-পোষণসহ শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন; শিশু সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে কর্মসূচি গ্রহণ করেন। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের দুস্থ-অসহায়, প্রবীণ, বিধবা, শিশু, প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ৫৪ টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে।

বার্ষিক প্রতিবেদনে সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বাস্তবায়িত বিভিন্ন কার্যক্রম ও কর্মসূচির সার্বিক চিত্র প্রকাশ পাবে, যা দেশের সাধারণ জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করবে।

আমি প্রতিবেদন প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানাই ও প্রতিবেদনটি সংশ্লিষ্ট সকলের উপকারে আসবে বলে আশা করি।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

রাশেদ খান মেনন, এমপি

মহাপরিচালক (গ্রেড-১)
সমাজসেবা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৪২৯ বঙ্গাব্দ
২০২২ খ্রিস্টাব্দ

মুখবন্ধ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান ১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের সংবিধানে সকল মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন। সাংবিধানিক সে অঙ্গিকারকে সামনে রেখে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের দুস্থ, অসহায়, অনগ্রসর, প্রান্তিক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা, প্রবীণ, প্রতিবন্ধী, সুবিধাবঞ্চিত এবং আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত ও আইনের সংস্পর্শে আসা শিশুদের অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমের অগ্রগতি ও জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকারের স্বীকৃতি হিসেবে বার্ষিক প্রতিবেদন একটি মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। এ প্রেক্ষিতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের ২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ার প্রত্যয়ে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী ও বিচক্ষণ দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পশ্চাদপদ নাগরিক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবা ও সহযোগিতা পাচ্ছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ মোট ৫৪ টি জনবান্ধব কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে কর্মক্ষম করার প্রয়াসে সমাজসেবা অধিদপ্তর বহুমাত্রিক কর্মকান্ড পরিচালনা করছে।

বর্তমানে সমাজসেবা অধিদপ্তর ভাতাপ্রাপ্তি সহজিকরণের জন্য মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে ভাতাভোগীর কাছে ভাতা পৌঁছে দিচ্ছে। দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে প্রতিবন্ধী ভাতার আওতায় আনা হয়েছে। ভাতা প্রদান কর্মসূচি ছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অনান্য কর্মসূচির মাধ্যমে সেবাসমূহকে নির্বিঘ্নে প্রদানের জন্য সেবা ডিজিটাইজেশনের কাজ চলমান আছে।

এ প্রকাশনা সমাজসেবা অধিদপ্তরকে দেশের মানুষের কাছে পরিচিত করবে এবং সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত কার্যক্রম ও তার সফলতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করবে।

বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যারা অক্লান্ত পরিশ্রম ও সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। সকল সহকর্মীর জন্য শুভকামনা।

জয় বাংলা , জয় বঙ্গবন্ধু ।

ড.আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল

সূচিপত্র

ক্রম	বিবরণী	পৃষ্ঠা
১	সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচিতি	১
২	প্রশাসন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা	৩
৩	সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম	৭
৪	দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম	২২
৫	সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন	৩৪
৬	প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন	৪০
৭	প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম	৪৭
৮	সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম	৫৬
৯	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন	৬০
১০	গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ কার্যক্রম	৬৬
১১	সমাজসেবায় ইনোভেশন	৬৮
১২	পরিকল্পনা ও উন্নয়ন	৭০
১৩	তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি	৭৮

২০২১-২২ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সমাজসেবা অধিদপ্তর

১.০ সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচিতি

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভাজনের পর এদেশে মোহাজেরদের অব্যাহত গতিতে আগমন ঘটতে থাকে। ফলে ঢাকাতে বস্তি সমস্যাসহ সৃষ্টি হয় নতুন নতুন সমস্যা। ১৯৫৫ সালে স্বাস্থ্য পরিদপ্তরের আওতায় সর্বপ্রথম ঢাকার কায়েতটুলিতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম চালু হয়। পরবর্তীতে ঢাকার গোপীবাগ এবং মোহাম্মদপুরে এ কার্যক্রমের ভিন্ন ভিন্ন ইউনিট স্থাপিত হয়। সমাজসেবা কার্যক্রমের ব্যাপক বিকাশ, ব্যাপ্তি এবং বিবিধ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিদপ্তর হিসেবে 'সমাজসেবা অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুস্থ, বিপন্ন ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে সোনার বাংলাদেশ গড়ার কাজ নিরলসভাবে করে যাচ্ছে সমাজসেবা অধিদপ্তর। এ অধিদপ্তরের কাজ দেশের তৃণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত। সমাজের অনগ্রসর অংশকে মূলধারায় এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে এ অধিদপ্তর পথিকৃতের ভূমিকা পালন করছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ জেলা ও উপজেলা মিলিয়ে রয়েছে ১,০৩২ টি কার্যালয়। ৫৪ টি প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমের মাধ্যমে এ অধিদপ্তর সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান ও ক্ষমতায়নের কাজ করে যাচ্ছে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহের মধ্যে রয়েছে নানাবিধ সেবার বৈচিত্র।

১.১ ভিশন

সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন।

১.২ মিশন

উপযুক্ত ও আয়ত্বাধীন সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে অংশীদারগণের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে সুসংহত ও বিকাশমান সামাজিক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বাংলাদেশের জনগণের জীবনমানের সমন্বিত সামাজিক উন্নয়ন সাধন।

প্রশাসন ও অর্থ ব্যবস্থাপনা

২.০ প্রশাসন ও অর্থ উইং এর কার্যক্রম

২.১ সমাজসেবা অধিদপ্তরের প্রশাসনিক ইউনিট

ক্রম	প্রশাসনিক ইউনিটের নাম	সংখ্যা
১	সদর কার্যালয়	১
২	বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয়	৮
৩	জেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৬৪
৪	উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়	৪৯২
৫	অন্যান্য কার্যালয় ও প্রতিষ্ঠান	৪৬৭
	মোট	১০৩২

২.২ সমাজসেবা অধিদপ্তরের জনবল পরিস্থিতি :

মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ দপ্তরের নাম	অনুমোদিত জনবল					কর্মরত জনবল				
	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার	১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
সমাজ সেবা অধিদপ্তর	১২৪২	৬৯২	৬৫০০	৪৪৪৫	১০৬	১১০২	৩৮২	৫৪১৪	৪১৪৪	১০৬

শূন্য পদের বিবরণ				সর্বমোট জনবল			
১ম শ্রেণি	২য় শ্রেণি	৩য় শ্রেণি	৪র্থ শ্রেণি	খন্ডকালীন ডাক্তার	অনুমোদিত	কর্মরত	শূন্য
১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
১৪০	৩১০	১০৮৬	৩০১	০	১২,৯৮৫	১১,১৪৮	১,৮৩৭

(১) প্রশাসনিক: কর্মকর্তা/কর্মচারির সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ/সংযুক্ত অফিস (মোট পদ সংখ্যা)	১২,৯৮৫	১১,১৪৮	১,৮৩৭	

(২) শূন্য পদের বিন্যাস

অতিরিক্ত সচিব/তদুর্ধ্ব পদ	জেলা কর্মকর্তার পদ (যেমন- ডিসি/এসপি)	অন্যান্য ১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	১৪০	৩১০	১০৮৬	৩০১	১,৮৩৭

২.৩ নিয়োগ/পদোন্নতি প্রদান

প্রতিবেদনাধীন বছরে পদোন্নতি			নতুন নিয়োগ প্রদান			মন্তব্য
কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	কর্মকর্তা	কর্মচারী	মোট	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১২৬	৯২	২১৮	১২১	৬০২	৭২৩	

২.৪ প্রশাসনিক কার্যক্রম

- উপপরিচালক হতে অতিরিক্ত পরিচালক পদে ০৩ জনকে পদোন্নতি প্রদান;
- বিভিন্ন ক্যাটাগরির ২০২ টি পদ রাজস্বখাতে সৃজনের সম্মতি প্রাপ্তী;
- সমাজসেবা অফিসার হতে সহকারী পরিচালক পদে ১৯ জনকে পদায়ন ;
- ৩য় শ্রেণির ১১০ জন কর্মচারিকে ১১০ টি সহকারী সমাজসেবা অফিসার (২য় শ্রেণি) পদে পদোন্নতি প্রদান;
- ২য় শ্রেণীর সহকারী সমাজসেবা অফিসার পদে ১২১ জন নতুন নিয়োগ;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের হোস্টেল এর জন্য রাজস্বখাতে ২ ক্যাটাগরির ৩৬ টি পদ সৃজন;
- ১৬ জন ২য় শ্রেণির কর্মকর্তাকে ১ম শ্রেণিতে পদোন্নতি প্রদান;
- বিদ্যমান নিয়োগ বিধিমালা ২০১৩ সংশোধনের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;
- ২১৮ টি অস্থায়ী পদ স্থায়ীকরণ করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৬০২ টি পদে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির সর্বমোট ০২ জনকে মুক্তিযোদ্ধা কোটায় নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির সর্বমোট ৩২ টি পদে আউট সোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে;
- ৪র্থ শ্রেণির ২৪ জনকে নিয়োগ প্রদান;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৭০৬ জনের চাকুরি স্থায়ী করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ১১২ জনের চাকুরি নিয়মিতকরণ করা হয়েছে;
- ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির বিভিন্ন ক্যাটাগরির ৯২ জনকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে; এবং
- ৩য় শ্রেণির সমাজকর্মী (ইউনিয়ন) পদের ৯৩২ টি শূন্য পদে জনবল নিয়োগ কার্যক্রম চলমান।

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরের (২০২১-২২) শুরুতে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলা সংখ্যা	২০২১-২২ অর্থবছরে মামলা দায়ের	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	মন্তব্য
		চাকুরিচ্যুতি / বরখাস্ত	অন্যান্য দন্ড	অব্যাহতি	মোট		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১১৪	৪১	০০	২৪	২১	৪৫	১১০	

২০২১-২২ অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ছিল ১১৪ টি। ২০২১-২২ অর্থবছরে দায়েরকৃত বিভাগীয় মামলা ৪১ টিসহ মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১৫৫ টি। তন্মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪৫ টি। মোট অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ১১০ টি।

২.৬ অডিট

- অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করার জন্য দ্বি-পক্ষীয় ০১টি ও ত্রি-পক্ষীয় ০১টি সভা করা হয়েছে।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে ২২৫ টি আপত্তি করা হয়েছে এবং টাকার পরিমান ৭৫.৫০ কোটি টাকা।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩২ টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং টাকার পরিমান ৩১.২২ কোটি টাকা।
- ২০২১-২২ অর্থবছরে নতুন আপত্তি ৫০টি যোগ হওয়ায় মোট ৫০৫টি অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি রয়েছে এবং টাকার পরিমান ৮১৫.১৩ কোটি টাকা।
- আগামী বছরে ৩টি দ্বি-পক্ষীয় ও ৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের পরিকল্পনা রয়েছে ।

সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম

৩.০ সামাজিক নিরাপত্তা উইং এর কার্যক্রম

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতিহারের অন্যতম গুরত্বপূর্ণ অঙ্গীকার। দেশের পশ্চাৎপদ ও দরিদ্র মানুষদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় এনে দারিদ্র্যসীমা ও চরম দারিদ্রের হার সর্বনিম্ন পর্যায়ে নামিয়ে আনাই হচ্ছে এসকল কর্মসূচির মূল লক্ষ্য। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে; ১.বয়স্ক ভাতা প্রদান কার্যক্রম; ২. বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কার্যক্রম; ৩.অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম ; ৪. প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম; ৫. হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৬. বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি; ৭. অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি ৮. প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি; ৯. ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি; ১০.ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত রোগীর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি; এবং ১১. চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি।

সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতাভোগী বৃদ্ধির পাশাপাশি সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমকে লক্ষ্যভিত্তিক, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করার জন্যে জিটুপি (গভর্নমেন্ট টু পার্সন) পদ্ধতির প্রবর্তন করা হয়েছে। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছর হতে ২১টি জেলার ৭৭টি উপজেলায় (কিশোরগঞ্জ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সকল উপজেলা) এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে সরাসরি ১২ লক্ষ ৮৮ হাজার জনকে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২০২১ অর্থবছর থেকে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস প্রতিষ্ঠান 'নগদ' এর মাধ্যমে ৩৯টি জেলা এবং ‘বিকাশ’ এর মাধ্যমে ২৩টি জেলার বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা এবং প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তির টাকা জিটুপি পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়। গত ১৪ জানুয়ারি, ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জিটুপি পদ্ধতিতে মোবাইল ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস 'নগদ' ও 'বিকাশ' এর মাধ্যমে ভাতা বিতরণ কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন।

২০২০-২১ অর্থবছরে ১১২ টি উপজেলা ও ২০২১-২২ অর্থবছরে দারিদ্র্যপ্রবণ ১৫০ টি উপজেলাসহ মোট ২৬২ টি উপজেলায় নীতিমালা অনুযায়ী সকল দরিদ্র, প্রবীণ নাগরিকদের বয়স্ক ভাতা, সকল বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতা কর্মসূচির আওতায় আনা হয়েছে। এ লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ৮ লক্ষ ১ হাজার জন এবং বিধবা ভাতাভোগীর সংখ্যা ৪ লক্ষ ২৫ হাজার জন বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত ১২ লক্ষ ২৬ হাজার ভাতাভোগী Management Information System (MIS) ব্যবহার করে অনলাইন আবেদনের মাধ্যমে নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচনপূর্বক G2P পদ্ধতিতে ভাতা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ অনুযায়ী সারা দেশে অতিরিক্ত ২ লক্ষ ৮ হাজার জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে G2P মাধ্যমে নতুন করে ভাতা প্রদান কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়।

২০২১-২২ অর্থবছরে Management Information System (MIS) এ বয়স্ক ভাতা, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা, অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, হিজড়া জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা ও উপবৃত্তি, বেদে জনগোষ্ঠীর বিশেষ ভাতা ও উপবৃত্তি, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর বিশেষভাতা ও উপবৃত্তি এবং চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে মোট ১ কোটি ০৩ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭২ জনকে EFT এর মাধ্যমে ভাতার অর্থ প্রদান করা হয়েছে। কর্মসূচিসমূহের তথ্য পর্যায়ক্রমে নিম্নে দেয়া হলো :

৩.১ বয়স্কভাতা

দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ দুস্থ ও স্বল্প উপার্জনকারী অথবা উপার্জনে অক্ষম বয়স্ক জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিরাপত্তা বিধান এবং পরিবার ও সমাজে তাঁদের মর্যাদা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে ‘বয়স্কভাতা’ কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। প্রতিবছর উপকারভোগীর সংখ্যা ও বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০ টি এবং পূর্বের অর্থবছরে ১১২টি সহ মোট ২৬২টি উপজেলায় নীতিমালা অনুযায়ী ভাতা প্রাপ্তিযোগ্য শতভাগ প্রবীণ ব্যক্তিকে বয়স্ক ভাতার আওতাভূক্ত করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ৫৭ লক্ষ ১ হাজার জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা।

বয়স্ক ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বয়স্কভাতা কার্যক্রম	২০২১-২২	৫৭.০১ লক্ষ	৩৪৪৪.৫৪ কোটি	৫০০ টাকা

৩.২ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা

১৯৯৮-৯৯ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। ঐ অর্থবছরে ৪ লক্ষ ৩ হাজার ১১০ জনকে এককালীন মাসিক ১০০ টাকা হারে ভাতা প্রদান করা হয়। ২০০৩-০৪ অর্থবছরে এ কর্মসূচিটি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা ভাতা কর্মসূচি বাস্তবায়নে অধিকতর গতিশীলতা আনয়নের জন্য সরকার পুনরায় ২০১০-১১ অর্থবছরে এ কর্মসূচি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে। প্রায় প্রতিবছর এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় । ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৫০ টি এবং পূর্বের অর্থবছরে ১১২টি সহ মোট ২৬২টি উপজেলায় নীতিমালা অনুযায়ী ভাতা প্রাপ্তির যোগ্য শতভাগ বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাকে ভাতার আওতাভূক্ত করা হয়। ২০২১-২২ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২৪ লক্ষ ৭৫ হাজার জন এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৫০০ টাকা।

বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য :

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের ভাতা কার্যক্রম	২০২১-২২	২৪.৭৫ লক্ষ	১৪৯৫.৪০ কোটি	৫০০/-

৩.৩ অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষায় আন্তর্জাতিক আইনের সাথে সংগতি রেখে ২০১৩ সালে 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন-২০১৩' প্রণয়ন করা হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫, ১৭, ২০ এবং ২৯ অনুচ্ছেদে অন্যান্য নাগরিকদের সাথে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সমসুযোগ ও অধিকার প্রদান করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের দায়-দায়িত্বের অংশ হিসেবে ২০০৫-০৬ অর্থবছর হতে অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়। কার্যক্রমের শুরুতে ১ লক্ষ ৪ হাজার ১৬৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে জনপ্রতি মাসিক ২০০ টাকা হারে ভাতা প্রদানের আওতায় আনা হয়। পরবর্তীতে ২০১১-১২ অর্থবছরে দেশের সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতার আওতাভুক্তির লক্ষ্যে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি গ্রহণ করে। প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপের আওতাভুক্ত শতভাগ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতার আওতাভুক্ত করার লক্ষ্যে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ভাতাভোগীর সংখ্যা ২০ লক্ষ ৮ হাজার জনে উন্নীত করা হয় এবং মাসিক ভাতার পরিমাণ ৭৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়।

অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতাভোগীর সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম	২০২১-২২	২০.০৮ লক্ষ	১৮২০ কোটি	৭৫০/-

৩.৪ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি

প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েরা যাতে লেখাপড়ার প্রতি আগ্রহী হয় এবং উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে জাতীয় উন্নয়নে অংশগ্রহণ করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে সরকার সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে 'প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি কর্মসুচি' চালু করে। শুরুতে এ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা ছিল ১২ হাজার ২০৯ জন। ২০২১-২২ অর্থবছরে এ কর্মসূচির আওতায় প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক ও উচ্চতর স্তরে যথাক্রমে মাসিক ৭৫০ টাকা, ৮০০ টাকা, ৯০০ টাকা ও ১৩০০ টাকা হারে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উপবৃত্তি গ্রহণকারীর সংখ্যা ১ লক্ষ জন এবং বাজেট এ কর্মসূচিতে ৯৫ কোটি ৬৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি সংখ্যা ও বরাদ্দের তথ্য:

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	ভাতাভোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	মাসিক ভাতার পরিমাণ
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০২১-২২	০১ লক্ষ	৯৫.৬৪ কোটি	প্রাথমিক স্তর ৭৫০/- মাধ্যমিক স্তর ৮০০/- উচ্চ মাধ্যমিক স্তর ৯০০/- উচ্চতর স্তর ১৩০০/-

৩.৫ হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি:

বাংলাদেশ জনশুমারি ও গৃহগণনা (২০২২) অনুযায়ী বাংলাদেশে হিজড়া ব্যক্তির সংখ্যা ১২৬২৯ জন। এ সম্প্রদায় বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ হলেও আবহমান কাল থেকে এ জনগোষ্ঠী অবহেলিত ও অনগ্রসর গোষ্ঠী হিসেবে পরিচিত। হিজড়া জনগোষ্ঠীর পারিবারিক, আর্থ-সামাজিক, শিক্ষা ব্যবস্থা, বাসস্থান, স্বাস্থ্যগত উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূল স্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭ টি জেলায় এ কর্মসূচির প্রবর্তন করে। বর্তমানে দেশের ৬৪ টি জেলায় এ কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর হতে এ কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তি জিটুপি পদ্ধতিতে সরাসরি উপকারভোগীর মোবাইল ব্যাংক একাউন্টে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ ৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

১। হিজড়া ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান;

২। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের হিজড়া জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে মাসিক ৬০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রদান;

৩। স্কুলগামী হিজড়া শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা, উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা মাসিক হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

৪। ট্রেডভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাঁদের সমাজের মূল-স্রোতধারায় আনয়ন;

৫। ৫০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মাথাপিছু ১০,০০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

উপকারভোগীর পরিসংখ্যান

সমাজসেবা অধিদপ্তরের Management Information System (MIS) এ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা সরাসরি আবেদন গ্রহণপূর্বক হিজড়া ব্যক্তির তথ্য যাচাই ও তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে বরাদ্দ অনুযায়ী G2P পদ্ধতিতে মোবাইল একাউন্ট/এজেন্ট ব্যাংকিং একাউন্টে বিশেষ ভাতা বা শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশব্যাপী ২৬০০ জন হিজড়া ব্যক্তিকে বিশেষ ভাতা এবং ১২২৫ জন শিক্ষার্থীকে হিজড়া শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান (২০২১-২০২২):

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা			মোট উপকৃতের সংখ্যা
২০২১-২২	বিশেষ ভাতা	শিক্ষা উপবৃত্তি	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	৫৭৪৫ জন
	২৬০০	১২২৫	১৯২০	

কর্মক্ষম হিজড়া জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে স্থানীয় চাহিদা অথবা প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত হিজড়া জনগোষ্ঠীকে মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আনুষ্ঠানিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ এবং রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা হিসেবে ১০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের সচিত্র বাস্তবায়ন কার্যক্রম

হিজড়া জনগোষ্ঠীর ড্রেস মেকিং ও টেইলারিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

হিজড়া জনগোষ্ঠীর ব্লকবাটিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রশিক্ষণের চলমান পাঠদান

জাতীয় এসএমই মেলায় সফল হিজড়া উদ্যোক্তার পণ্য প্রদর্শনী

৩.৬ বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

বেদে জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্র অংশ। যাযাবর জনগোষ্ঠী হিসাবে পরিচিত বেদে সম্প্রদায় ক্ষুদ্র ব্যবসার পাশাপাশি শিঙ্গা লাগানো, তাবিজ কবজ বিক্রি, সাপ খেলা, চুড়ি ফিতা বিক্রি, জাদু ইত্যাদি তাদের জীবিকা নির্বাহে অবলম্বন করে। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে বাংলাদেশে বেদে জনগোষ্ঠী প্রায় ৭৫০০০ জন। বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন তথা এ জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে ৭ টি জেলায় পাইলটিং এর মাধ্যমে এ কার্যক্রমের প্রবর্তন করে। ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি একত্রে ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে "বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি "নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে সারাদেশে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর হতে এ কর্মসূচির ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তির নগদ সহায়তায় জিটুপি পদ্ধতিতে উপকারভোগীর মোবাইল হিসাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট ৯ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

১। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের বেদে জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রদান;

২। স্কুলগামী বেদে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা, উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা মাসিক হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।

৩। ট্রেডভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম বেদে জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাঁদের সমাজের মূল-স্রোতধারায় আনয়ন;

৪। ৫০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মাথাপিছু ১০,০০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

উপকারভোগীর পরিসংখ্যান:

সমাজসেবা অধিদপ্তরের Management Information System (MIS) এ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা সরাসরি আবেদন গ্রহণপুর্বক বেদে জনগোষ্ঠী ব্যক্তির তথ্য যাচাই ও তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে বরাদ্দ অনুযায়ী G2P পদ্ধতিতে মোবাইল একাউন্টে/এজেন্ট ব্যাংকিং একাউন্টে বিশেষ ভাতা বা শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশব্যাপী ৫০৬৬ জন বেদে জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে বিশেষ ভাতা এবং ৩৯৯৮ জন শিক্ষার্থীকে বেদে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

বেদে জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান (২০১২-২০২২):

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা			মোট উপকৃতের সংখ্যা
	বিশেষ ভাতা	শিক্ষা উপবৃত্তি	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	
২০২১-২২	৫০৬৬	৩৯৯৮	৫০০	৯৫৬৪ জন

কর্মক্ষম বেদে জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য প্যারামেডিকস, হেয়ারকাটিং, বিউটিফিকেশন, ড্রাইভিং, মোবাইল, টিভি, ফ্রিজ, এসি, অটোমোবাইল, সিকিউরিটি গার্ড, আনসার, ভিডিপি, নার্সিং, ওয়ার্ডবয়, কৃষি, মৎস্য ও পশুপালন, কম্পিউটার, সেলাই, কাটিং, ব্লক, বাটিক ও হস্তশিল্পে ৫০ দিনের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৫০০ জনকে প্রশিক্ষণ শেষে নিজেকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলার জন্য ১০,০০০ টাকা করে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

বেদে জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৩.৭ অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

অনগ্রসর সম্প্রদায় বা শ্রেণী হচ্ছে যারা সামাজিক ও শিক্ষাগত দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী। অনগ্রসর জনগোষ্ঠী হিসেবে জেলে, সন্ন্যাসী, ঋষি, বেহারা, নাপিত, ধোপা, হাজাম, নিকারী, পাটনী, কাওড়া, তেলী, পাটিকর, সুইপার, মেথর বা ধাঙ্গর, ডোমার, ডোম, রাউত, ও নিম্নশ্রেণী পেশার জনগোষ্ঠী। সমাজসেবা অধিদপ্তরের জরিপ মতে বাংলাদেশে অনগ্রসর জনগোষ্ঠী প্রায় ১৪,৯০,০০০ জন। অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করতে বর্তমান সরকার ২০১২-১৩ অর্থবছরে এ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করে। ২০১৮-১৯ পর্যন্ত বেদে ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি দুটি একত্রে ছিল। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ কর্মসূচি পৃথক হয়ে "অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি "নামে স্বতন্ত্র কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছর হতে এ কার্যক্রমের বিশেষ ভাতা ও শিক্ষা উপবৃত্তির নগদ সহায়তায় জিটুপি পদ্ধতিতে উপকারভোগীর মোবাইল হিসাবে প্রেরণ করা হচ্ছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেট ৫৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা।

বাস্তবায়িত কার্যক্রমসমূহ:

১। অনগ্রসর ব্যক্তিদের শনাক্তকরণ ও পরিচয়পত্র প্রদান;
২। ৫০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর ব্যক্তিকে মাসিক ৫০০ টাকা হারে বিশেষ ভাতা প্রদান;
৩। স্কুলগামী অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্তরে ৭০০ টাকা, মাধ্যমিক স্তরে ৮০০ টাকা, উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ১০০০ টাকা, উচ্চতর স্তরে ১২০০ টাকা মাসিক হারে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে।
৪। ট্রেডভিত্তিক বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করে তাঁদের সমাজের মূল-স্রোতধারায় আনয়ন;
৫। ৫০ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ গ্রহণকারীদের মাথাপিছু ১০,০০০ টাকা হারে প্রশিক্ষণোত্তর আর্থিক সহায়তা প্রদান।

উপকারভোগীর পরিসংখ্যান:

সমাজসেবা অধিদপ্তরের Management Information System (MIS) এ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে বা সরাসরি আবেদন গ্রহণপূর্বক অনগ্রসর ব্যক্তির তথ্য যাচাই ও তালিকা প্রণয়নের মাধ্যমে বরাদ্দ অনুযায়ী G2P পদ্ধতিতে মোবাইল একাউন্টে/এজেন্ট ব্যাংকিং একাউন্টে বিশেষ ভাতা বা শিক্ষা উপবৃত্তির অর্থ প্রেরণ করা হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশব্যাপী ২৬০০ জন অনগ্রসর ব্যক্তিকে বিশেষ ভাতা এবং ১২২৫ জন শিক্ষার্থীকে অনগ্রসর শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।

অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রমের পরিসংখ্যান (২০১২-২০২২):

অর্থবছর	উপকারভোগীর সংখ্যা			মোট উপকৃতের সংখ্যা
২০২১-২২	বিশেষ ভাতা	শিক্ষা উপবৃত্তি	বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	৬৯৫৭৩ জন
	৪৫২৫০	২১৯০৩	২৪২০	

কর্মক্ষম অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে চিহ্নিত করে স্থানীয় চাহিদা অথবা প্রশিক্ষণ মডিউল অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত অনগ্রসর জনগোষ্ঠীকে মৌলিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, আনুষ্ঠানিক মনোসামাজিক কাউন্সেলিং, সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক মৌলিক প্রশিক্ষণ ও রিফ্রেশার্স প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষণোত্তর সহায়তা হিসেবে ১০,০০০ টাকা প্রদান করা হয়েছে।

চট্টগ্রাম জেলায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ উদ্বোধন কার্যক্রম

বাগেরহাট জেলায় অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৩.৮ প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধী মানুষের কল্যাণে বদ্ধপরিকর। 'কেউ পিছিয়ে থাকবে না' এই মূলমন্ত্র নিয়ে ২০১১-১২ অর্থবছরে প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ কার্যক্রম শুরু হয়। সারা বাংলাদেশে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ৫৭০ টি ইউনিটে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ডাটা এন্ট্রি করা হয়। ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে পরিকল্পনা প্রণয়নের লক্ষ্যে Disability Information System শিরোনামে একটি সফটওয়্যার তৈরি করা হয়েছে। তৈরিকৃত ওয়েববেজড সফটওয়্যারের মাধ্যমে তথ্যভান্ডারে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হচ্ছে। www.dis.gov.bd এই সাইট' এ প্রতিবন্ধিতা ফর্ম ট্যাব' এ গিয়ে জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর কিংবা জন্মনিবন্ধন সনদ নম্বর দিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে ডাক্তারের যাচাই সাপেক্ষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসেবে নিবন্ধিত হবার সুযোগ

আছে । ডাটা এন্ট্রি শেষে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিবর্গের মাঝে লেমিনেটেড পরিচয়পত্র সরবরাহ করা হয় এবং তাঁদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য তাঁদের উপযোগী চিকিৎসা, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানে লক্ষ্যভিত্তিক পরিকল্পিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে । বর্তমানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ডাটাবেজড এ অর্ন্তভুক্ত সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ভাতা কার্যক্রমের আওতায় আনার প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে। সর্বশেষ ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ এর অনলাইন তথ্যভাণ্ডারে ২৫ লক্ষ ৮৬ হাজার ২২৬ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশ করা হয়েছে। উক্ত তথ্যভান্ডার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নয়নে ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার নীতিমালা, ২০২১ প্রণয়ন করা হয়েছে।

৩.৯ ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান

দেশে দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং ভিক্ষাবৃত্তির মত অমর্যাদাকর পেশা থেকে মানুষকে নিবৃত্ত করার লক্ষ্যে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থানের জন্য সরকারের রাজস্ব খাতের অর্থায়নে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ''ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান' শীর্ষক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাজেটে মোট ২৬.৮০ লক্ষ (ছাব্বিশ কোটি আশি লক্ষ) টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। উক্ত অর্থ দ্বারা দেশের ৬৩ টি জেলায় ভিক্ষুক পুনর্বাসনের নিমিত্তে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে আটককৃত ভিক্ষুকদের আশ্রয়কেন্দ্রে রাখার নিমিত্তে ৫ টি সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের অভ্যন্তরে ফাঁকা জায়গায় অস্থায়ী ভিত্তিতে ১৬টি টিনসেড ডরমেটরি ভবন নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে উপকারভোগীর সংখ্যা ৩০০০ (তিন হাজার) জন। ঢাকা শহরের ভিক্ষুকমুক্ত ঘোষিত এলাকাসমূহ ভিক্ষুকমুক্ত রাখার লক্ষ্যে নিয়মিত মাইকিং, বিজ্ঞাপন, লিফলেট বিতরণ এবং বিভিন্ন স্থানে নষ্ট হয়ে যাওয়া প্লাগস্ট্যান্ড মেরামত/নতুন স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকাসমূহে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৩০ টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে ২৬০০ জন ভিক্ষুককে আটক করা হয়। আটককৃতদের রাখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকায় ১৮০৫ জনকে (ভিক্ষাবৃত্তি না করার শর্তে) মুক্তি দেওয়া হয়। অবশিষ্ট ৭৯৫ জনকে বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। ভিক্ষুক পুনর্বাসনের কাজটি পদ্ধতিগতভাবে করার জন্য একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

ভিক্ষুক পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচির মাধ্যমে নির্মাণকৃত দোকানঘর উদ্বোধন

৩.১০ ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর 'হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম' এর মাধ্যমে দুস্থ ও অসহায় রোগীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। ইতোপূর্বে ২০০৯-১০, ২০১০-১১, ২০১১-১২ ও ২০১২-১৩ অর্থবছরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে Support Services for Vulnerable Group (SSVG) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস রোগে আক্রান্ত গরীব রোগীদের এককালীন ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশে বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১০৮ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪২০ টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫২৮ টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কিন্তু স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়া ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের সহায়তার জন্য কোন কার্যক্রম ২০১৩-১৪ অর্থবছরের পূর্বে ছিল না। বর্তমানে ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়া ও জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য নিয়মিত কর্মসূচি হিসেবে পরিচালিত হচ্ছে। ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ফর রিসার্চ অন ক্যান্সার (আইএআরসি) ও বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটির তথ্যমতে, বাংলাদেশে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। বর্তমানে দেশে ক্যান্সার রোগীর সংখ্যা প্রায় ১২ লক্ষ। এসব রোগীর মধ্যে ফুসফুস, মুখগহবর, রক্তনালি, জরায়ু ও স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তের সংখ্যাই বেশি। মহিলা রোগীদের মধ্যে শতকরা ৩০ ভাগ জরায়ু-মুখ ক্যান্সারে আক্রান্ত। দেশে প্রতিবছর নানাধরনের ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা বাড়ছে। অপর্যাপ্ত চিকিৎসা ব্যবস্থা আর অসচেতনতার কারণে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে বছরে ৬৬ শতাংশ মারা যাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রায় ২ কোটির বেশি লোক কোনো না কোনো কিডনী রোগে আক্রান্ত। যার মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি। এসব রোগীদের মধ্যে প্রতিবছর শতকরা প্রায় ৪০ জনের কিডনী বিকল হচ্ছে। লিভার সিরোসিস লিভারের একটি দীর্ঘ মেয়াদী ও জটিল রোগ। এ রোগে লিভারের কাঠামো নষ্ট হয়ে যায়। লিভারে ফাইব্রোসিস ও নডিউল তৈরী হয় এবং পরিণতিতে লিভার তার স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। আমাদের দেশে লিভার সিরোসিস প্রধানত হেপাটাইটিস বি ভাইরাস, হেপাটাইটিস সি ভাইরাস, ফ্যাটি লিভার ও এলকোহলজনিত কারণে হয়ে থাকে। বাংলাদেশে স্ট্রোকে আক্রান্তের হার প্রতি হাজারে বছরে ৫-১২ জন। স্ট্রোকে আক্রান্ত রোগী হঠাৎ করে তার কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। ফলে ঐ ব্যক্তি যদি পরিবারের উপার্জনকারী সদস্য তবে তার উপার্জন ক্ষমতা তাৎক্ষণিকভাবে রহিত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, তার সেবা করার জন্য আরও তিন-চার জনকে তাদের স্বাভাবিক কাজ-কর্ম বন্ধ রেখে নিয়োজিত থাকতে হয়। ফলে ঐ পরিবারের আর্থিক ব্যয় অনেকগুণে বেড়ে যায়। অনেক পরিবারের পক্ষে এই বিশাল অর্থনৈতিক চাপ বহন করা সম্ভাব হয় না। ফলশ্রুতিতে স্ট্রোকের সম্মিলিত ব্যয়ভার জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক আকারে বোঝা হিসেবে আবির্ভূত হয়। প্রতিবছর আনুমানিক ৩০,০০০ শিশু জন্মগত হৃদরোগ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এদের মধ্যে অনেকেই ব্যয়বহুল চিকিৎসার সুযোগ না পেয়ে মৃত্যুবরণ করে। জন্মগত হৃদরোগে আক্রান্ত এইসব শিশুদের যদি আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমে যথাযথ চিকিৎসা (যেমন: কার্ডিয়াক সার্জারী/ডিভাইস ক্লোজার) করা হয় তবে অনেকেই নতুন জীবন ফিরে পাবে। থ্যালাসেমিয়া বিশ্বের অধিকাংশ দেশে দেখা গেলেও মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্বের কিছু দেশ যেমন ভারত ও বাংলাদেশের মতো দেশে থ্যালাসেমিয়ার প্রকোপ বেশি। দেশে প্রতিবছর প্রায় আট হাজার শিশু থ্যালাসেমিয়া নিয়ে জন্ম নিচ্ছে। সারাদেশে এ রোগে আক্রান্ত শিশুর সংখ্যা সাড়ে তিন লাখের ও বেশি। দেশে দেড় কোটির ও বেশি মানুষ এ রোগের জীবাণু বহন করছে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার জরিপ প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রায় ৪ দশমিক ১ ভাগ মানুষ 'বিটা থ্যালাসেমিয়া'র বাহক। ঢাকা শিশু হাসপাতালের গবেষণায় দেখা গেছে যে, আমাদের দেশে বিটা বাহক ৪.১% এবং হিমোগ্লোবিন-ই-বাহক ৬.১%। শুরুতে চিকিৎসা গ্রহণ করা গেলে এ রোগের প্রকোপসহ ব্যয়ভার কমানো সম্ভব।

অর্থের অভাবে এসকল রোগে আক্রান্ত রোগীরা ধুঁকে ধুঁকে মারা যায়। তেমনি তার পরিবার ব্যয়ভার বহন করে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। গরীব রোগীদের কল্যাণে পরিচালিত বর্ণিত কর্মসূচি সকল পর্যায়ে প্রশংসিত হয়েছে। উল্লিখিত প্রকল্পের সফলতা নিয়ে সরকার এ কার্যক্রমকে স্থায়ী কর্মসূচিতে রূপদান করার লক্ষ্যে সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায়

বাস্তবায়নের জন্য ২৯ অক্টোবর ২০১৯ (সংশোধিত)'' ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির নতুন বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯ প্রণয়ন করা হয় এবং গেজেট প্রকাশ করা হয়।

২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে কর্মসূচির বাজেট বরাদ্দ ছিল ২.৮২৫ কোটি টাকা এবং উপকারভোগীর সংখ্যা ৫৬১ জন। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দ ১৫০ কোটি টাকা এবং সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩০ হাজার জন। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছর থেকে প্রথমবারের মত 'ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির জন্য ১১২.৫০ কোটি টাকা ৬৪ জেলায় জনসংখ্যা অনুপাতে বিভাজন করে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। বিগত ২০২০-২০২১ অর্থবছরেও এ কর্মসূচিতে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয় যা চাহিদার ভিত্তিতে বিভাজনপূর্বক ৬৪ জেলায় জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করা হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রত্যন্ত এলাকার সংশ্লিষ্ট রোগের দরিদ্র রোগীগণ স্বল্প সময়ে নিজ উপজেলা থেকে আর্থিক সহায়তার চেক গ্রহণ করতে পেরেছেন। উল্লেখ্য মোট বরাদ্দকৃত অর্থের ৭৫% জেলা পর্যায়ে বিতরণ করা হয় এবং ২৫% অধিদপ্তর তথা মন্ত্রণায়ের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। উক্ত সংরক্ষিত অর্থ হতে মন্ত্রণালয়ে আবেদনকৃত রোগী এবং কর্মসূচির ৬ টি দূরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় নিয়োজিত প্রতিষ্ঠানসমূহকে আবেদনের প্রেক্ষিতে থোক বরাদ্দ প্রদান করা হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সারা দেশের দরিদ্র রোগীরা অনলাইনে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এ আর্থিক সহায়তার আবেদন দাখিল করতে পারবেন।

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	রোগীর সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	জনপ্রতি পরিমাণ
ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি	২০২১-২২	৬৪ জেলায় ২২,৫০০ জন	১১২.৫০ কোটি	৫০,০০০/-
		মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ৬৭১৮ জন	৩৩.৫৯ কোটি	
	২ টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৭৮২ জন		৩.৯১ কোটি	
মোট=		**৩০,০০০ জন**	**১৫০ কোটি**	

নিম্নোক্ত দুটি প্রতিষ্ঠানে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৭৮২ জন রোগীর চিকিৎসা সহায়তা বাবদ ৩.৯১ কোটি কোটি টাকা প্রদান করা হয়।

ক্রম	প্রতিষ্ঠানের নাম	টাকার পরিমাণ
০১	বাংলাদেশ থ্যালাসেমিয়া ফাউন্ডেশন, ঢাকা	২.০০ কোটি টাকা
০২	আগে দেশ, দশকে নিয়ে বাঁচা (সংস্থা)	১.৯১ কোটি টাকা
	সর্বমোট=	**০৩.৯১ কোটি টাকা**

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান আহমেদ, এমপি মহোদয় কর্তৃক চিকিৎসা সহায়তার চেক বিতরণ

চিকিৎসা সহায়তার চেক বিতরণ

৩.১১ চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি

চা-শিল্প বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ শিল্প। ২০২১ সালে বাংলাদেশের চা উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৯ কোটি ৬৫ লাখ কেজি। এখান থেকে চা রপ্তানি হয় ২৫টি দেশে। সিলেট বিভাগের সিলেট, মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ, চট্টগ্রাম বিভাগের চট্টগ্রাম জেলা এবং রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট জেলার চা-বাগানসমূহে কর্মরত চা-শ্রমিকগণ এ কর্মসূচির আওতাভুক্ত হন। প্রকৃত দুস্থ ও গরীব চা-শ্রমিককে নির্বাচন করে বর্তমানে জনপ্রতি এককালীন ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা অনুদান হিসেবে দেয়া হয়। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ ২৫ কোটি টাকা।

কর্মসূচির নাম	অর্থবছর	শ্রমিকের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত অর্থ	জনপ্রতি পরিমাণ
চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি	২০২১-২২	৫০,০০০ জন	২৫ কোটি	৫,০০০/-

৩.১২ বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প

বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য প্রান্তিক পেশাজীবী জাতিগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য ও সেবার উৎকর্ষ এবং পেশার আধুনিকায়নের মাধ্যমে তাঁদের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিসহ সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের নিমিত্ত জীবনমান উন্নয়ন।

সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য:

১) দেশব্যাপী প্রান্তিক পেশাজীবী গোষ্ঠীর সঠিক সংখ্যা নিরূপণ ও তাদের তথ্য সম্বলিত অনলাইন ডাটাবেজ;
২) পেশার টেকসই উন্নয়নে সফটস্কিলস/উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রদান;
৩) মাঠ পর্যায়ের পেশাজীবীদের উৎপাদিত পণ্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে ঢাকায় ১ টি বিপণনকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা;
৪) উপার্জন সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে ও দক্ষতা উন্নয়নের নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান;
৫) হাতে কলমে এপ্রেন্টিসশীপ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে পেশার মানোন্নয়ন;
৬) কাজের সুযোগ সৃষ্টি ও আত্মকর্মসংস্থানের ক্ষেত্র তৈরি;
৭) প্রশিক্ষণোত্তর পেশার টেকসই উন্নয়নে নগদ অর্থ সহায়তা;
৮) প্রান্তিক পেশাজীবী গোষ্ঠীর সামাজিক মর্যাদা ও সুরক্ষা নিশ্চিতকরণ;
৯) গুগল ম্যাপিং এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও অনুদান (নগদ সহায়তা) প্রাপ্তদের ব্যবসা প্রসারে সহায়তা এবং মনিটরিং এর মাধ্যমে প্রকল্পের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ;
১০) পেশাজীবীদের উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষ সাধনে পরামর্শ/ প্রশিক্ষণসহ তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের বহুমুখী ব্যবহারে প্রচারণা।

প্রান্তিক শিল্প প্রদর্শনী ও বিপণন কেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্য:

- বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের (২য় সংশোধিত) আওতায় প্রশিক্ষণ ও অনুদানপ্রাপ্তদের উৎপাদিত পণ্যের প্রসার ও বাজারজাতকরণে ০২ জানুয়ারি ২০২২ মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'প্রান্তিক শিল্প প্রদর্শনী ও বিপণন কেন্দ্র' উদ্বোধন করা হয়;
- প্রদর্শনী ও বিপণন কেন্দ্রটি প্রতিদিন সকাল ১০:০০টা হতে রাত ৮:০০ টা পর্যন্ত খোলা রাখা হয়;
- কেন্দ্রটির ব্যবস্থাপনায় দৈনিক অনিয়মিত শ্রমিক হিসেবে বর্তমানে ০২ জন নিয়োজিত আছে;
- কেন্দ্রটির সকল মালামাল ক্রয়-বিক্রয়ে পজ সিস্টেমের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড আগারগাঁও শাখায় একটি ব্যাংক হিসাব খোলা আছে;
- প্রকল্পের ২য় সংশোধিত দলিল অনুযায়ী প্রকল্প চলাকালীন ০৫ (পাঁচ) সদস্যের মনিটরিং কমিটির মাধ্যমে পরিচালিত হবে। কমিটির সভাপতি মহাপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর।

০২ জানুয়ারি ২০২২ মাননীয় মন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক 'প্রান্তিক শিল্প প্রদর্শনী ও বিপণন কেন্দ্র' উদ্বোধন

দীর্ঘমেয়াদী (Apprenticeships) ও সফটসস্কিলস প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অনুদান বিতরণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

ক্রমঃ	প্রশিক্ষণ ও অনুদানের বিবরণ	২০১৭-১৮ (জনে)	২০১৮-১৯ (জনে)	২০১৯-২০ (জনে)	২০২০-২১ (জনে)	২০২১-২২ (জনে)	মোট
১	সফটস্কিলস প্রশিক্ষণ	০	০	৯৯৫২	১৮৯৫	৩০০০	১৪৮৪৭জন
২	এপ্রেন্টিশসীপ প্রশিক্ষণ	১৩৬০	৩৯১০	২০০০	৪২২৬	০	১১৪৯৬জন
৩	অনুদান	০	৭১৮১	৮৯৯৮	৪৩৯০	৫৭৭৪	২৬৩৪৩জন

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয় কর্তৃক প্রশিক্ষণোত্তর সনদ ও অনুদানের চেক বিতরণ

বিভাগ ও জেলাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও অনুদান চিত্র: (প্রতিজন ১৮০০০/- হারে)

বিভাগ	জেলা	প্রশিক্ষণ সম্পন্ন (জনে)	ইতোমধ্যে অনুদান প্রাপ্ত	চলতি অনুদান (জনে)	বরাদ্দ টাকায়
খুলনা	নড়াইল	১৮০		১৮০	৩২৪০০০০
	বাগেরহাট	৭২৫	৫৭৫	১৫০	২৭০০০০০
	মাগুরা	৪৭৯	২২২	২৫৭	৪৬২৬০০০
খুলনা		**১৩৮৪**	**৭৯৭**	**৫৮৭**	**১০৫৬৬০০০**
চট্টগ্রাম	কুমিল্লা	৩৫১	২৯১	৬০	১০৮০০০০
	খাগড়াছড়ি	৯০		৯০	১৬২০০০০
	চাঁদপুর	২৪৬	১২৫	১২১	২১৭৮০০০
	নোয়াখালী	৫৪১	৯৬	৪৪৫	৮০১০০০০
চট্টগ্রাম		**১২২৮**	**৫১২**	**৭১৬**	**১২৮৮৮০০০**
ঢাকা	কিশোরগঞ্জ	১৪০৩	১১৯৩	২১০	৩৭৮০০০০
	গোপালগঞ্জ	২১২৪	৭৫০	১৩৭৪	২৪৭৩২০০০
	ঢাকা	১২০		১২০	২১৬০০০০
	নরসিংদী	৩৬৬	২৬৬	১০০	১৮০০০০০

	মানিকগঞ্জ	৩৯৫	১৫০	২৪৫	৪৪১০০০০
ঢাকা		৪৪০৮	২৩৫৯	২০৪৯	৩৬৮৮২০০০
বরিশাল	বরগুনা	৬৮১	৪৭১	২১০	৩৭৮০০০০
	বরিশাল	১৫৪	৭৮	৭৬	১৩৬৮০০০
	ভোলা	১৫৪	১২৪	৩০	৫৪০০০০
বরিশাল		৯৮৯	৬৭৩	৩১৬	৫৬৮৮০০০
ময়মনসিংহ	জামালপুর	১৫০		১৫০	২৭০০০০০
	নেত্রকোনা	৩৩০		৩৩০	৫৯৪০০০০
	ময়মনসিংহ	৭৮৯	৩৬০	৪২৯	৭৭২২০০০
	শেরপুর	৫৯৯	৫৩৯	৬০	১০৮০০০০
ময়মনসিংহ		১৮৬৮	৮৯৯	৯৬৯	১৭৪৪২০০০
রংপুর	ঠাকুরগাঁও	১৫০		১৫০	২৭০০০০০
	রংপুর	২০৭	০	২০৭	৩৭২৬০০০
	লালমনিরহাট	১৮৩১	১৭১১	১২০	২১৬০০০০
রংপুর		২১৮৮	১৭১১	৪৭৭	৮৫৮৬০০০
রাজশাহী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	১৫০		১৫০	২৭০০০০০
	রাজশাহী	৮৩৭	৭৪৭	৯০	১৬২০০০০
	সিরাজগঞ্জ	১১৭৭	৯৬৭	২১০	৩৭৮০০০০
রাজশাহী		২১৬৪	১৭১৪	৪৫০	৮১০০০০০
সিলেট	সিলেট	১৫০		১৫০	২৭০০০০০
	সুনামগঞ্জ	১৪০	৮০	৬০	১০৮০০০০
সিলেট		২৯০	৮০	২১০	৩৭৮০০০০
মোট				৫৭৭৪	১০৩৯৩২০০০

জরিপ সংক্রান্ত তথ্য: (NID integration এর মাধ্যমে অনলাইন জরিপ, প্লাটফর্ম- একসেবা ও মাইগভ)

বিভাগ	কামার	কুমার	নাপিত	বাঁশ ও বেত পণ্য প্রস্তুতকারী	কাঁসা/পিতল পণ্য প্রস্তুতকারী	জুতা মেরামত/ প্রস্তুতকারী	লোকজ যন্ত্র	নকশী কাঁথা শিল্পী	শীতল পাটি	শতরঞ্জি	লোকজ শিল্পী	সর্বমোট	শতকরা হার (%)
খুলনা	৩৬২৭	৪৪৭০	১৬৯৪২	১৮১৯৬	১৩৬	৪৬০৩	১১৭৯	৮৪৫৪	১৫০	৩১৪	২৩৭০	৬০৪৪১	১৪.১৯%
চট্টগ্রাম	৩৯৫৭	৩৩৪৫	২৭০১৪	১৯৬৬৫	১৫৮	৪৩০০	৭৫৮	১৩৩০২	৫৭৬৯	১৬৪	১০২৯	৭৯৪৬১	১৮.৬৫%
ঢাকা	৫৩৬৩	৮১২৯	২১৩৫৩	১৭৯০১	৪৪৫	১১৩৯৮	১৫১৪	৬৪৭১	৪০৯	৩৯২	২২৬১	৭৫৬৩৬	১৭.৭৫%
বরিশাল	১৬৩৭	১০৮০	৮৭০০	৬৭৯০	১৮০	১৫০৫	৮৬৩	৬০৯৯	৭২২	১২০	১৫৮৪	২৯২৮০	৬.৮৭%
ময়মনসিংহ	২১৭৮	২২১৭	৯৪১৬	১৪৭৯২	১৯৯	২৩৭৭	৬১৮	৫০৭১	৩২৮	৮০	৮৪৯	৩৮১২৫	৮.৯৫%
রংপুর	৩৪৭৫	৩৭৮০	১৫০৪৩	১৩৮৩৬	১৯৪	৪৬১৬	১০৬০	৪৩৬৪	১৩১	২০৮	১৫৪৩	৪৮২৫০	১১.৩২%
রাজশাহী	৫১৫৪	৬৬২৭	১৯৭৪২	১৭০৪৯	৪৬১	৫২৭২	৭৪৫	৯৯৭০	১৭৯	১৩৯	১৩১৩	৬৬৬৫১	১৫.৬৪%
সিলেট	১৫১৯	১৩৪৫	৬৯৫৬	১০৬৫০	৪৩	২৪৬২	৬৩৯	২৯৬৮	৬২৭	৬৯	৯৫৬	২৮২৩৪	৬.৬৩%
সর্বমোট	২৬৯১০	৩০৯৯৩	১২৫১৬৬	১১৮৮৭৯	১৮১৬	৩৬৫৩৩	৭৩৭৬	৫৬৬৯৯	৮৩১৫	১৪৮৬	১১৯০৫	৪২৬০৭৮	১০০.০০%

দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম

৪.০ দারিদ্র্য নিরসন কার্যক্রম

৪.১ পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রম দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে। পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশের ক্ষুদ্রঋণ/দারিদ্র্য বিমোচনের সূতিকাগার এবং পথিকৃৎ হিসেবে দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে সূচনা করে এক নতুন ও বর্ণিল ইতিহাস।

পল্লী সমাজসেবা (আরএসএস) কার্যক্রমের মাধ্যমে পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন, দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে তাঁদের সম্পৃক্ত করে দেশের সার্বিক উন্নয়নে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে। মা ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা, পয়ঃনিস্কাশন, শিশু শিক্ষা, অসহায় ও এতিমদের সহায়তা প্রদান করা, পরিবার পরিকল্পনা ও সামাজিক ব্যাধি যেমন বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ, যৌতুক, নারী ও শিশু পাচার রোধ ইত্যাদি সামাজিক কার্যক্রমে সম্পৃক্তের মাধ্যমে নারীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। এসব সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কাজের সাথে আরএসএস কর্মসূচিভুক্ত পরিবারের সদস্যরাও সম্পৃক্ত রয়েছে।

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত অভিপ্রায়ে সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীন ১৯টি থানায় 'পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম' যাত্রা শুরু করে। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরো ২১ টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে সম্প্রসারিত পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ২য় পর্ব (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপজেলায়, ৩য় পর্ব (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপজেলায়, ৪র্থ পর্ব (১৯৯২-৯৫) ৮১ টি উপজেলা, ৫ম পর্ব (১৯৯৫-২০০২) ১১৯ টি উপজেলা এবং ৬ষ্ঠ পর্ব (২০০৪-০৭) ৪৭০টি উপজেলায় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অর্থবছর হতে **সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম** খাতে নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলার প্রতিটি উপজেলার প্রতিটি ইউনিয়নে এ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

- সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ৫৭২ কোটি ০৮ লক্ষ ৬৬ হাজার ২৮২ টাকা
- ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে সর্বমোট বরাদ্দের পরিমাণ : ৫৬৪ কোটি ৭৫ লক্ষ ৫৯ হাজার ২৮২ টাকা
- ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগকৃত মূল অর্থের পরিমাণ : ৫৩৮ কোটি ৩০ লক্ষ ৫২ হাজার টাকা
- মূল অর্থ আদায়ের পরিমাণ : ৪৮৩ কোটি ৪৯ লক্ষ ৩ হাজার টাকা
- মূল অর্থ আদায়ের হার : ৯১%
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ১০৪৯ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা
- ক্রমপুঞ্জিত পুনঃবিনিয়োগের অর্থ আদায়ের হার : ৯০%
- শুরু হতে ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে মোট উপকারভোগীর সংখ্যা : ৩৩ লক্ষ ২৫ হাজার ৫১১ টি পরিবার

২০২১-২০২২ অর্থবছরে একনজরে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্রমিক	ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য			ঋণগ্রহিতার সংখ্যা (জন)	আদায় সংক্রান্ত তথ্য			আদায়ের হার (শতকরা)
	বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পনু:বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)		বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	পুন:বিনিয়োগ (লক্ষ টাকা)	মোট (লক্ষ টাকা)	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
০১.	১৯.০৯	৬০.০০	৭৯.০৯	৫১৪৫৪	৮৮৪৫.০০	১৮০৫.০০	১০৬৫০.০০	৯২%

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ (জন)	স্বাক্ষর জ্ঞান প্রদান (জন)	প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (জন)	পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতিতে উদ্বুদ্ধকরণ (জন)	সামাজিক বনায়ন (টি)
১০	১১	১২	১৩	১৪
৩৭,৯০৯	২৯,৭২৪	১,০১,৪৫০	১,২০,৪৬০	১,২০,৩৬০

উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, ইসলামপুর জামালপুরের ঋণগ্রহীতা হামিদুরের সাফল্যের গল্প

“পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি” কথাটি শুধু পুস্তকের মধ্যেই যে সীমাবদ্ধ তা নয়, বাস্তবেও যা প্রমাণ করেছেন অজ পাড়াগাঁয়ে জন্ম নেয়া এক অসহায় কিশোর মো: হামিদুর রহমান। হামিদুর ইসলামপুর উপজেলার গাইবান্ধা ইউনিয়নের শাহপাড়া গ্রামের বাসিন্দা। তার পিতার নাম মজর আলী ও মাতার নাম হামিদা। তার বয়স যখন ১৮ থেকে ১৯ বছর ঠিক তখন তার বাবা মারা যায়। সংসারের বড় সন্তান হিসেবে ৭ ভাইবোনের দায়িত্ব বর্তায় হামিদুরের উপর। সে নিজেই যখন অন্যের উপর নির্ভরশীল অথচ তার উপর মা সহ ৭ ভাইবোনের ভরণ-পোষণের ভার। তার মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো, তার চোখে মুখে অমানিষার ঘোর অন্ধকার নেমে এলো। সে কিভাবে এতগুলো ভাইবোনের ভরণ-পোষণের খরচ চালাবে। ঠিক এভাবে ভাবতে ভাবতে একসময় তার সমাজসেবা অফিসের কথা মাথায় এলো। সে ইসলামপুর সমাজসেবা অফিসের সাথে যোগাযোগ করে জানতে পারলো যে, অত্র অফিসে আর,এস,এস প্রকল্প কর্তৃক ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করা হচ্ছে ঠিক তখনই তিনি প্রথমে ২০০০/- (দুই হাজার টাকা) ঋণ গ্রহণ করেন। তার পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে গ্রহণকৃত ঋণের টাকা দিয়ে সে দুধের ব্যবসা শুরু করে এবং কিছু টাকা দিয়ে ২ (দুই) টি ছাগলের বাচ্চা ক্রয় করে লালন-পালন করতে থাকে। সে প্রতিবছরই ঋণ গ্রহণ করে এবং নিয়মিতভাবে ঋণ পরিশোধ করে। দিন দিন তার ব্যবসা আরও বড় হতে থাকে এবং ছোট বেলার সেই গল্পের মত ডিম থেকে মুরগী, মুরগী থেকে ছাগল, পরে ছাগল থেকে গরু পালনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এখন সে ৬টি গরুর মালিক। ৬টি গরুর মধ্যে, দুইটি গাভী । এরা প্রতিদিন প্রায় ১০ লিটার পরিমাণ দুধ দেয় যা তার ব্যবসার অবয়বকে আরও বড় করেছে। এভাবেই সে সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে সংসারের হাল ধরে এবং বাবার অবর্তমানে সংসার একটু একটু করে চালিয়ে নিতে থাকে। তার পরিশ্রমের কাছে অভাব-দরিদ্রতা যেন হার মানতে থাকে এবং এলাকায় তার গ্রহণযোগ্যতাও বাড়তে থাকে। ফলে তার কাজের গতিও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এভাবে সে বোনদের বিয়ে দিয়ে সংসারের অভাবকে জয় করে নিজেও বিয়ে করে সাফল্যের মাত্রা আরও চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে থাকে।

হামিদুর রহমান পরিবার নিয়ে এখন খুব সুখে আছে, তাদের সংসারে ৪ (চার) ছেলে এরা প্রত্যেকেই লেখাপড়া করছে। তিনি নিজে অভাবের কারণে লেখাপড়া তেমন করতে পারেন নাই। তাই সে চায় তার সন্তানেরা উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশের কাজে আত্ম নিয়োগ করবে। যিনি এক সময় তিন বেলা তিন মুঠো ভাতের সংস্থান করতে পারতো না জীবনটাকে একটা বোঝা মনে হতো। আজ যেন তার স্বপ্ন শেষ হয় না।

ঋণগ্রহীতা হামিদুর রহমান

৪.২ পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রম

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক নারী, যাদের অধিকাংশই পল্লী অঞ্চলে বসবাসকারী এবং অনেকক্ষেত্রেই আধুনিক সুযোগ-সুবিধা বঞ্চিত। পল্লী এলাকার এ সকল নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের ১ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ১৯৭৫ সালে তৎকালীন ১৯ জেলার ১৯ টি থানায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় নারী উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে ‘পল্লী মাতৃকেন্দ্র’ (Rural Mother Center-RMC) শীর্ষক উন্নয়ন প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত করেন। এ কার্যক্রমের অন্যতম লক্ষ্য অনগ্রসর, সুবিধাবঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্থ নারীদের সংগঠিত করে পরিবারভিত্তিক দারিদ্র বিমোচন, নারী উন্নয়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন। পাশাপাশি পল্লী মাতৃকেন্দ্রের সংগঠিত নারীদের নিজস্ব পুঁজি গঠন। বিভিন্ন মেয়াদে ৬টি পর্বে (১৯৭৫ সন হতে ২০০৪ সন পর্যন্ত) এ প্রকল্পের কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে ৩১৪ টি উপজেলাসহ ৩১৮ টি ইউনিটে বাস্তবায়িত হয়েছে । ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অবশিষ্ট ১৭৮ উপজেলায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বর্তমানে ৬৪ জেলার সকল উপজেলায় পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পল্লী মাতৃকেন্দ্র কার্যক্রম এর অগ্রগতি চিত্র

- সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ (ঘূর্ণায়মান) কর্মসূচির প্রাপ্ত তহবিল : ৮২ কোটি ৩০ লক্ষ ৯০ হাজার ৫০০ টাকা
- বিনিয়োগকৃত তহবিল : ৭৭ কোটি ৪৪ লক্ষ ৮৮ হাজার ৩০৪ টাকা
- আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (মূল) : ৬২ কোটি ৭১ লক্ষ ৩০ হাজার ৬৮৫ টাকা
- শুরু হতে গঠিত সর্বমোট মাতৃকেন্দ্রের সংখ্যা : ১৪ হাজার ৮ শত ৬ টি
- শুরু হতে ঋণপ্রাপ্ত পরিবারের মোট সংখ্যা : ৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৫৩৮ টি পরিবার
- তহবিল আদায়ের হার : মূল বিনিয়োগ ৮৭%
  : পুনঃবিনিয়োগ ৯০%
- ক্রমপুঞ্জিত ঋণ বিতরণ : ১৪৪ কোটি ৪২ লক্ষ ৬৮ হাজার ১৫৬ টাকা

২০২১-২০২২ অর্থবছরে একনজরে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC) কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (টাকায়)		ঋণগ্রহীতার সংখ্যা (জন)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়ের হার
বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ			
২	৩	৪	৫	৬
১২,০০,০০,০০০	১৯,৫৫,১৮,০০০	৬,০০০	১১,৪৮,৪০,০০০	৮৭%

সামাজিক কার্যক্রমের অগ্রগতি ২০২১-২২ (জনে)

বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ	জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাস ও মাদকের বিরুদ্ধে সচেতনতা	শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচেতনতা	সবজি চাষ ও বৃক্ষ রোপন
৭	৮	৯	১০
৫,১৪১	৩৭,২০০	৩৯,৬৭২	৬০,০০০

৪.৩ দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পূর্ণ রাজস্ব বাজেটের অর্থায়নে ২০০২-২০০৩ অর্থবছর হতে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে দগ্ধ ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা, জরিপের মাধ্যমে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সংগ্রহ ও সংখ্যা নিরূপন, দক্ষতাভিত্তিক ও উপার্জনমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। দেশের দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তি বা তার পরিবারকে ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের জীবনমান উন্নয়ন করা হয়ে থাকে। বাংলাদেশের ৪৯৩ টি উপজেলা ও ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়সহ মোট ৫৭৩টি কার্যালয়ের মাধ্যমে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। মাঠপর্যায়ে পরিবার জরিপের মাধ্যমে দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত (যে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু বার্ষিক গড় আয় ১,০০,০০০/- এক লক্ষ টাকার উর্ধ্বে নয়) দগ্ধ ও প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত করা হয়। অতঃপর নির্ধারিত স্কীমের বিপরীতে জন প্রতি ৫,০০০/- টাকা হতে ৩০,০০০/- টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়। ঋণ প্রদানের ২ মাস পর হতে ৫% সার্ভিস চার্জসহ সমান ২০ কিস্তিতে ঋণের টাকা আদায় করা হয়। কার্যক্রম বাস্তবায়নে জাতীয় পর্যায়ে ১৯ সদস্যের 'জাতীয় পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি', জেলা পর্যায়ে ১৩ সদস্যের 'জেলা পরিচালনা (স্টিয়ারিং) কমিটি' উপজেলা পর্যায়ে ১১ সদস্যের 'উপজেলা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি' এবং শহর ও মহানগর এলাকায় শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গঠিত 'ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন কমিটি' এই কার্যক্রম বাস্তবায়নে সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম এর অগ্রগতি চিত্র

- সর্বমোট প্রাপ্ত বরাদ্দের পরিমাণ : ৯৯ কোটি ৩৯ লক্ষ ০৬ হাজার ২৫০ টাকা।
- ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে বরাদ্দকৃত তহবিল : ৯৪ কোটি ৮৫ লক্ষ ৯২ হাজার ৭৭০ টাকা।
- বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ৯০ কোটি ১৮ লক্ষ ১৯ হাজার ১২ টাকা।
- আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ : ৭৩ কোটি ৮৫ লক্ষ ৮৯ হাজার ৭৭০ টাকা।
- আদায়ের হার : ৭৮%।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ : ১৩৩ কোটি ০১ লক্ষ ১৩ হাজার ১৪৭ টাকা।
- পুনঃবিনিয়োগকৃত ঋণের আদায়ের হার : ৭৫.৬৬%।
- শুরু হতে মোট উপকারভোগী : সর্বমোট ১,৯০,৯৫৩ জন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে একনজরে দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য

ক্ষুদ্রঋণ হিসেবে বিনিয়োগ ও পুনঃবিনিয়োগ সংক্রান্ত তথ্য (টাকায়)		ঋণগ্রহীতার সংখ্যা (জন)	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকায়)	আদায়ের হার (শতকরা)
বিনিয়োগ	পুনঃবিনিয়োগ			
২	৩	৪	৫	৬
১,০৬,০০০০০/-	৭৫,০০০০০/-	৬৪৪	১,৪৬,০০,০০০/-	৭৮%

একজন প্রতিবন্ধী ঋণ গ্রহীতার সাফল্যগাঁথা....

নাসির উদ্দিন, পিতা- আব্দুর রহমান শেখ, গ্রামঃ- খানাবাড়ী, ইউনিয়নঃ যোগীপোল, উপজেলাঃ দিঘলিয়া, খুলনা একজন সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক কর্মক্ষম মানুষ ছিলেন। একদিন যশোর খুলনা রোডে বাস দুর্ঘটনায় তার দুটি পা কেটে ফেলতে হয়। পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি কর্মহীন হয়ে যায়। প্রচন্ড অভাব অনটনের মধ্যে তাদের দিন কাটতে লাগলো। নাসির উদ্দিন পরিবার তথা সমাজের বোঝা হয়ে গেলেন। পরিবারের সবচেয়ে মূল্যবান সদস্য হয়ে গেল সবচেয়ে বেশী মূল্যহীন। জীবনের অনিবার্য তাগিদে বিভিন্ন লোকের দান, অনুদান, অনুকম্পা, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত হলো। একটি দুর্ঘটনা যেন পরিবারের সকল সদস্যদের সারাজীবনের কান্নায় পরিনত হলো। তিনি উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয় দিঘলিয়া, খুলনা পরিচালিত প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচির আওতায় একটি সুবর্ণ নাগরিক কার্ড পেলেন। পরবর্তীতে "দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম" এর আওতায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ হিসাবে ১ম পর্যায়ে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা গ্রহণ করেন। তিনি উপজেলা সমাজসেবা অফিসার দিঘলিয়া, খুলনার পরামর্শে এই টাকা দিয়ে একটি আয়বর্ধক ব্যবসা শুরু করেন। সে অনুযায়ী তিনি একটি ছোট আকারের চায়ের দোকান শুরু করলেন। চা বিক্রির ব্যবসা ভালই চলছে। দৈনিক ৫০০-৬০০/- টাকার মতো তার লাভ হয়। পরবর্তীতে ১ম পর্যায়ের ঋণের টাকা পরিশোধ করে ২য় পর্যায়ে ২৫০০০/- (পচিশ হাজার) টাকা ঋণগ্রহণ করেন।

তার পরিবারের সদস্যরা এখন আর অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটায় না। সে এখন আর পরিবারের এবং সমাজের বোঝা নয় বরং একজন উপর্জনক্ষম স্বচ্ছল ব্যক্তি। তার (দুই) ছেলে মেয়ে সবাই স্কুলে যায়। যেখানে এক কাপ চায়ের জন্য নিজেই ঘন্টার পর ঘন্টা বসে থাকতেন অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে সেখানে আজ তিনি নিজেই একজন চায়ের দোকানের সফল ব্যবসায়ী। এভাবেই প্রতিবন্ধিতা, দারিদ্র ও বেকারত্বকে পরাস্ত করেন এক অদম্য জীবন যোদ্ধা নাসির উদ্দিন।

নাসির উদ্দিন এর চা এর দোকান

৪.৪ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি):

শহর এলাকার উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার রূপকল্প বাস্তবায়নে কাজ করছে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রম। সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে শহর এলাকার পিছিয়ে পড়া ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সামাজিক ক্ষমতায়ন ও জীবনমান উন্নয়নের অভিলক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিতকরণ, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের কর্মকান্ডের সমন্বয় সাধন, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, সামাজিক কার্যক্রম গ্রহণ, সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল সিটি কর্পোরেশন ও জেলা শহরসহ সর্বমোট ৮০টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা:

লক্ষ্যভুক্ত পরিবার : আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত পরিবার নির্বাচন করে পরিবারগুলোকে ৩ (তিন) টি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়ে থাকে।

(ক) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ০-২,০০,০০০ টাকা -'ক' শ্রেণি (দরিদ্রতম)

(খ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ২,০০,০০১-৩,০০,০০০ টাকা -'খ' শ্রেণি (দরিদ্র)

(গ) পারিবারিক বার্ষিক গড় আয়: ৩,০০,০০১ টাকা-তদুর্ধ্ব-'গ' শ্রেণি (সচ্ছল)।

'ক' ও 'খ' শ্রেণির পরিবার এ কার্যক্রমের জন্য উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে।

ঋণসীমা : জন প্রতি ১০,০০০/- থেকে ৫০,০০০/- টাকা।

ঋণ পরিশোধের সময়সীমা : ১০% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০টি কিস্তিতে সর্বোচ্চ ১ বছর মেয়াদে ঋণ পরিশোধযোগ্য।

ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমের বাস্তবায়ন অগ্রগতি :

শুরু থেকে এ পর্যন্ত অগ্রগতি		২০২১-২২ অর্থবছরের অগ্রগতি	
মূল তহবিল	৬১,৭২,৫৩,৭৮৭/-	প্রাপ্ত তহবিল	৮,৫৫,০০,০০০/-
বিনিয়োগ	৬৫,৩৮,৯২,৭৮৫/-	বিনিয়োগ	১৯,৪০,৯৩,০০০/-
বিনিয়োগের আদায় হার	৮৫.৮৩%	বিনিয়োগের আদায় হার	৮৫%
পুনঃবিনিয়োগ	৮৯,৯৬,৬০,৮৯৭/-	পুনঃবিনিয়োগ	১০,৫৬,১৩,০০০/-
পুনঃবিনিয়োগের আদায় হার	৯২.৬৭%	পুনঃবিনিয়োগের আদায় হার	৮৮%
ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপকৃত পরিবার সংখ্যা	১,৪৯,৫১৮ টি **পরিবার**	ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে উপকৃত পরিবার সংখ্যা	৬,০৮৫ টি পরিবার

সাফল্যগাঁথা

শহর সমাজসেবা কার্যালয়, জামালপুর হতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হওয়ার গল্প--

মোঃ জয়নাল আবেদিন, পিতা- মরহুম রস্তুম আলী, গ্রাম- বেলটিয়া, জামালপুর পৌরসভা, জামালপুর একজন শারীরিক প্রতিবন্ধী। ১৯৮৬ সালে তিনি সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর থেকে টেইলারিং প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে জয়নাল আবেদিন, জামালপুর বেলটিয়া বাজারে একটি কাপড় সেলাইয়ের দোকান দেন। তাঁর ব্যবসাকে প্রসারিত করার জন্য ২০০৭ সালে শহর সমাজসেবা কার্যালয়, জামালপুর হতে ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণ করেন এবং তা দিয়ে তিনি ছোট পরিসরে একটি কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে শহর সমাজসেবা কার্যালয়, জামালপুর হতে ২৫০০০ টাকা ঋণ নিয়ে তাঁর ব্যবসা কে আরও সমৃদ্ধ করেছেন। অদম্য ইচ্ছা শক্তি এবং মানবিকতার কাছে তাঁর প্রতিবন্ধিতা কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি; তিনি ব্যবসার পাশাপাশি এলাকার উন্নয়নে রাস্তা নির্মাণের কাজও করেছেন। যা দিয়ে এলাকার মানুষের সার্বিক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি এই ব্যবসার আয় দিয়ে পরিবার-পরিজন নিয়ে স্বচ্ছলভাবেই জীবন-যাপন করছেন।

মোঃ জয়নাল আবেদিন এর দোকান

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র:

টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিতকল্পে তরুণদের উপযুক্ত মানবসম্পদ ও দক্ষ জনসম্পদ সৃষ্টির লক্ষ্যে সরকারের রুপকল্প ২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নে প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ এবং তরুণ উদ্যোক্তা তৈরির উদ্দেশ্যকে সামনে নিয়ে দেশব্যাপী ৮০ টি শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের অধীন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নিজস্ব কারিকুলাম অনুযায়ী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকলেও ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড এর অনুমোদনের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে নতুন দিগন্তের সূচনা হয়। বতমানে ২৩টি ট্রেড-এ সাফল্যের সাথে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডসমূহ

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড (বাকাশিবো) কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেড অনুযায়ী অনুরূপ নামকরণ ও সিলেবাস অনুসরণ করা হয়। বাকাশিবো কর্তৃক অনুমোদিত ট্রেডসমূহ:

ক্রম	ট্রেডের নাম	ট্রেড কোড
১.	কম্পিউটার অফিস অ্যাপ্লিকেশন	৭৬
২.	ইলেকট্রিকাল হাউজ ওয়্যারিং	১৭
৩.	হার্ডওয়্যার এন্ড নেটওয়ার্কিং	৭৭
৪.	রেফ্রিজারেশন এন্ড এয়ার-কন্ডিশনিং	২৭
৫.	ড্রেসমেকিং এন্ড টেইলারিং	২৯
৬.	সার্টিফিকেট-ইন-বিউটিফিকেশন	৭২

৭.	মোবাইল ফোন সার্ভিসিং	৩৫
৮.	প্রফিসিয়েন্সী ইন ইংলিশ কমিউনিকেশন	৯৭
৯.	গ্রাফিক্স ডিজাইন এন্ড মাল্টিমিডিয়া প্রোগ্রামিং	৮১
১০.	ব্লক-বাটিক এন্ড প্রিন্টিং	৯৬
১১.	ডাটাবেজ প্রোগ্রামিং	৭৯
১২.	ওয়েব ডিজাইন এন্ড ডেভেলপমেন্ট	০২
১৩.	রেডিও এন্ড টেলিভিশন সার্ভিসিং	২৬
১৪.	বাশঁ, বেত ও পাটি শিল্প	৬৪
১৫.	জেনারেল ইলেকট্রনিক্স	৯৫
১৬.	ড্রাইভিং কাম অটো মেকানিক্স	৬৮
১৭.	ট্রাভেল ট্যুরিজম এন্ড টিকেটিং	৯১
১৮.	এমব্রয়ডারি মেশিন অপারেটর অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স	০৪
১৯.	হর্টিকালচার	৬০
২০.	আমিনশীপ	৪৮
২১.	সার্টিফিকেট ইন প্যাটার্ন ম্যাকিং	৭৩
২২.	ফুড এন্ড বেভারেজ প্রোডাকশন	৩৮
২৩.	অটোক্যাড	৩৪

প্রশিক্ষণের মেয়াদ:

বোর্ড'এর তালিকাভুক্ত ট্রেড থেকে স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী নির্বাচিত ট্রেড অনুযায়ী বোর্ড'এর সিলেবাস বা কারিকুলাম বা মডিউল মোতাবেক ৩-৬ মাস মেয়াদি/৩৬০ ঘন্টার প্রশিক্ষণ কোর্স জানুয়ারি-জুন ও জুলাই-ডিসেম্বর অথবা জানুয়ারি-মার্চ, এপ্রিল-জুন, জুলাই-সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর-ডিসেম্বর সেশনে পরিচালিত হয়ে থাকে।

প্রশিক্ষণার্থীর যোগ্যতা :

(১) প্রশিক্ষণ গ্রহণের যোগ্য ১৪ থেকে ৪৫ বছর বয়সী যে কোনো বাংলাদেশী নাগরিক (নারী/পুরুষ/হিজড়া) প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য আবেদন করতে পারবে তবে শর্ত থাকে যে, সুবিধাবঞ্চিত ও সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি এ প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবেন।

(২) সরকারি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচিত সরকারি কর্মচারী এবং প্রকল্প বা কর্মসূচির সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে পারবে;

(৩) প্রশিক্ষণ গ্রহণের ক্ষেত্রে একজন প্রশিক্ষণার্থীর নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে, যথা:

(ক) ড্রেস মেকিং এন্ড টেইলারিং, সার্টিফিকেট-ইন-বিউটিফিকেশন, হর্টিকালচার ও ব্লক-বাটিক এন্ড প্রিন্টিং ট্রেড'এর জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যূনতম ৫ম শ্রেণি বা পিইসি বা সমমান উত্তীর্ণ।

(খ) অন্যান্য সকল ট্রেড'এর প্রশিক্ষণার্থীর ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা অষ্টম শ্রেণি বা জেএসসি বা সমমান উত্তীর্ণ।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাবলী:

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য									কার্যক্রমের শুরু থেকে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ২,৯৯,২৪৮ জন
সেশন	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			পরীক্ষার্থীর সংখ্যা			উত্তীর্ণের হার	২০২০-২১ অর্থবছরে মোট প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা	
	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট			
জুলাই-ডিসেম্বর/ ২০২০	২৯৪৯	৪৪২২	৭৩৭১	১০১৪	১৫২০	২৫৩৪	৯২.৪০%	১৬৭৭৮	
জানুয়ারি-জুন/ ২০২১	৩৭৬৩	৫৬৪৪	৯৪০৭	২৮৩৭	৪২৫৪	৭০৯১	৯৫.০৭%		
মোট	৬৭১২	১০০৬৬	১৬৭৭৮	৩৮৫১	৫৭৭৪	৯৬২৫			

২০২১-২২ অর্থবছরে প্রশিক্ষণার্থীর তথ্য									
সেশন	ভর্তিকৃত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা			পরীক্ষার্থীর সংখ্যা			উত্তীর্ণের হার	২০২১-২২ অর্থবছরে মোট প্রশিক্ষাণার্থীর সংখ্যা	কার্যক্রমের শুরু থেকে ২০২০-২১ অর্থ বছর পর্যন্ত ৩,১৪,৯০৫ জন
	নারী	পুরুষ	মোট	নারী	পুরুষ	মোট			
জুলাই-ডিসেম্বর/ ২০২১	২৭৩৪	৪১০১	৬৮৩৫	১৭৮৬	২৬৮১	৪৪৬৭	৯২.৬৬%	১৫৬৫৭ জন	
জানুয়ারি-জুন/২০২২	৩৫২৯	৫২৯৩	৮৮২২	পরীক্ষা এখনো সম্পন্ন হয়নি					

- ২০১৫-১৬ অর্থবছর পর্যন্ত মোট ১,৯৪,৭৩৩ জন প্রশিক্ষণার্থী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে থাকে শহর সমাজসেবা কার্যালয়ের নিজস্ব কারিকুলাম অনুযায়ী।
- বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ডের অধীনে বোর্ডের কারিকুলাম অনুযায়ী এ পর্যন্ত ১২ টি সেশনে মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ১,২০,১৭২ জন এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের শুরু থেকে এই পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ৩,১৪,৯০৫ জন।
- এটুআই প্রকল্পের মাধ্যমে কওমী ও আলিয়া মাদ্রাসার ১০০০ জন শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।
- ৮০ টি দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (NSDA) এর নিবন্ধনের জন্য যাবতীয় কাগজপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জুন ২০২২ পর্যন্ত ৪৭ টি কেন্দ্র নিবন্ধিত হয়েছে। অন্য কেন্দ্রগুলোর নিবন্ধনের কাজ এনএসডিএ (NSDA) তে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (ইউসিডি) এর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার www.dss.nise.gov.bd আইসিটি বিভাগের আওতাধীন এসপায়ার টু ইনোভেট (a2i) এর সহযোগিতায় নির্মাণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে সদর কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট উপপরিচালক, সহকারী পরিচালক, সমাজসেবা কর্মকর্তা ও কর্মচারীসহ মোট ৩৩০ জনকে উক্ত সফটওয়্যারটির ব্যবহার ও প্রয়োগ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

সাফল্যগাঁথা

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এখন সফল প্রশিক্ষক....

শান্তনা খাতুন, পিতা- নজরুল ইসলাম, দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, পাবনার একজন সাবেক প্রশিক্ষণার্থী। তার বাড়ি পাবনা পৌরসভার ১৫ নং ওয়ার্ডে। তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পাবনার একটি কলেজে মাস্টার্স এ অধ্যয়নরত অবস্থায় ২০১৭ সালে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রথম সেশনে কম্পিউটার অফিস এ্যাপ্লিকেশন কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। একই বছরের দ্বিতীয় সেশনে তিনি গ্রাফিক্স ডিজাইন ট্রেডেও প্রশিক্ষণ নেন। ২০১৮ সালে মাস্টার্স শেষ করে অন্য সকলের মত চাকরির আশায় না থেকে বাড়িতেই কম্পিউটার শিখতে আগ্রহীদেরকে কম্পিউটার শেখানো শুরু করেন। ২০১৯ সালের জানুয়ারি মাস হতে তিনি পাবনা শহরের লাইব্রেরী বাজারে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে রেডিয়াস কোচিং সেন্টার নামে নিজের কোচিং সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এখানে তিনি শিক্ষার্থীদের আইসিটি বিষয়ে এবং কম্পিউটারের বিভিন্ন কোর্সে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বর্তমানে ১০টি কম্পিউটার রয়েছে। বাবা-মা সহ শান্তনা তার ভাইয়ের সংসারে থাকে। কম্পিউটার কোচিং সেন্টারটি তার আয়ের উৎস। এ কোচিং সেন্টারের আয় থেকে তিনি নিজে চলার পাশাপাশি পরিবারেও টাকা দিতে পারেন। দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শহর সমাজসেবা কার্যালয়, পাবনায় প্রশিক্ষণ গ্রহণকে তিনি তার জীবনের টার্নিং পয়েন্ট মনে করেন।

দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণার্থীর কম্পিউটার কোচিং সেন্টার

৪.৫ আশ্রয়ণ প্রকল্প

আশ্রয়ণ প্রকল্প সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ২০০১ সাল হতে আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠী, ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল ও দুর্দশাগ্রস্থ পরিবারকে পুনর্বাসনকল্পে প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে তোলাই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

দেশের ৫৭ টি জেলার অন্তর্গত ১৮১ টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। আশ্রয়ন প্রকল্পের মোট সংখ্যা ৩৭৮টি। প্রকল্পের লক্ষ্যভুক্ত ব্যক্তি/ পরিবার প্রতি ২,০০০ হতে ১৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। গৃহীত ঋণের ৮% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০ কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধযোগ্য।

আশ্রয়ণ প্রকল্প এর অগ্রগতি চিত্র:

০১	মোট জেলা	৫৭টি
০২	মোট উপজেলা	১৮১টি
০৩	মোট আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা	৩৭৮টি
০৪	মোট ব্যারাক সংখ্যা	২২৭৭
০৫	মোট ক্ষুদ্রঋণ (২০০০-২০০২)	২০ কোটি ৭৩ লক্ষ ১৮ হাজার
	সরকারি কোষাগারে জমা	৬ কোটি ৫৫ লক্ষ ৯৭ হাজার
	অবশিষ্ট বরাদ্দ	১৪ কোটি ১ ৭ লক্ষ ২২ হাজার
০৬	বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ	১২ কোটি ৬৬ লক্ষ ৬২ হাজার ১২৫ টাকা
০৭	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ	১৩ কোটি ৬৬ লক্ষ ৬৮ হাজার ২৬৪ টাকা
০৮	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৯ কোটি ২৬ লক্ষ ৮৪ হাজার ৬৬৯ টাকা
০৯	আদায়ের হার	৬৮%
১০	পুণ: বিনিয়োগ	১১ কোটি ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ৪৩ টাকা
১১	আদায়যোগ্য অর্থের পরিমাণ	১১ কোটি ৪৫ লক্ষ ৪২ হাজার ৪৪৯ টাকা
১২	আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ	৭ কোটি ২১ লক্ষ ১০ হাজার ১১৮ টাকা
১৩	আদায়ের হার	৬৩%
১৪	আদায়কৃত সার্ভিস চার্জ	১ কোটি ৪৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ২ টাকা
১৫	ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	২০৫৮৬ জন
১৬	সর্বশেষ ব্যাংক স্থিতি	৭ কোটি ২৫ লক্ষ ১২ হাজার ৬৬৩ টাকা
১৭	আশ্রিত পরিবারের সংখ্যা	২১১১৮

২০২১-২০২২ অর্থবছরে একনজরে আশ্রয়ন প্রকল্পের অগ্রগতির তথ্য:

মোট বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	ক্ষুদ্রঋণ বিনিয়োগ (কোটি টাকা)	ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগরে জমাকৃত অর্থের পরিমান	বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ (কোটি টাকা)	আদায়কৃত সার্ভিস চার্জের পরিমাণ	পুণ: বিনিয়োগকৃত অর্থ (কোটি টাকা)
১	২	৩	৪	৫	৬
২০.৭৮১৮	১৪.১৭২২	৬.৫৫৯৭	১২.৬৬৬২	১.২২	১১.০৪১৮

ব্যারাক সংখ্যা	ঋণগ্রহীতার সংখ্যা	সর্বশেষ ব্যাংক স্থিতি	আশ্রিত পরিবারের সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপকৃতের সংখ্যা	মোট আশ্রয়ণ প্রকল্পের সংখ্যা
৭	৮	৯	১০	১১	১২
২২৭৭	২০৫৮৬	৭.২৫১২	২১১১৮	৩৯৫২২	৩৭৮

সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন

৫.০ সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম

৫.১ হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিচালিত বিভিন্ন কল্যাণমূলক কার্যক্রমের মধ্যে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম একটি দৈনন্দিন সেবাধর্মী ও গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি, যা সরাসরি দরিদ্র, আর্ত-পিড়ীতের সেবার সাথে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশে ১৯৫৮ সালে সর্বপ্রথম ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এ কার্যক্রম চালু হয়। বর্তমানে ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ১০৮টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪২০টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সে সর্বমোট ৫২৮টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এই কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন প্রতিটি হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যালয়ে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ এর আওতায় নিবন্ধিত 'রোগীকল্যাণ সমিতি' রয়েছে।

কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

(ক) রোগীর সাথে পেশাগত সম্পর্ক স্থাপনের (Rapport building) মাধ্যমে রোগের ইতিহাস জানা এবং কাউন্সেলিং (Counseling) ও প্রেষণার (Motivation) মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ ও রোগ নিরাময়ে সক্ষম করে তোলা;

(খ) দরিদ্র ও অসহায় রোগীকে ঔষধ, পথ্য, রক্ত, চিকিৎসা সহায়ক উপকরণ, যাতায়াত ভাড়া, লাশ পরিবহন ও মৃতের সৎকার এবং রোগ নির্ণয় সংক্রান্ত পরীক্ষার খরচ ইত্যাদি খাতে সহায়তা দান;

(গ) হাসপাতালে পরিত্যক্ত ও অসহায় সুবিধাবঞ্চিত শিশু এবং ভবঘুরে নিরাশ্রয় ব্যক্তিকে শিশু আইন, ২০১৩, এবং বিদ্যমান অন্যান্য আইন অনুসারে পুনর্বাসনের উদ্যোগ গ্রহণ;

(ঘ) হাসপাতাল থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কর্মক্ষম, সহায় সম্বলহীন ব্যক্তিকে আয়বর্ধক কর্মকান্ডে সম্পৃক্তকরণে সহায়তা দান;

(ঙ) বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলা এবং প্রতিবন্ধী রোগীকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেবা দান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়নে সহায়তা দান;

(চ) ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়াসহ জটিল রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের অগ্রাধিকারভিত্তিতে সেবা দান ও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় আনয়নে সহায়তা দান;

(ছ) পরিবার-পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং সব ধরনের সংক্রামক ও জটিল রোগ প্রতিরোধের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ;

(জ) রোগীর পরিবারের সাথে যোগাযোগ এবং রোগীর গৃহ পরিদর্শনসহ পারিবারিক সমস্যা নিরসন, পারিবারিক বন্ধন দৃঢ়ীকরণ, পরিবার তথা সমাজে পুনঃএকীকরণে সহায়তা দান;

(ঝ) হিজড়া শিশুর চিকিৎসা সহায়তা প্রদান ও কাউন্সেলিং এবং

(ঞ) হাসপাতাল থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ও চিকিৎসা গ্রহণরত ব্যক্তিকে অনুসরণ (Follow up)।

মানসিক সহায়তা:

(ক) অপারেশন এবং দুরারোগ্য রোগের ক্ষেত্রে রোগীর মনোবল বৃদ্ধি ও সাহস জোগানো;

(খ) হাসপাতালে ওয়ানস্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে আগত নির্যাতিত নারী ও শিশুদের মনোবল বৃদ্ধিতে তাৎক্ষণিক মোটিভেশন ও কাউন্সেলিং সেবা প্রদান;

(গ) রোগীকে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য মানসিক সাপোর্ট এর মাধ্যমে সেবা প্রদান; এবং

(ঘ) মানসিক ও মাদকাসক্ত রোগীদের মানসিক উন্নয়নে সহায়তার পাশাপাশি অভিভাবকদের মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধকরণ ও পরামর্শ প্রদান।

সামাজিক সহায়তা:

(ক) হাসপাতালে ভর্তি ও চিকিৎসা প্রাপ্তিতে সহায়তা;

(খ) সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন চিকিৎসা সহায়তা কর্মসূচির মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, জন্মগত হৃদরোগ, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, থ্যালাসেমিয়া ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীকে সাহায্য প্রাপ্তির ব্যবস্থা গ্রহণ;

(গ) জটিল রোগসমূহ যেমন-ক্যান্সার, কিডনি, লিভার সিরোসিস, যক্ষ্মা, এইডস ও অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীকে ডাক্তারের পরামর্শে উন্নত চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরে সহযোগিতা প্রদান;

(ঘ) অজ্ঞাত রোগীর ক্ষেত্রে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঙ) প্রয়োজনে রোগীর গৃহ পরিদর্শন, ফলোআপ ও পরিবারবর্গের সাথে যোগাযোগ;

(চ) শিশু, প্রতিবন্ধী, হিজড়া ব্যক্তি ও প্রবীণদের চিকিৎসা সেবায় অগ্রাধিকার প্রদান;

(ছ) আশ্রয়হীন, ঠিকানাবিহীন ও পরিত্যক্ত শিশু অথবা ব্যক্তির চিকিৎসাসহ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(জ) পরিবার-পরিকল্পনা, মা ও শিশু স্বাস্থ্য পরিচর্যা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগ প্রতিরোধ বিষয়ে নিয়মিত ইনডোর ও আউটডোরের রোগীদের কাউন্সেলিং ও উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে সেবাদান;

(ঝ) ছোঁয়াচে ও সংক্রামক রোগের ভয়াবহতা সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা ইত্যাদি আয়োজন এবং প্রচারণামূলক লিফলেট, ব্রুশিয়র ইত্যাদি প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ঞ) নকল হিজড়া হওয়া থেকে বিরত থাকার জন্য কাউন্সেলিং ও মোটিভেশন এর মাধ্যমে সেবা প্রদান; এবং

(ট) ক্ষেত্রমত, রোগীদের চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা গ্রহণ, যেমন: টিভি, দৈনিক পত্রিকা, ম্যাগাজিন ইত্যাদির কর্নার, শিশু খেলাঘর ইত্যাদি স্থাপন।

আর্থিক সহায়তা :

হাসপাতালের বহিঃ ও অন্তঃবিভাগে চিকিৎসাসেবা গ্রহণকারী অসহায়, দুস্থ ও দরিদ্র রোগীদের বিনামূল্যে ঔষধ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বস্ত্র, পথ্য, রক্ত, লাশ পরিবহন, মৃতের সৎকার, যাতায়াত ভাড়া, কৃত্রিম অঙ্গ, চিকিৎসা সহায়ক সামগ্রী এবং অন্যান্য চিকিৎসা সহায়তা প্রদান। ক্ষেত্রমত, রোগীর সকল পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ফ্রি চিকিৎসা গ্রহণের জন্য হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ।

সমিতির আয়ের উৎস :

(ক) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ ও অন্যান্যভাবে প্রাপ্ত সরকারি অনুদান;

(খ) সাধারণ, আজীবন সদস্য চাঁদা;

(গ) দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যাকাত, দান, অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত নগদ অর্থ;

(ঘ) দানশীল ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রাপ্ত চিকিৎসা সহায়ক দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি এবং

(ঙ) বিভিন্ন আয়বর্ধক কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাপ্ত নগদ অর্থ ইত্যাদি।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান:

সেবা প্রদানকারী কার্যালয়	:	জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত উপকারভোগীর সংখ্যা		
ঢাকা মহানগরীসহ ৬৪ জেলায় সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালের মোট ১০৮ টি ইউনিট ও উপজেলা পর্যায়ে ৪২০টি উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্সসহ সর্বমোট ৫২৮টি ইউনিট।		আর্থিক ভাবে	সামাজিক ও অন্যান্যভাবে	মোট উপকারভোগীর সংখ্যা
		২,৮১,৭৭০ জন	৪,৫১,৯০৭ জন	৭,৩৩,৬৭৭ জন

হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

৫.২ প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিসেস

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে 'প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার কার্যক্রম' অন্যতম। ১৯৬০ সালে 'প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স' জারীর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে এ কার্যক্রম শুরু হয় এবং ১৯৬২ সালে ২য় পাঁচশালা পরিকল্পনাধীন সংশোধনমূলক কার্যক্রম চালু হয় এবং ২টি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। যথা- (১) প্রবেশন অব অফেন্ডার্স প্রকল্প এবং (২) আফটার কেয়ার সার্ভিসেস। বর্তমানে ৬টি সিএমএম কোর্টসহ ৬৪টি জেলায় সর্বমোট ৭০টি ইউনিটে এ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়াও সকল উপজেলা সমাজসেবা অফিসার এবং বিভাগীয় শহর সমাজসেবা অফিসারগণ প্রবেশন অফিসারের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রবেশন কি:

কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত কোন ব্যক্তি এবং আইনের সাথে সংঘর্ষে আসা কোন শিশুকে কারাগারে না রেখে বিজ্ঞ আদালতের আদেশে শর্ত সাপেক্ষে প্রবেশন অফিসারের তত্ত্বাবধানে তার পরিবার ও সামাজিক পরিবেশে রেখে কৃত অপরাধের সংশোধন ও তাকে সামাজিকভাবে একীভূতকরণের সুযোগ দেয়ার প্রক্রিয়া হচ্ছে "প্রবেশন"। এটি একটি অপ্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক সংশোধনীমূলক কার্যক্রম। এটি অপরাধীর বিশৃঙ্খল ও বেআইনি আচরণ সংশোধনের জন্য একটি সুনিয়ন্ত্রিত কর্মপদ্ধতি। এখানে অপরাধীকে পুন:অপরাধ রোধ ও একজন আইন মান্যকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য সহায়তা করা হয়।

কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

- প্রবেশনারকে আত্মশুদ্ধি অর্জনের সুযোগ দেওয়া ও সাহায্য করা ;
- সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসার মাধ্যমে অর্থাৎ অপরাধের মূল কারণসমূহ নির্ণয়পূর্বক প্রবেশনারের সংশোধনের ব্যবস্থা করা;
- চারিত্রিক সংশোধনের মাধ্যমে পুনঃঅপরাধ রোধ করতে সহায়তা করা;
- প্রবেশনারকে শৃঙ্খল জীবনযাপনে সহায়তা করা;
- একজন আইনমান্যকারী নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা;
- প্রবেশনারের পিতা-মাতা এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া প্রতিবেশীদের মন হতে বিরুপ মনোভাব দূর করে প্রবেশনারের প্রতি সমানুভূতিশীল করে তোলা;

- সমাজে উৎপাদনশীল ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার সুযোগ দান করা;
- মোটিভেশন, কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে অপরাধ সম্পর্কে প্রবেশনারকে সচেতন করে তাকে অপরাধ হতে দূরে রাখা;
- সামান্যতম ভুলের জন্য অপরাধীকে 'দাগী আসামী' হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার হাত হতে রক্ষা করা;
- সংশোধনের পর প্রবেশনারকে সমাজে পুনঃএকীকরণ;
- সমাজে অপরাধের সংখ্যা উত্তরোত্তর কমিয়ে আনা;
- শিশু আইন ২০১৩ অনুযায়ী আইনের সংস্পর্শে আশা শিশু, আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুর যথাযথ পরিচর্যা ও মূল্যায়ণ, কিশোর অপরাধ কমিয়ে আনা এবং পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে মূলস্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার উদ্যোগ গ্রহণ;

সেবাদান পদ্ধতি :

- বিজ্ঞ আদালতে সাজাপ্রাপ্ত অপরাধী কর্তৃক আবেদন;
- বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রবেশন অফিসারকে অপরাধী সম্পর্কে প্রাক-দন্ডাদেশ প্রতিবেদন প্রদানের আদেশ;
- প্রবেশন অফিসার কর্তৃক প্রাক-দন্ডাদেশ প্রতিবেদন দাখিল;
- বিজ্ঞ আদালত কর্তৃক প্রবেশন মঞ্জুর (অপরাধী কর্তৃক বন্ড সহি প্রদান সাপেক্ষে);
- প্রবেশন মেয়াদে অপরাধীকে কাউন্সেলিং, মনিটরিংসহ তার উন্নয়নের বিষয়ে সার্বিক সহায়তা প্রদান;
- প্রবেশন অফিসার কর্তৃক নিয়মিত আদালতে প্রতিবেদন দাখিল;
- প্রবেশন মেয়াদান্তে প্রবেশন অফিসারের প্রতিবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কর্তৃক প্রবেশনারকে মুক্তি প্রদান/কারাগারে প্রেরণ;
- শিশুর ক্ষেত্রে শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৩৪ উপ-ধারা ৬ মোতাবেক শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখার পরিবর্তে সদাচরণের জন্য শিশু আদালতের আদেশক্রমে প্রবেশন সেবা প্রদান;
- কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন ২০০৬ এর আওতায় কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের তালিকা প্রস্তুত এবং শর্ত সাপেক্ষে তাদের মুক্তির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ;
- আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ ;
- শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৪৮ মোতাবেক আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু ও আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে সংশ্লিষ্ট থানার শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ ও বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ;
- শিশুকে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখার পরিবর্তে সদাচরণের জন্য শিশু আদালতের আদেশক্রমে প্রবেশন সেবা প্রদান;
- শিশু আইন ২০১৩ এর ধারা ৮৪ ও ধারা ৮৫ মোতাবেক সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের বিকল্প পরিচর্যার ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণ।
- শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তার সাথে যৌথভাবে শিশুর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ মূল্যায়নপূর্বক বিকল্প পন্থা অবলম্বন কিংবা জামিনের বিষয়ে সহায়তা প্রদান; এবং
- আফটার কেয়ার কার্যক্রমের মাধ্যমে কয়েদীদের উপযোগী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে সেবা প্রদানের পরিসংখ্যান:

সেবা প্রদানকারী কার্যালয়	মঞ্জুরীকৃত প্রবেশনারের সংখ্যা	অব্যাহতি / মুক্তিপ্রাপ্ত প্রবেশনারের সংখ্যা	ডাইভারশন প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা	ডাইভারশন থেকে অব্যাহতি প্রাপ্ত শিশুর সংখ্যা	সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক পরিচর্যায় প্রেরণ	আফটার কেয়ারের মাধ্যমে পুনর্বাসিত	২০২১-২০২২ অর্থবছরে জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদের অনুদান
৬৪টি জেলা ও ৬টি সিএমএম কোর্ট (ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, সিলেট)। সর্বমোট ৭০টি ইউনিট	৩৬৫৯	৮৭৬	১০৩৩	৭৬৮	৬৬৯	৩৪৮৭	১০০০০০০০ (এক কোটি টাকা)

৫.৩ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার নিবন্ধন, বেসরকারি এতিমখানার নিবন্ধন, কার্যকরী কমিটি অনুমোদন, গঠনতন্ত্র অনুমোদন/সংশোধন, কার্যএলাকা সম্প্রসারণ/অনুমোদন, জনসেবামূলক কাজে তাদের উৎসাহ দেয়া এবং প্রকল্প গ্রহণে সহায়তা করা। সংস্থাসমূহ মানব জীবনের প্রতিটি স্তরে কাজ করে থাকে। ১৫ (পনেরো) টি ক্যাটাগরিতে নিবন্ধন দেয়া হয়। তার মধ্যে নারীকল্যাণ, শিশুকল্যাণ, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসমর্থ ব্যক্তিদের কল্যাণ, পরিবার পরিকল্পনা, সমাজ বিরোধী কার্যকলাপ হতে জনগণকে বিরত রাখা, সামাজিক শিক্ষা, বয়স্ক শিক্ষা, কারামুক্ত কয়েদিদের কল্যাণ ও পুনর্বাসন, কিশোর অপরাধীদের কল্যাণ, সামাজিক কল্যাণ কার্যে প্রশিক্ষণ এবং সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহের সমন্বয় সাধন ইত্যাদি।

- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অধিদপ্তরাধীন বিভিন্ন জেলার মাধ্যমে ৪৬০ টি সংস্থা নিবন্ধন প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিবন্ধন ফি ও ভ্যাট বাবদ রাজস্ব আদায় ২৬,৪৫,০০০ টাকা।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে এমন ৭৫ টি সংস্থার কার্যনির্বাহী কমিটি অনুমোদন দেয়া হয়।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য সম্প্রসারণ আদেশ দেয়া হয় ৩০ টি সংস্থাকে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নামের ছাড়পত্রের অনাপত্তি প্রদান করা হয় ৪০ টি সংস্থাকে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদারকরণের নিমিত্ত বিভিন্ন জেলায় ২০ টি সংস্থা পরিদর্শন করা হয়।
- ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশটি হালনাগাদ করার লক্ষ্যে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে চূড়ান্তকরণের জন্য প্রক্রিয়াধীন।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রকল্পের উপর মতামত প্রদানের জন্য জেলার উপপরিচালক বরাবর ১২ টি প্রকল্পের বিষয়ে তথ্য চেয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- একাধিক জেলায় কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সংস্থার গঠনতন্ত্র সংশোধন, ডুপ্লিকেট সনদ প্রদান, সংস্থার অভিযোগ তদন্ত, তত্ত্বাবধায়ক কমিটি গঠন, সংস্থার নির্বাচন সম্পন্নসহ আরো কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

৫.৪ সেমিনার / ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০২১ থেকে ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত)

দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের সংখ্যা	দেশের অভ্যন্তরে সেমিনার/ওয়ার্কশপের অংশগ্রহণকারীদের সংখ্যা
১	২
১৫৪ টি	৪,৩১৭ জন

প্রতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নয়ন

৬.০ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

৬.১ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি

প্রাথমিক পর্যায়ে ১৯৬৩ সালের ১ মার্চ 'চাইল্ড ওয়েলফেয়ার সেন্টার' নামে ইউনিসেফের সহযোগিতায় সমাজকল্যাণ একাডেমির সূচনা। পরবর্তীতে ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৭ খ্রি. সমাজকল্যাণ বিভাগের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সরকারিভাবে 'সমাজকল্যাণ আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্র' নামক প্রতিষ্ঠানে পরিচালিত হতে থাকে। ১৯৮০-৮১ অর্থবছরে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আওতায় আন্তঃপ্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে 'জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি'তে উন্নীত করা হয়। পরবর্তীতে প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী "জাতীয় সমাজকল্যাণ একাডেমি'র নাম পরিবর্তন করে 'জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি' হিসেবে নামকরণ হয়। ১৯৮৪ সালে এটি একটি স্থায়ী রাজস্ব খাতের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

১৯৯৫-৯৬ সালে গৃহীত 'সমাজকল্যাণ কমপ্লেক্স' নামে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জন্য পৃথকভাবে বিভিন্ন অবকাঠামো নির্মাণ করা হয়। ঢাকার আগারগাঁওস্থ শেরেবাংলানগরে নির্মিত সমাজসেবা ভবন চত্বরে জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নতুন নির্মিত ভবনে এর কার্যক্রম শুরু হয়। গত ১৬ সেপ্টেম্বর ২০০৪ জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি ভবন এর শুভ উদ্বোধন করা হয়। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটিকে একটি পেশাদার প্রশিক্ষণ একাডেমি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে আধুনিক প্রশিক্ষণ সামগ্রী ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সৃষ্টির প্রচেষ্টা চলছে। বর্তমানে একাডেমিতে একই সাথে ৩৫ জন প্রশিক্ষণার্থী বসার জন্য দুটি প্রশিক্ষণকক্ষ, লাইব্রেরি, ক্যাফেটেরিয়া ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে। একাডেমি ভবনে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বর্তমানে স্থায়ী কোন আবাসিক ব্যবস্থা নেই যা থাকা একান্ত অপরিহার্য। তবে আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা 'সিডা' কানাডা এবং মন্ত্রণালয়ের সহায়তায় অস্থায়ীভাবে ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ তলাস্থ ১৬ টি কক্ষে ৫৬ জন প্রশিক্ষণার্থীর থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে ।

রুপকল্প

সমাজসেবার ক্ষেত্রে শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, গবেষণা এবং দক্ষতা বিকাশে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন।

অভিলক্ষ্য

দরিদ্র, অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ বিনির্মাণের জন্য তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি ও আধুনিক সমাজকর্মের অনুশীলন নির্ভর বিশেষায়িত জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ ও সক্ষম জনশক্তি প্রস্তুত করা।

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির মূল্যবোধ

- শৃঙ্খলা
- সততা
- ন্যায়পরায়ণতা
- পেশাদারিত্ব
- শুদ্ধাচার
- ইনোভেশন বা উদ্ভাবন
- অংশীদারিত্ব
- ফলাফলভিত্তিক প্রশিক্ষণ

জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির জনবল কাঠামো

কর্মকর্তা ৫ জন এবং ১৪ জন কর্মচারী কর্মরত আছেন।

প্রশিক্ষণ সুবিধাদি

হোস্টেল

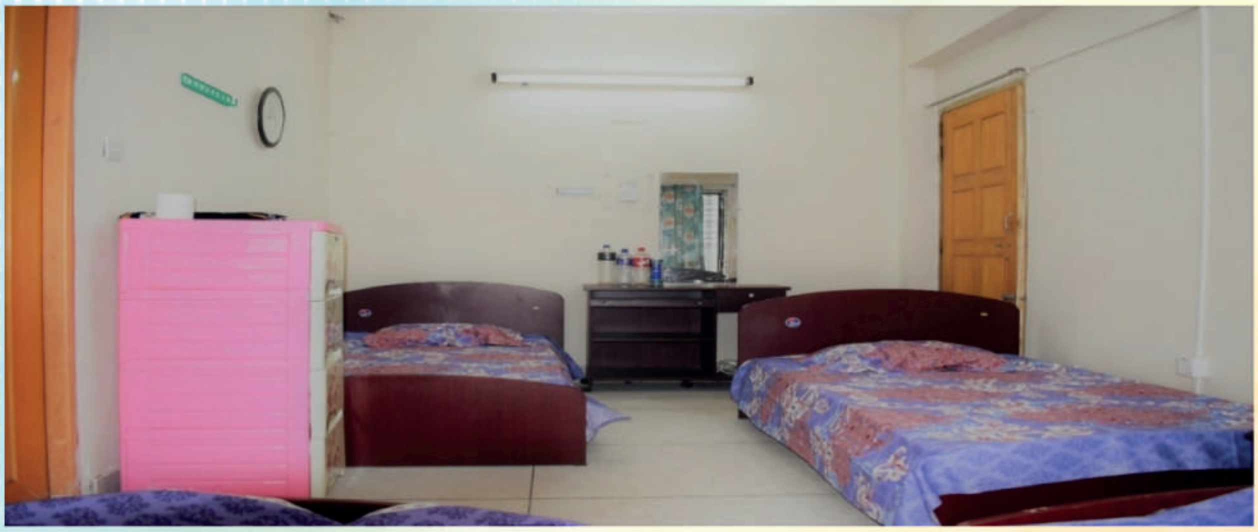

প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্ণ আবাসিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা একান্ত অপরিহার্য। এ মুহূর্তে একাডেমিতে প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ আবাসিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেনি। বর্তমানে একাডেমিতে মোট ১২ টি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে ৪৮ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকার সুব্যবস্থা করা হয়েছে।

ক্যাফেটেরিয়া

একাডেমিতে বর্তমানে একটি শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাফেটেরিয়া আছে-যেখানে একই সাথে ৭২ জন প্রশিক্ষণার্থীর বুফে পদ্ধতিতে খাবার গ্রহণের যাবতীয় সুযোগ সুবিধা রয়েছে।

লাইব্রেরী

লাইব্রেরীতে বর্তমানে প্রায় ৩২৫ ক্যাটাগরির ৪০০০টি বই রয়েছে। প্রশিক্ষণার্থীগণ তাঁদের চাহিদা অনুযায়ী বই সংগ্রহ করে পড়ালেখা করতে পারেন। তাছাড়া অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারীর উক্ত লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ রয়েছে। 'সিডা-কানাডা' প্রদত্ত অত্যাধুনিক চেয়ার, টেবিল, বুক শেলফ ইত্যাদি ফার্নিচারের সন্নিবেশে লাইব্রেরীটি এখন অনেক বেশি উন্নত।

প্রশিক্ষণ কক্ষ

প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত দুটি সুসজ্জিত প্রশিক্ষণ কক্ষ রয়েছে। প্রতিটি প্রশিক্ষণ কক্ষের ধারণক্ষমতা ৩৫। প্রশিক্ষণ উপকরণ হিসেবে ডিজিটাল স্মার্ট বোর্ড, মাইক্রোফোন, মাল্টিমিডিয়া ও ওভারহেড প্রজেক্টর, ডিজিটাল সাউন্ড সিস্টেম ইত্যাদি রয়েছে। এছাড়াও প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যবহারের জন্য ৩৭ টি ল্যাপটপ এবং ওয়াই-ফাই জোনসহ হাইস্পিড ইন্টারনেট একসেসিবিলিটির সুবিধা রয়েছে।

চিত্তবিনোদন ও ব্যায়ামাগার

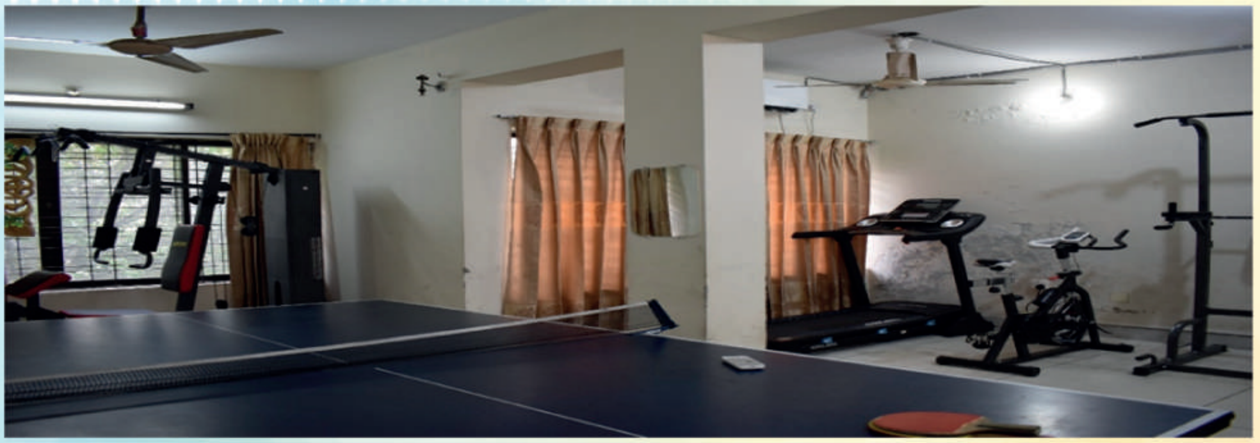

প্রশিক্ষণার্থীদের চিত্তবিনোদনের জন্য এলইডি স্মার্ট টিভি, জাতীয় ০৩টি দৈনিক পত্রিকা এবং খেলাধুলার জন্য টেবিল টেনিস, ক্যারাম, দাবা এবং ব্যাটমিন্টন এর সুবিধা রয়েছে। এছাড়াও রয়েছে আধুনিক সুবিধা সম্বলিত ব্যায়ামাগার।

২০২১-২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমসমূহ:

২০২১-২২ অর্থবছরে ১৬ টি প্রশিক্ষণ কোর্সের মাধ্যমে বিভিন্ন মেয়াদে ৭১২ জন কর্মকর্তাকে এবং ৫টি কর্মশালার মাধ্যমে ২১০ জনসহ মোট ৯২২ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির নিজস্ব কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের দফতর ব্যবস্থাপনাসহ বিভিন্ন বিষয়ের উপর ১২টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।

ক্রম	প্রশিক্ষণ/ কর্মশালার নাম	মেয়াদ	মোট
১.	নবনিয়োগপ্রাপ্ত সমাজসেবা অফিসার/সমমান কর্মকর্তাদের ২০তম ওরিয়েন্টেশন কোর্স	২৩ আগস্ট-০৫ সেপ্টেম্বর ২০২১খ্রি.	৬৯ জন
২.	'Advanced Course on Operation, Management and Development (ACOMD)' প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ব্যাচ)	১২-২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২১খ্রি.	২৮ জন
৩.	'Advanced Course on Operation, Management and Development (ACOMD)' প্রশিক্ষণ কোর্স (২য় ব্যাচ)	১০-২১ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি.	৩৩ জন
৪.	'হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসারদের সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ কোর্স (১ম ব্যাচ)	২৫-২৮ অক্টোবর, ২০২১ খ্রি.	৩১ জন
৫.	'৪৭তম বুনিয়াদি' প্রশিক্ষণ কোর্স	০৭ নভেম্বর, ২০২১-৩১মার্চ, ২০২২ খ্রি.	৩৫ জন
৬.	'Training Course on Budget Management (TCBM)' (১ম ব্যাচ)	৯-১০ ফেব্রুয়ারি/ ২০২২ খ্রি:	৪০ জন
৭.	'Training Course on Budget Management (TCBM)' (২য় ব্যাচ)	১৩-১৪ ফেব্রুয়ারি/ ২০২২ খ্রি:	৪০ জন
৮.	'Training Course on Budget Management (TCBM)' (৩য় ব্যাচ)	১৫-১৬ ফেব্রুয়ারি/ ২০২২ খ্রি:	৪০ জন
৯.	'Training Course on Budget Management (TCBM)' (৪র্থ ব্যাচ)	০২-০৩ মার্চ/ ২০২২ খ্রি:	৪০ জন
১০.	'Training Course on Budget Management (TCBM)' (৫ম ব্যাচ)	১৪-১৫ মার্চ/ ২০২২ খ্রি:	৪০ জন
১১.	'Training Course on Budget Management (TCBM)' (৬ষ্ঠ ব্যাচ)	২৪-২৫ এপ্রিল/ ২০২২ খ্রি:	৩১ জন
১২.	'Training Course on Budget Management (TCBM)' (৭ম ব্যাচ)	২৭-২৮ এপ্রিল/ ২০২২ খ্রি:	৩১ জন

ক্রম	প্রশিক্ষণ/ কর্মশালার নাম	মেয়াদ	মোট
১৩.	'হাসপাতাল সমাজসেবা অফিসারদের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ' প্রশিক্ষণ কোর্স (২য় ব্যাচ)	০৮-১২ মে/ ২০২২ খ্রি:	৩৫ জন
১৪.	'Training Course on Budget Management (TCBM)' (৮ম ব্যাচ)	১১-১২ মে/ ২০২২ খ্রি:	৩৯ জন
১৫.	'পদোন্নতিপ্রাপ্ত সহকারী সমাজসেবা অফিসারদের ওরিয়েন্টেশন' প্রশিক্ষণ কোর্স	২২-২৬ মে/২০২২ খ্রি:	৬৭ জন
১৬.	'নবনিয়োগপ্রাপ্ত সহকারী সমাজসেবা অফিসারদের ওরিয়েন্টেশন' প্রশিক্ষণ কোর্স	০১-০৬ জুন/ ২০২২ খ্রি:	১১৩ জন
১৭.	'আমরা সবাই সমাজকর্মী হতে চাই' (কর্মশালা)	১৯ জুন/ ২০২২ খ্রি:	৫০ জন
১৮.	'আমরা সবাই সমাজকর্মী হতে চাই' (কর্মশালা)	২০ জুন/ ২০২২ খ্রি:	৪০ জন
১৯.	'আমরা সবাই সমাজকর্মী হতে চাই' (কর্মশালা)	২১ জুন/ ২০২২ খ্রি:	৫০ জন
২০.	'আমরা সবাই সমাজকর্মী হতে চাই' (কর্মশালা)	২২ জুন/ ২০২২ খ্রি:	৪০ জন
২১.	'আমরা সবাই সমাজকর্মী হতে চাই' (কর্মশালা)	২৩ জুন/ ২০২২ খ্রি:	৩০ জন
		সর্বমোট=	৯২২ জন

৬.২ আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৬ টি আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২২ মাস পর্যন্ত (১) Training Course on Budgeting & Accounting System In DSS (২) দপ্তর ব্যবস্থাপনা ও আর্থিক বিধি (৩) ওরিয়েন্টেশন কোর্স (৪) পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি ও মানোন্নয়ন (৫) সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (৬) Basic Computer & ICT Skill Development (৭) প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও শিশু সুরক্ষা (৮) কেইস ব্যবস্থাপনা ও শিশুর মনোসামাজিক সুরক্ষা (৯) দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (১০) বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স ব্রেইল (১১) Office Management & ICT Course (১২) Office Management & Communication (১৩) ডিজিটাল নথি ব্যবস্থাপনা (১৪) পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা (১৫) দপ্তর ব্যবস্থাপনা ও ই- ফাইলিং এবং (১৬) ইনহাউজ ইত্যাদি শিরোনামে ১২৪টি কোর্সের মাধ্যমে ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর মোট ৩৫৩৯ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। যাদের মধ্যে পুরুষ ২৬৬৩ জন এবং মহিলা ৮৭৬ জন। উল্লেখ্য যে, ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১২টি ভার্চুয়াল কোর্সের মাধ্যমে ২৯০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণের ফলে বিশাল জনবল ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে।

প্রশিক্ষণকে কার্যকর ও ফলপ্রসু করার লক্ষ্যে আধুনিক পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হয়। অনুসৃত প্রশিক্ষণ পদ্ধতিগুলো হচ্ছে, বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীকে লিখিত পরীক্ষা, মৌখিক উপস্থাপনা, মাঠ দর্শন, খেলাধুলা, শ্রেণীকক্ষ অধিবেশনে উপস্থিতি, পোশাক পরিচ্ছদ ও আচার-আচরণ পর্যালোচনার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়। সামগ্রিক মূল্যায়নে মেধা তালিকার শীর্ষের তিনজন প্রশিক্ষণার্থীকে পুরস্কার প্রদানের মাধ্যমে উৎসাহিত করা হয়। প্রশিক্ষণকে অধিকতর প্রাণবন্ত করার লক্ষ্যে অধিদপ্তরের অভিজ্ঞ বক্তাদের পাশাপাশি সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং হিসাব মহানিয়ন্ত্রকের কার্যালয় হতে অত্যন্ত অভিজ্ঞ বক্তা এনে প্রশিক্ষণ সেশন পরিচালনা করা হয়।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এর বিবরণ :

ক্রম	প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নাম	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা	প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা		
			পুরুষ	মহিলা	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬
১	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা	৩১ টি	৬৪৯ জন	১৯২ জন	৮৪১ জন
২	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	২৭ টি	৪৪৭ জন	১৭৩ জন	৬২০ জন
৩	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী	১৫ টি	৩৬৭ জন	৮৩ জন	৪৫০ জন
৪	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, খুলনা	১৮ টি	৪০৭ জিন	১২৯ জন	৫৩৬ জন
৫	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সিলেট	১৫ টি	২৭৬ জন	৯৩ জন	৩৬৯ জন
৬	আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বরিশাল	১৮ টি	৫১৭ জন	২০৬ জন	৭২৩ জন
মোট=		**১২৪ টি**	**২৬৬৩ জন**	**৮৭৬ জন**	**৩৫৩৯ জন**

৬.৩ আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মহিলাদের জন্য আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকল্পে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করার নিমিত্তে ১৯৭৩ সালে দুটি আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করা হয়। ঢাকার মিরপুর ও রংপুরের শালবনে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্র দুটিতে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। নিম্নবিত্ত ও মধ্যবিত্ত মহিলাদের পরিবারের আয় বৃদ্ধিতে সক্রিয় অংশগ্রহণপূর্বক জীবনযাত্রার মান উন্নত করাই এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্দেশ্য। কেন্দ্র দুটিতে শুরু হতে এ পর্যন্ত মোট ১৯৪৫৩ জনকে চামড়ার জিনিষপত্র তৈরি, ব্লক-বাটিক, প্রিন্টিং, ফুল তৈরি, উল বুনন, পুতুল তৈরি, দর্জি বিজ্ঞান, এমব্রয়ডারি, পোশাক তৈরি, বাঁশ ও বেতের কাজসহ বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪৭ জন মহিলাকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

মহিলাদের আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্থিরচিত্র।

৬.৪ দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র

গাজীপুর জেলার টঙ্গীর দত্তপাড়াস্থ বাস্তুহারা পুনর্বাসন এলাকায় বসবাসকারী গৃহহীন ও ভূমিহীন বেকারদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সালের জুলাই মাসে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রাথমিক পর্যায়ে ৫০ জন দুস্থ ও বেকার মহিলাকে সংগঠিত করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনশীল ও কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়। টঙ্গী শিল্পাঞ্চল হওয়ায় দুস্থ মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রটিতে হস্তচালিত তাঁত স্থাপন করে মহিলাদের তাঁত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এ কেন্দ্রের মাধ্যমে পুনর্বাসনের সংখ্যা ৬২৩।

প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

৭.০ প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম

৭.১ সরকারি শিশু পরিবার

পিতৃমাতৃহীন বা পিতৃহীন এতিম শিশুদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসনের জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সমাজসেবা অধিদপ্তরের মাধ্যমে সরকারি শিশু পরিবার পরিচালনা করছে। বর্তমান সরকার তাদের পূর্ববর্তী শাসন আমলে অর্থাৎ ২০১৪-২০১৮ মেয়াদে রাষ্ট্রের দায়িত্বভার গ্রহণের পর নির্বাচনী ইশতেহার বাস্তবায়নের অঙ্গীকার হিসেবে সমাজের এতিম ও দুস্থ শিশুদের সমাজের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ কাজগুলি নিরলসভাবে করে যাচ্ছে।

- শিশু পরিবারে ভর্তির পর থেকে অনূর্ধ্ব ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত এতিম শিশুদের স্নেহ-ভালবাসা ও আদর-যত্নের সাথে লালন-পালন, ভরণপোষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- মেধাবী ও উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী ১৮ বছর উত্তীর্ণ নিবাসিদের বিশেষ বিবেচনায় শিশু পরিবারে অবস্থানের মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়;
- নিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা;
- ধর্মীয়, নৈতিক ও আচার-আচরণগত শিক্ষা প্রদান;
- সাধারণ ও ব্যবহারিক শিক্ষা প্রদান;
- বৃত্তিমূলক ও কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- নিবাসীদের শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন ;
- পুনর্বাসন ও স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- বিনোদনমূলক, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকান্ড পরিচালনা;
- আর্থসামাজিক পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনা;
- সিভিল সার্জন বা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে আবেদনকারী এতিম শিশুর বয়স ও স্বাস্থ্যগত অবস্থা যাচাই;
- ভর্তি কমিটি কর্তৃক চূড়ান্ত অনুমোদন;
- বিনামূল্যে এতিম শিশু ভর্তি;
- শিশুদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং উপযুক্ত মর্যাদায় সমাজে পুনর্বাসন;
- শিশুর পুনর্বাসনে আর্থিকভাবে, চাকুরী প্রদানের মাধ্যমে বা তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে সহযোগিতা করা;
- শিশুদের প্রতি সহমর্মী আচরণ করা এবং
- শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশে যে কোন ধরণের সহযোগিতা।

চিত্র: সরকারি শিশু পরিবার (বালক) নেত্রকোনা এর নিবাসিদের পড়াশুনা ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণ গ্রহণ।

মেধাবৃত্তি

সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবারসহ সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানে এতিম, দুস্থ, অসহায় ও প্রতিবন্ধী মেধাবী শিশু, যারা দেশের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে অধ্যয়নরত আছে। এসব মেধাবী নিবাসিদের শিক্ষা কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নিমিত্ত ২০১৮-২০১৯ অর্থবছর থেকে মেধাবৃত্তি চালু করা হয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক (একাদশ ও দ্বাদশ) মাসিক ১০০০ টাকা এবং উচ্চতর (ডিগ্রী/অনার্স ও মাস্টার্স) মাসিক ২৫০০ টাকা হারে বৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সরকারি শিশু পরিবারের মেধাবী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সুবিধার্থে উচ্চতর স্তরে মাথাপিছু বার্ষিক ৩০ হাজার টাকা হারে ১৭২ জন এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে মাথাপিছু বার্ষিক ১২ হাজার টাকা হারে ২৭৮ জন নিবাসির মধ্যে মেধাবৃত্তি বাবদ সর্বমোট ৮৪ লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র: সরকারি শিশু পরিবার (বালক) নেত্রকোনা নিবাসিদের মধ্যে মেধাবৃত্তির চেক বিতরণ।

সুপারিশনামা/ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

সমাজসেবা অধিদপ্তর সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষা ও সরকারি শিশু পরিবারসহ সকল প্রতিষ্ঠান সামাজিক কৌশলপত্রের আলোকে আধুনিকায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের শূণ্যপদ পুরণসহ প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টি, তাদের দক্ষতার উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত উন্নয়নে কাজ করছে। অনুরূপ প্রতিষ্ঠানগুলিকে বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে রুপান্তর করে নিবাসীদের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া সকল আবাসিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমসমূহ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে পরিচালনার নিমিত্ত ডাটাবেজ প্রস্তুতের কাজ চলমান রয়েছে।

চিত্র: সরকারি শিশু পরিবার (বালিকা), তেজগাঁও, ঢাকার ৪ কন্যার শুভ বিবাহ

৭.২ ছোটমণি নিবাস

সমাজসেবা অধিদপ্তরের আওতায় পরিত্যক্ত, ঠিকানাহীন, দাবীদারহীন ও পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত এবং ০-৭ বছর বয়স পর্যন্ত বিপন্ন শিশুদের গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগসহ লালন পালনের জন্য ১৯৬২ সনে ঢাকার আজিমপুরে ১টি ছোটমণি নিবাস স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী, সিলেট, খুলনা ও বরিশাল এ ৫টি বিভাগে ৫টি ছোটমণি নিবাস প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে পরিত্যক্ত নবজাতক শিশু, পাচারকারীদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বিপন্ন শিশু, দাবীদারহীন এবং নাম পরিচয়হীন শিশু থানায় জিডিকরণের মাধ্যমে ভর্তি করা হয়। পরবর্তীতে এ সকল শিশুকে অধিদপ্তর পরিচালিত সরকারি শিশু পরিবার কিংবা

অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্থানান্তরপূর্বক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান করে কর্মসংস্থানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে মোট অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০। এ পর্যন্ত (জুন ২০২২) পুনর্বাসনের সংখ্যা ১ হাজার ৩৬৩ জন।

সেবাসমূহ

- পরিত্যক্ত ও দাবীদারহীন শিশু উদ্ধার ;
- থানায় সাধারণ ডায়রী;
- কেন্দ্রে গ্রহণ, সরাসরি ভর্তি ও নিবন্ধন;
- লালন পালনের পূর্ণ দায়দায়িত্ব এবং অভিভাবকত্ব গ্রহণ;
- মাতৃস্নেহে প্রতিপালন, রক্ষণাবেক্ষণ, খেলাধুলা ও প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;
- শিশুদের সরকারি খরচে আবাসন, ভরণ-পোষণ, শিক্ষা, চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা ও বিনোদনের ব্যবস্থাকরণ;
- ৭ বছর বয়সের পর সরকারি শিশু পরিবারে স্থানান্তর।

৭.৩ দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র

স্বল্প আয়ের কর্মজীবী মা এর সন্তানদের কর্মকালীন রক্ষণাবেক্ষণ ও সঠিক সামাজিকীকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। ১৯৬২ সনে ঢাকার আজিমপুরে ৫০ আসনবিশিষ্ট দিবাকালীন শিশুযত্ন কেন্দ্রটি স্থাপন করা হয় । এ কেন্দ্রের শিশুদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি মানসিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে পর্যাপ্ত বিনোদনেরও ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের শিশু কল্যাণমূলক কর্মসূচির মধ্যে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এ প্রতিষ্ঠানে শিশু ভর্তির জন্য অভিভাবকদের কাছ থেকে কোনো প্রকার অর্থ নেওয়া হয় না। নিবাসীদের ভরণপোষণ (খাদ্য, পোষাক, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী) বাবদ মাথাপিছু ১,২৫০ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। শুরু থেকে এ পর্যন্ত (জুন ২০২২) সেবা গ্রহণকারী শিশুর সংখ্যা ৮,৩৬৩। দিবাকালীন শিশু যত্ন কেন্দ্র সরকারি ছুটির দিন ব্যতীত প্রতিদিনই খোলা থাকে। আসন খালি থাকা সাপেক্ষে যে কোনো সময় সরাসরি ভর্তি করা হয়। কর্মজীবী মায়েরা শিশুদের এ প্রতিষ্ঠানে রেখে তাদের কর্মস্থলে নিশ্চিন্তে কাজ করতে পারেন।

সেবাসমূহ

- ৪-৮ বছর বয়সের শিশুদের সকাল ৮.০০ থেকে বিকাল ৫.০০ টা পর্যন্ত দিবাকালীন সেবাদান;
- শিশুদের প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন সকাল ও বিকালের নাস্তাসহ দুপুরের খাবার সরবরাহ;
- শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, খেলাধুলা ও বিনোদন;
- প্রতিষ্ঠানে অবস্থানকালীন প্রতিষ্ঠানের পোশাক পরিধান;
- দুপুরে শিশুদের ঘুমানোর ব্যবস্থা;
- শিশুদের নিরাপত্তা বিধানসহ মাতৃস্নেহে লালন পালন।

৭.৪ দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র:

দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল ও দুস্থ শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ, ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্য উপায়ে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৮১ সনে প্রথম গাজীপুরের কোনাবাড়ীতে বালকদের জন্য ১টি দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করে। পরবর্তীতে ১৯৯৫ সনে চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় বালকদের জন্য আরও ১টি এবং ১৯৯৭ সনে গোপালগঞ্জের টুঙ্গীপাড়ায় বালিকাদের জন্য শেখ রাসেল দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এ ৩টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৭৫০। এ পর্যন্ত (জুন ২০২২) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৫ হাজার ৩।

সেবাসমূহ:

- দরিদ্র এবং পিতৃমাতৃহীন শিশুকে লালনপালন ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শিশুদের সামাজিকীকরণ, চিত্তবিনোদন, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ এবং
- দায়িত্বশীল ও উৎপাদনশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ধর্মীয় রীতিনীতি ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান।

৭.৫ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র

বিচার প্রক্রিয়ায় আটকাদেশ প্রাপ্ত শিশু আইনের সঙ্গে সংঘাতে জড়িত শিশু (এমন কোনো শিশু, যে দন্ড বিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে, বিদ্যমান কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বা বিচারে দোষী সাব্যস্ত) এবং বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশু আইন, ২০১৩ এর ধারা ৫৯ অনুসারে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা) আগত ও অবস্থানরত শিশুদের আবাসন, সংশোধন, উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থা রয়েছে। এসব শিশুকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য গাজীপুরের টঙ্গীতে ১৯৭৮ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক), কোণাবাড়ীতে ২০০২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) এবং যশোরের পুলেরহাটে ১৯৯২ সনে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) স্থাপিত হয়। নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আইনের সাথে সংঘর্ষে জড়িত শিশুদের উপযুক্ত কেসওয়ার্ক, কেস ম্যানেজমেন্ট, গাইডেন্স, কাউন্সেলিং, শিক্ষা, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের মানসিকতার উন্নয়নপূর্বক সমাজে পুনর্বাসন ও পুনঃএকীকরণ করাই এ প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য। সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত এ ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক/বালিকা)'র অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬০০। এ পর্যন্ত (জুন ২০২২) পুনর্বাসনের সংখ্যা ২৬ হাজার ৪০৮ জন।

সেবাসমূহ:

- বিভিন্ন থানায়/কারাগারে আটককৃত শিশুদের ন্যায় বিচার প্রাপ্তির সহায়তা;
- বিভিন্ন কারাগারে আটক শিশুকে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- শিশু আদালত কর্তৃক প্রেরিত শিশুকে গ্রহণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান;
- শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষতা সাধন;
- কাউন্সিলিং এর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন;
- পরিচয়হীন শিশুর আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজে বের করা ও সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং
- ফলোআপ করা।

৭.৬ ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানা

ঐতিহ্যগতভাবে বাংলাদেশের জনগণ অবহেলিত দুস্থ এতিম শিশুদের প্রতিপালনের দায়িত্ব গ্রহণে বদ্ধপরিকর। বাংলাদেশের সকল ধর্মীয় মতাবলম্বী জনগণেরই এতিম শিশুদের লালনপালনের জন্য বেসরকারিভাবে এতিমখানা পরিচালিত হয়ে আসছে। বেসরকারি এসকল এতিমখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সমাজসেবা অধিদপ্তর হতে সহযোগিতা প্রদান করা হয়। বেসরকারিভাবে এতিমখানাসমূহ প্রথমতঃ স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ ১৯৬১ অনুযায়ী নিবন্ধন প্রদান এবং পরবর্তীতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানাসমূহের শিশুদের প্রতিপালন, চিকিৎসা এবং শিক্ষা প্রদানের জন্য আর্থিক সহায়তা করা হয়, যা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট নামে পরিচিত। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ৪ হাজার ৭২ টি বেসরকারি এতিমখানার ১ লক্ষ ৬ হাজার জন এতিম শিশুকে ২৫৪ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট হিসেবে প্রদান করা হয়। দরিদ্র এতিম শিশুদের দক্ষ মানবসম্পদে পরিনত করাই ক্যাপিটেশন

গ্র্যান্টের মূখ্য উদ্দেশ্য। বেসরকারি এতিমখানায় ন্যূনতম ১০ জন এতিম অবস্থানকারী প্রতিষ্ঠানে সর্বোচ্চ ৫০% এতিমের জন্য ক্যাপিটেশন গ্রান্টের সুযোগ বিদ্যমান রয়েছে।

৭.৭ শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত “Services for Children at Risk (SCAR)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পটির কার্যক্রম সরকারের আবর্তক অনুদান খাতের অর্থায়নে ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সুরক্ষার জন্য “শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র” নামে চলমান রয়েছে। এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী শিশুবান্ধব কার্যক্রম । গাজীপুর, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, সিলেট, রংপুর, কুষ্টিয়া, ফরিদপুর, বরগুনা, কক্সবাজার, জামালপুর ও শিবগঞ্জ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায় স্থাপিত ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের মাধ্যমে সমগ্র বাংলাদেশের ঝুঁকিতে থাকা শিশুদের সেবা প্রদান করে পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন নিশ্চিত করা হয়। প্রতিটি কেন্দ্রে ১০০ ছেলে শিশু ও ১০০ মেয়ে শিশুর পৃথক আবাসনের ব্যবস্থা রয়েছে। এই কর্মসূচির সুবিধাভোগী শিশুরা হচ্ছে ০৬ থেকে অনুর্ধ্ব ১৮ বছরের পথশিশু, শিশু শ্রমিক, কর্মজীবি শিশু, পিতামাতা বা অভিভাবকের স্নেহবঞ্চিত শিশু, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশু, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু, পাচার থেকে উদ্ধারকৃত শিশু, বাল্যবিবাহ, দূর্ঘটনা ও নির্যাতনের শিকার শিশু এবং হারিয়ে যাওয়া শিশু। কেন্দ্রসমূহ ঝুঁকিতে থাকা সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের সুরক্ষার জন্য চাহিদা অনুযায়ী দিবাকালীন যত্ন, রাত্রিকালীন যত্ন এবং সার্বক্ষণিক আশ্রয় ও যত্ন প্রদান করে থাকে। প্রদানকৃত প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ হল স্বাস্থ্যসেবা, আনুষ্ঠানিক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, মনোসামাজিক সহায়তা, বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, শিশুদের পরিবার বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে পুনঃএকীকরণ/পুনর্বাসন, ১৪ বছর বয়স উর্ধ্ব শিশুদের স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান এবং ঝুঁকিহীন কাজে শিক্ষানবিস হিসেবে চাকুরিতে নিযুক্তি ইত্যাদি।

২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক কার্যাবলিসমূহ:

- প্রতিটি কেন্দ্রের নিবাসি শিশুদের বছরে ০৪ (চার) সেট পোশাক, ০২ (দুই) সেট উৎসব পোশাক এবং শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়েছে।
- প্রতিটি কেন্দ্রে ১ জন প্যারামেডিক্সের মাধ্যমে কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রয়োজনের ভিত্তিতে শিশুদের সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের মাধ্যমে সেবা প্রদান করা হয়েছে । কৃমি সংক্রমণের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসাবে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানোর প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।
- সক্ষমতার ভিত্তিতে কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশুদের আনুষ্ঠানিক/উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতাভুক্ত শিশুদের স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যবস্থা করা হয়েছে। অক্ষরজ্ঞানহীন বা শিক্ষা থেকে ঝরে পড়া নিবাসি শিশুদের সক্ষমতার ভিত্তিতে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
- শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের নিয়মিত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। স্ব স্ব ধর্ম পালনের প্রতি উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। ধর্মীয় বিধিবিধান, আচার আচরণ ও অনুষ্ঠানাদি যথাযথ পালন করা হয়েছে।
- প্রতিমাসের নির্ধারিত দিনে নির্ধারিত মেন্যু অনুযায়ী উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। বিভিন্ন দিবস সমূহে যেমন জাতীয় দিবস, ধর্মীয় উৎসব সমূহে বিশেষ উন্নতমানের খাবার সরবরাহ করা হয়েছে।
- সেবার আওতায় আসা শিশুদের Hands-off Skill প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে । Hands-off Skill এ মূলতঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, আবেগীয় ও মানসিক চাপে টিকে থাকা, কার্যকরী যোগাযোগ, সমঝোতা ইত্যাদি দক্ষতা অর্জন বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করা হয়।

- নিবাসি শিশুদের Hands-on Skill এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সাধারণত ১৪ বছর উর্ধ্ব শিশুদেরকে আগ্রহ ও সক্ষমতার ভিত্তিতে স্থানীয় চাহিদা নিরূপণপূর্বক বিভিন্ন সরকারি/অসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে বিকল্প জীবিকায়নের উদ্দেশ্যে কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। প্রশিক্ষণসমূহ অভ্যন্তরীণ ও বহি:স্থ এবং সাধারণত ৩ মাস, ৬ মাস ও ০১ বছর মেয়াদি হয়ে থাকে। সাধারণত কম্পিউটার, বিউটিফিকেশন, টেইলারিং, ব্লক-বাটিক, পেইন্ট/আর্ট (ব্যানার/সাইনবোর্ড), জুতা বানানো, অটোমোবাইল, ইলেক্ট্রিক্যাল ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ শেষে ঝুঁকিবিহীন কাজে শিক্ষানবিস হিসেবে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়।
- যেহেতু বিভিন্ন নির্যাতনের শিকার, স্নেহ-মমতা বঞ্চিত, ভীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন, সুরক্ষিত নয় এমন শিশুরা কেন্দ্রে ভর্তি হয় সাধারণত এসব শিশুদের আচরণ স্বাভাবিক থাকে না। তাই শিশুদের স্বাভাবিক করতে তাদের সামাজিক, মানসিক ও আবেগীয় উন্নয়নের জন্য নিয়মিত একক ও দলীয় কাউন্সিলিং করা হয়েছে।
- কেন্দ্রে একজন ফিজিক্যাল ইন্সট্রাকটরের সহায়তায় নিয়মিত খেলাধুলা, শরীর চর্চা করানো হয়েছে। নিয়মিত পিটি, জাতীয় সংগীত চর্চা, অভ্যন্তরীণ মেলা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিবাসি শিশুদের মানসিক ও শারীরিক বিকাশের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা, কর্মচারীদের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে ইনহাউজ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষকে শিশুদের জন্য সামাজিক সুরক্ষা গড়ে তোলার বিষয়ে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, লিফলেট বিতরণ, উঠান বৈঠক, আলোচনা অনুষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করা হয়েছে।

২০২১-২০২২ অর্থবছরে শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রের তথ্য পরিসংখ্যান:

- ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে মোট ১৪০৫ জন শিশু নিবন্ধিত হয়েছে। এদের মধ্যে ৮৪২ জন ছেলে শিশু ও ৫৬৩ জন মেয়ে শিশু।
- ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে মোট ১০৭০ জন শিশু পুনর্বাসিত হয়েছে। এদের মধ্যে ৬৪৮ জন ছেলে শিশু ও ৪২২ জন মেয়ে শিশু।
- শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে মোট ৯২০ জন শিশুকে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪৫৬ জন ছেলে শিশু ও ৪৬৪ জন মেয়ে শিশু।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে মোট ৮০৮ জন শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৪৬৯ জন ছেলে শিশু ও ৩৩৯ জন মেয়ে শিশু।
- শিক্ষার সর্বস্তরে নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ৪৬৪ জন মেয়ে শিশুকে আনুষ্ঠানিক ও ৩৩৯ জন মেয়ে শিশুকে উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে।
- ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত পাবলিক পরীক্ষায় মোট ০৯ জন শিশু অংশগ্রহণ করে এবং ০৯ জন শিশুই উত্তীর্ণ হয়েছে। এদের মধ্যে ০৩ জন ছেলে শিশু ও ০৬ জন মেয়ে শিশু।
- ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে মোট ৩৭৭ জন শিশুকে স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এদের মধ্যে ৮৭ জন ছেলে শিশু ও ২৯০ জন মেয়ে শিশু।
- প্রশিক্ষণ শেষে ঝুঁকিবিহীন কাজে শিক্ষানবিস হিসেবে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১৩টি শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহে মোট ১৭ জন শিশুকে চাকরিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে ১৬ জন ছেলে শিশু ও ০১ জন মেয়ে শিশু।
- উল্লেখিত অর্থবছরে মোট উপকারভোগী শিশুর সংখ্যা ৩৬৮৫ (ছেলে শিশু ১৯০৭ ও মেয়ে শিশু ১৭৭৮) জন।

স্কুলে গমণরত শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র, সমাজসেবা অধিদপ্তর, কুষ্টিয়া কেন্দ্রের শিশুরা

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের নিয়মিত শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের স্থিরচিত্র

শেখ রাসেল শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রসমূহের নিবাসি শিশুদের **Hands-on Skill** প্রশিক্ষণ প্রদান

৭.৮ চাইল্ড সেনসিটিভ সোস্যাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) প্রকল্প, ফেইজ-২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং UNICEF Bangladesh এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় সমাজসেবা অধিদপ্তর এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের United Nations Development Assistance Framework (UNDAF) ভূক্ত ২৬টি জেলা, ১১টি সিটি কর্পোরেশন ও ২৫টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিশুদের প্রতি সহিংসতা, নির্যাতন ও

অবহেলা হ্রাসের মাধ্যমে ভারসাম্যপূর্ণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা এবং উহা প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। এ কার্যক্রম সম্পাদনের নিমিত্ত সুনির্দিষ্ট অর্থ বরাদ্দ ও কারিগরী সহায়তার সংস্থান রাখা হয়েছে।

➢ **নিম্নলিখিত কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রকল্পের লক্ষ্য অর্জিত হবে:** শর্তযুক্ত অর্থসহায়তা; চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮; সোস্যাল ওয়ার্কার, সমাজসেবা অফিসার, প্রবেশন অফিসার ও শিশু কল্যাণ বোর্ডের সদস্যদের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রশিক্ষণ; কেস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের চাহিদা নিরুপণ ও তদানুযায়ী সেবা ও সহায়তা প্রদান; সফটওয়্যার তৈরি ও উন্নয়ন; প্রতিবন্ধীবান্ধব সেবার বিকাশ ঘটানো; প্রতিষ্ঠানের সেবামানের উন্নয়ন।

২০২১-২২ অর্থবছরে সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি:

- কোভিডকালীন শিশু উন্নয়ন থেকে জামিনে মুক্তিপ্রাপ্ত ৫৭০ জন নিবাসীকে জরুরী পরিস্থিতিতে পরিবারে সৃষ্ট আর্থিক সংকট মোকাবেলায় সহায়তা, পরিবারভিত্তিক পরিচর্যা নিশ্চিতকরণে পরিবারের সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুনঃঅপরাধ সংঘটন রোধকল্পে গৃহীত পদক্ষেপে মাতাপিতার সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১ম কিস্তিতে প্রতিজন শিশুকে ১০,৫০০ (দশ হাজার পাঁচশত) টাকা হারে প্রদান করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, সমাজকর্মী ও প্রকল্পের সমাজকর্মীসহ মোট ১০৭ জনকে ৩দিনব্যাপী কেস ম্যানেজমেন্ট বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, সমাজকর্মী ও প্রকল্পের সমাজকর্মীসহ মোট ৩০ জনকে ২দিনব্যাপী শিশু আইন ২০১৩ এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।
- জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ০৪ টি শিশুকল্যাণ বোর্ড মিটিং আয়োজনে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এসব সভায় মোট ৮০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।
- উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, শহর সমাজসেবা কার্যালয় ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ২৫ টি মাসিক কেস কনফারেন্স সভার আয়োজন করা হয়েছে এবং এসব সভায় মোট ৩৩৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল।
- বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় এর মাধ্যমে এ প্রকল্পের সহায়তায় ও ইউনিসেফ এর সহায়তায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা, সমাজকর্মী ও প্রকল্পের সমাজকর্মীদের মাঝে মোট ৪৪৯৩ টি কিট বক্স (বক্সে কাগজ, কলম, হুইসেল, টর্চ লাইট, ছাতা, ওয়েস্ট কোর্ট) প্রদান করা হয়েছে।
- বিভাগীয় সমাজসেবা কার্যালয় এর মাধ্যমে এ প্রকল্পের সহায়তায় ও ইউনিসেফ এর সহায়তায় ১০০০ টি পরিবারের মাঝে ফ্যামিলি কিট বক্স (কম্বল, গামছা, মশারি, সাবান, টুথপেস্ট ও টুথব্রাশ, ইত্যাদি) প্রদান করা হয়েছে।
- কোভিড পরিস্থিতিতে শিশুদের মানবিক চাহিদা পূরণকল্পে ৩টি কেন্দ্রের (কমলাপুর, গাবতলী ও সদরঘাট) মাধ্যমে কেন্দ্রে অবস্থানরত পথ শিশুদের তিনবেলা খাবার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা , আর্ট ও মিউজিক সেশনসহ তাদের নিয়মিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়। অব্যাহতভাবে এসব সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে ১৮১৯ জন শিশুকে সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের ডাটাবেজ প্রস্তুত ও তাদের প্রয়োজনীয় সেবা নিশ্চিত করার জন্য অনলাইন কেস ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার আপগ্রেডেশনের কাজ চলমান আছে।

চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত সাফল্যঃ

- ৪২৫ জন শিশুর বাল্য বিবাহ বন্ধ করা হয়েছে।
- ২৮৮৭ জন শিশুকে বিদ্যালয়ে পড়াশুনার ব্যাপারে স্কুল শিক্ষক, ম্যানেজিং কমিটি ও অবিভাবকের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ৪০৫৯ জন শিশুর নির্যাতনের তথ্য পাওয়া গিয়াছে।
- ২২০২ জন শিশুকে আইনী সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।
- ৮২১৯৬ জন শিশুকে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য প্রদান হয়েছে।
- ১৩৮৫২ জন শিশুকে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ/ লিংক করিয়ে দেয়া হয়েছে।
- ১০৩১০ জন শিশুকে কাউন্সেলিং সেবা প্রদান করা হয়েছে।
- ৬১৬০৩ জন শিশুকে করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সম্পর্কে সচেতন, পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ

৮.০ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কার্যক্রম

৮.১ সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র

ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণসহ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে নিবাসীদের খাদ্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত ৬ (ছয়) টি সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র পরিচালিত হচ্ছে। এ কেন্দ্রগুলো **"ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন ২০১১"** এর আওতায় পরিচালিত হচ্ছে।

- পুলিশ কর্তৃক ভবঘুরে গ্রেফতার/নিরাশ্রয় ব্যক্তির আবেদন;
- বিশেষ আদালতের ১ম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ভবঘুরে/নিরাশ্রয় হিসেবে ঘোষণা বা মুক্তি;
- অভ্যর্থনা কেন্দ্রে ভবঘুরে/নিরাশ্রয় ব্যক্তি হিসেবে নাম রেজিস্ট্রিকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;
- সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে স্থানান্তর;
- ভবঘুরে ব্যক্তিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা প্রদান;
- ভরণপোষণ, শিক্ষা, বৃত্তিমূলক ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান। শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও মানবিক উৎকর্ষ সাধন;
- কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে মানসিকতার উন্নয়ন;
- স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
- ভবঘুরে ব্যক্তির আত্মীয় স্বজনকে খুঁজে বের করা;
- সমাজে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা এবং ফলোআপ।

অর্জন (উদ্ভাবন, কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা, অর্জন ইত্যাদি)

- ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত নিবাসী ৫১ জন।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের জুন/২০২২ পুনর্বাসন ৯১৯ জন।
- শুরু থেকে জুন/২০২২ পর্যন্ত পুনর্বাসন ৫৪,৯৮৪ জন।

কর্মসূচি/কার্যক্রম/প্রকল্প/প্রাতিষ্ঠানিক সেবায় চ্যালেঞ্জ

- সকল সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রগুলোই সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ ও ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। ফলে আসন সংখ্যা অনুযায়ী নিবাসী ভর্তি করা দুর্বিসহ হয়ে পড়েছে।
- প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষায়িত পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশে মাত্র একটি হওয়ায় বেশিরভাগ মানসিক প্রতিবন্ধীদের সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রে দেওয়া হয়। ফলে সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রের যে মূল লক্ষ্য তা বাস্তবায়ন করা সঠিকভাবে সম্ভব হচ্ছে না।
- সরকারি আশ্রয়কেন্দ্রসমূহে নিজস্ব শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কারিকুলাম থাকলেও নির্দিষ্ট বয়স ও সময়সীমার জন্য নিবাসীদের যথাযথ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেয়া ব্যাহত হচ্ছে।
- যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের স্বল্পতা।
- আশ্রয়কেন্দ্রের নিবাসীদের আয়বর্ধক কর্মসূচির স্বল্পতা/ সীমাবদ্ধতা।
- আশ্রয়কেন্দ্রের নিবাসীদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের স্বল্পতা/ সীমাবদ্ধতা।
- বাবুর্চি ও কেয়ারগিভারের পদ না থাকা।

৮.২ সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

- যৌনাচারে নিয়োজিত যাদের বয়স ১৮ বছরের উর্ধ্বে নয় তাদেরকে বিদ্যমান শিশু আইন, ২০১৩; নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় (ব্যক্তি) পুনর্বাসন আইন, ২০১১ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান মোতাবেক বিভিন্ন যৌনপল্লী ও অন্যান্য স্থান থেকে উদ্ধার।
- উদ্ধারকৃত কিশোরী ও কন্যা শিশুর নাম নিবন্ধনপূর্বক ০৬ বিভাগে অবস্থিত ০৬টি সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য আবাসনের ব্যবস্থা করা।
- উদ্ধারকৃতদের নিয়মিত শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা প্রদান।
- নিবিড় কাউন্সেলিং ও মনিটরিং এর মাধ্যমে নিবাসীদের মানসিক উৎকর্ষ সাধন এবং অবৈধ যৌনাচারের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি।
- অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন ও বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা।
- কর্মসংস্থান, স্বকর্মসংস্থান, বিবাহ কিংবা প্রকৃত অভিভাবক, নিকট আত্মীয় অথবা অন্য কোন বৈধ অভিভাবকের নিকট হস্তান্তরের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- কেন্দ্রের ব্যবস্থাপক ও কেইস ওয়ার্কারের সুপারিশ এবং কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদনক্রমে তাদেরকে বৈধ অভিভাবকের হেফাজতে মুক্তি প্রদান।

মানব উন্নয়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে প্রভাব :

- স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় প্রত্যাবর্তন এবং পরিবার ও সমাজে পুনঃএকীকরণের মাধ্যমে মানব উন্নয়ন ও সামগ্রিক উন্নয়নে পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।
- উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান ও স্বকর্মসংস্থানের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ও দারিদ্র্য নিরসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অর্জন (উদ্ভাবন, কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা, অর্জন ইত্যাদি) :

- ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত মোট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত নিবাসী ১,৫৬৪ জন।
- ২০২১-২২ অর্থবছরের জুন/২০২২ পুনর্বাসন ৩৫ জন
- শুরু থেকে জুন/২০২২ পর্যন্ত মোট পুনর্বাসন ১,৫৮১ জন।

৮.৩ মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র (সেফহোম)

মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের বহুমুখী সমস্যার মধ্যে বিচারকালীন তাদের নিরাপদ হেফাজতে রাখা একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে জনগোষ্ঠীর এ অংশের জীবন প্রতিকূল ও বিচারকালীন ছাড়াও পারিবারিক সমস্যা, সামাজিক পরিস্থিতি ও নানাবিধ কারণে মহিলা ও শিশু-কিশোরীদের জেল, হাজত বা নিরাপদ হেফাজতে থাকতে বাধ্য হতে হয়। জেল বা হাজতের বিরূপ পরিবেশের কারণে এদের অনেকেই শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কেউ কেউ মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে। সরকার বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে এ অবস্থা নিরসনের জন্য সাধারণ জেলখানার বাইরে ভিন্ন পরিবেশে মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সিলেট ও বরিশাল জেলায় ১ জুলাই, ২০০২ থেকে হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও খুলনাতে (বাগেরহাট) হেফাজতিদের নিরাপদ আবাসন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। মোট ৬টি কেন্দ্রের অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০০। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৫১৪ এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২২) পুনর্বাসনের সংখ্যা ৯ হাজার ৩৪ জন।

সেবাসমূহ:

- নিরাপদ আশ্রয় প্রদান;
- বিনামূল্যে খাদ্য, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বিনোদন;
- কেসওয়ার্ক এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক ও ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা লাভ এবং তাদের মানসিক অবস্থার উন্নয়ন;
- নির্ধারিত শুনানীর দিনে নিবাসীর নিরাপত্তা নিশ্চিতপূর্বক কোর্ট এ হাজির করা এবং কোর্ট থেকে কেন্দ্রে ফেরত আনা;
- দক্ষ জনসম্পদে উন্নীত করার লক্ষ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার ব্যবস্থাসহ সম্ভাব্য আইনগত সহায়তা প্রদান করা;
- কেন্দ্রে অবস্থানরত মহিলা ও শিশু হেফাজতীদের মানবাধিকার সমুন্নত রাখা।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন

৯.০ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সুরক্ষা ও উন্নয়ন কর্মসূচি

৯.১ জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র

এ দেশের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতিবন্ধী। এদের শিক্ষা প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনবল তৈরীর লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ১৯৫৬ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শিল্পমন্ত্রী থাকাকালীন আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন দার্শনিক, সমাজসেবক, লেখক জনাব হেলেন কেলার-কে বাংলাদেশে নিয়ে আসেন। সেই থেকে বাংলাদেশে সমাজসেবার পথচলা। ১৯৬২ সালে সমাজসেবা অধিদপ্তর শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (পি,এইচ,টি,সি সেন্টার) শহীদ আসাদ গেইট, ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়াধীন সমাজসেবা অধিদপ্তর ১৯৮৭ সালে শারীরিক, মানসিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র শহীদ আসাদ গেইট, ঢাকার কার্যক্রম সম্প্রসারণ ও যুগোপযোগী করার উদ্দেশ্যে নরওয়ের ৩ (তিন) টি স্বেচছাসেবী সংগঠন যথা: (১) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ব্লাইন্ড এন্ড পার্শ্বিয়েলী সাইটেড, (২) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন অব দ্যা ডেফ ও (৩) নরওয়েজিয়ান এ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা মেন্টালী রিটার্ডেড এর আর্থিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের সম্মুখসহ দক্ষিণ পশ্চিম কোণের জায়গার পরিবর্তে ঢাকার মিরপুরসহ-১৪ নম্বর সেকশনে ৬.০০ (ছয়) একর জমির উপর ১৭ কোটি টাকা ব্যয়ে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত দক্ষিণ এশিয়ার মডেল ইনস্টিটিউট হিসেবে বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে।

মুল উদ্দেশ্য

এদেশের দরিদ্র ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশ হচ্ছে প্রতিবন্ধী । এদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দক্ষ জনবল সৃষ্টি, বিশেষ শিক্ষা উপকরণ তৈরি ও বিতরণসহ সর্বস্তরের জনগণকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধকরণে সহায়তা প্রদান করে সমাজের মূল স্রোতধারায় একীভূত করা এ কেন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য।

কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ

ক) বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ: জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভূক্ত বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ অবস্থিত। এ কলেজে বিশেষ শিক্ষায় দক্ষ শিক্ষক তৈরির লক্ষ্যে ১০৫ আসন বিশিষ্ট এক বছর মেয়াদী ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বি.এস.এড) ও ১০৫ আসন বিশিষ্ট মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন (এম.এস.এড) ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এ কলেজের ল্যাবরেটরি স্কুল হিসেবে তিনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় (বুদ্ধি, বাক ও শ্রবণ, দৃষ্টি) এবং একটি মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ৪ টিতে ৪০১ জন শিক্ষার্থী লেখাপড়া করছে। ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক পৃথক ৭ (সাত) টি আবাসিক হোস্টেল এবং বি.এস.এড প্রশিক্ষণার্থীদের একটি সহ মোট ৮ (আট) টি হোস্টেল রয়েছে।

খ) রিসোর্স সেকশন: প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা কার্যক্রমকে সহজ, সাবলীল ও কার্যকরী করার লক্ষ্যে রিসোর্স সেকশনের ৩টি শাখা যথাক্রমে, টিচিং এইড, হিয়ারিং এইড এবং লাইব্রেরি রয়েছে। লাইব্রেরির এ শাখায় প্রতিবন্ধিতা ও অন্যান্য সাধারণ বিষয়ের প্রায়ই ৫ হাজার বই ও সাময়িকী রয়েছে । এর মাধ্যমে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের প্রভাষক, অতিথি বক্তা ও প্রশিক্ষণার্থীসহ কেন্দ্রের সকল শ্রেণির পাঠকের পাঠ সেবা প্রদান করে যাচ্ছে । টিচিং এইড শাখায় বুদ্ধি , শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র ছাত্রীদের জন্যে বিশেষ শিক্ষা উপকরণ তৈরি, ক্রয় ও বিতরণসহ বিভিন্ন উপকরণের প্রাথমিক মেরামতের ব্যবস্থা রয়েছে। উপরোক্ত কার্যক্রম ছাড়াও এ দুটি শাখার কর্মকর্তাগণ কলেজের ব্যবহারিক ক্লাসে সহযোগিতা প্রদান ও বি.এস.এড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের প্রয়োজনে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ সরবরাহ করে থাকেন।

গ) প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের কার্যক্রম: বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে ৪টি মডেল বিদ্যালয়ে আবাসিক সুবিধাসহ ৭ বছর মেয়াদি প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়টি এসএসসি পর্যন্ত চালু আছে। এ বিদ্যালয়গুলো বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের বি এস এড কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদের পাঠদান অনুশীলনের জন্যে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীর গবেষণার (থিসিস) কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৬-১১ বছরের মৃদু ও মাঝারী পর্যায়ের যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর স্কুলে ভর্তির জন্যে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ফরম বিতরণ করা হয়। তবে এসেসমেন্ট কমিটি কর্তৃক নির্বাচিত শিশুরা আসন শূন্য সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট স্কুলে সম্পূর্ণ বিনা খরচে ভর্তি হতে পারে।

ক্রম	বিদ্যালয়ের নাম	অনুমোদিত আসন সংখ্যা	বর্তমানে অনাবাসিক ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা		বর্তমানে আবাসিক ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা		বর্তমান স্কুলে অধ্যয়রত মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা
			ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	
০১	সরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	৫০	ছাত্র ২৮	ছাত্রী ১৩	ছাত্র ২২	ছাত্রী ১০	৭৩
০২	সরকারি শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (১ম শ্রেণি-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)	প্রাইমারী ৭০ মাধ্যমিক ৮০	ছাত্র ৬৬	ছাত্রী ৩৯	ছাত্র ৯৪	ছাত্রী ৫৯	২৫৮
০৩	সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় (১ম শ্রেণি-১০ম শ্রেণি পর্যন্ত)	৭০	ছাত্র ১০	ছাত্রী ১০	ছাত্র ৩০	ছাত্রী ২০	৭০
মোট		২৭০	১০৪	৬২	১৪৬	৮৯	৪০১

*** অতিরিক্ত অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৩১ জন।**

১) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়: বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে মোট আসন সংখ্যা ৫০ তবে বর্তমানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৭৩। এর মধ্যে ২২ জন ছেলে ও ১০ জন মেয়ের জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। বাকী ৪১ জন অনাবাসিক, ছেলে ২৮ জন মেয়ে ১৩ জন । এ বিদ্যালয়ে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে উপযোগী বিশেষ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। এদের কারিকুলাম প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত কারিকুলাম হতে কিছুটা সহজ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত বুদ্ধি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে নিয়মিত ফিজিওথেরাপি, স্পিচ থেরাপী ও অকুপেশনাল থেরাপির ব্যবস্থা রয়েছে।

২) শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়: শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের বিদ্যালয়ে মোট আসন সংখ্যা ১৫০। এর মধ্যে ৯৪ জন ছেলে ও ৫৯ জন মেয়ের জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। ১০৫ জন অনাবাসিক (ছেলে/মেয়ে) ভর্তি আছে। এ বিদ্যালয়ে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিশুদের সাথে যোগাযোগের জন্যে বিশেষ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে যেমন ইশারা ভাষা, সার্বিক যোগাযোগ পদ্ধতি । তাছাড়া এদের কথা বলার প্রশিক্ষণ ও হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিদ্যালয়ের পাঠদানের ক্ষেত্রে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলিত কারিকুলাম অনুসরণে ১০ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে।

৩) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়: দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে মোট আসন সংখ্যা ৭০। তন্মধ্যে ৩০ জন ছেলে ও ২০ জন মেয়ের জন্যে আবাসিক ব্যবস্থা বিদ্যমান। বাকী ২০ জন অনাবাসিক । এখানে ১ম - ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত কারিকুলাম অনুসরণ করে ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের ব্যবস্থা রয়েছে। তাছাড়া ইন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ, গণিত শেখার জন্যে এবাকাস, টেইলর ফ্রেমের ব্যবহার ও নিরাপদ চলাচলের জন্যে ওরিয়েন্টেশন ও মবিলিটি, সাদাছড়ি ব্যবহার, সাইটেড গাইড ইত্যাদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

অন্যান্য কার্যক্রম: প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য লেখাপড়ার পাশাপাশি মেধা বিকাশমূলক কো-কারিকুলাম এ্যাক্টিভিটিস, নিয়মিত সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, আর্ট, পেইন্টিং, চিত্রাংকন, শরীর চর্চা, স্কাউটিং ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অত্র কেন্দ্রে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের অবিভাবকদের পরামর্শমূলক কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

- এটি বাংলাদেশের প্রথম এবং একমাত্র সরকারি বিশেষ শিক্ষা শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজ। ২০২০ শিক্ষাবর্ষ থেকে ১০৫ আসন বিশিষ্ট মাস্টার্স অব স্পেশাল এডুকেশন (এম.এস.এড) ডিগ্রী চালু হয়েছে। যেখানে সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকসহ ৪৩ টি নতুন জনবলের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য অর্থ মন্ত্রণালয়ে রয়েছে।

- ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বি.এস.এড) কোর্সটি পূর্বে ৫০ আসন বিশিষ্ট ছিল। ২০১৯ সাল হতে ১১৫ আসনে উন্নীত করা হয়।
- কেন্দ্রের আওতাধীন সকল ধরনের প্রতিবন্ধীদের জন্য একটি বিশেষায়িত কলেজ (এইচ এস সি) চালুর জন্য সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি।

ঘ) শিক্ষা পদ্ধতি: জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্রের স্কুলগুলোতে সাধারণ স্কুলের মত ন্যাশনাল কারিকুলাম অনুসরণ করা হয়। তবে বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা কারিকুলাম প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলিত কারিকুলাম হতে কিছুটা সহজ ও বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এখানে ছাত্র ছাত্রীদের বিশেষ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হয়। যেমন-

- বুদ্ধি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের-বিহেভিয়ার মডিফিকেশন থিওরি, ওয়ার্ক এনালাইসিস, মডেলিং, চেইনিং, শেইপিং,
- প্রম্পটিং, রিইনফোর্সমেন্ট, প্লে -থেরাপী, মিউজিক থেরাপী ইত্যাদি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি ছাত্রের জন্য ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনা (আই.ই.পি) তৈরি করা হয়।
- শারীরিক সমস্যাগ্রস্ত শিশুদের জন্য নিয়মিত ফিজিওথেরাপি ও স্পীচ থেরাপির ব্যবস্থা রয়েছে।
- বাক ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ইশারা ভাষা, সার্বিক যোগাযোগ পদ্ধতি, এদের কথা বলা প্রশিক্ষণ ও হিয়ারিং এইড ব্যবহারের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান করা হয়। এছাড়া গণিত শিখানোর জন্য এবাকাস ও নিরাপদ চলাচলের জন্য ওরিয়েন্টেশন ও মবিলিটি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

ঙ) শিক্ষা সহায়ক অন্যান্য কার্যক্রম: প্রতিবন্ধী শিশুদের জীবনমান উন্নয়ন ও বুদ্ধিমত্তা বিকাশের জন্য জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা সহায়ক কার্যক্রমের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

- কেন্দ্রের ৩টি বিদ্যালয়ের সকল প্রতিবন্ধী শিশুর জন্যে এ,ডি,এল (দৈনন্দিন কার্যাবলী) প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের জন্য স্কুলে সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ- আর্ট, পেইন্টিং, সেলাই, ব্লক প্রিন্ট, হ্যান্ড গ্লাস পেইন্ট, কাটিং, পেস্টিং, স্বাস্থ্য ও যত্ন ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা চালু আছে।
- মানসিক ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদেরকে একজন অভিজ্ঞ সংগীত শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে নিয়মিত সংগীত শিক্ষা দেয়া হয়। তাছাড়া শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের অভিনয় ও নৃত্য এবং দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের আবৃত্তি ও গল্প বলা ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী করে তোলার ব্যবস্থা রয়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়মিত শরীরচর্চা ও খেলাধূলার ব্যবস্থা আছে । এর জন্য একটি বড় খেলার মাঠ রয়েছে এবং একজন অভিজ্ঞ শরীরচর্চা শিক্ষক আছেন। তাছাড়া স্কাউটিং বিষয়ে কেন্দ্রস্থ ৪টি বিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন শিক্ষক শিক্ষিকার স্কাউট প্রশিক্ষণ রয়েছে যাদের তত্ত্বাবধানে প্রতিবন্ধী শিশুদের বয়েজ স্কাউট ও গার্লস গাইড প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

চ) হোস্টেল কার্যক্রম: কেন্দ্রে মোট ২৩৫ জন বুদ্ধি, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্যে পৃথক পৃথক আবাসিক ব্যবস্থা রয়েছে। সরকারি খরচে এদের খাবার, প্রসাধনী, পোশাক ও ঔষধ সরবরাহ করা হয়ে থাকে। এদের তত্ত্বাবধায়নের জন্যে হাউজ প্যারেন্ট, মেট্রন ও এটেনডেন্ট রয়েছেন।

ছ) চিকিৎসা সুবিধা: কেন্দ্রের সকল প্রতিবন্ধী শিশুর নিয়মিত স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও চিকিৎসা সেবা প্রদানের জন্যে একজন খন্ডকালীন ডাক্তার ও একজন সার্বক্ষণিক নার্স (সিনিয়র স্টাফ নার্স) নিয়োজিত রয়েছেন।

জ) যানবাহন সুবিধা: কেন্দ্রের ৪টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের অনাবাসিক ছাত্র ছাত্রীদের স্কুলে আনা নেয়ার জন্যে ৩২ আসন বিশিষ্ট ১টি স্কুল বাস রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে যা অকেজো হয়ে পড়ে আছে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগের জন্যে ১টি সচল প্রাইভেট কার রয়েছে।

প্রতিষ্ঠালগ্ন হতে এ পর্যন্ত সকল কার্যক্রমের সফলতা

প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণদানের একমাত্র সরকারি কলেজ হিসেবে অত্র কলেজ সারা দেশের প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের একবছর মেয়াদি বি.এস.এড কোর্স পরিচালনা করে আসছে। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৯৯৫ সাল থেকে শুরু করে ২০২০ পর্যন্ত ব্যাচেলর অব স্পেশাল এডুকেশন (বি.এস.এড) কোর্সের সমাপ্তকৃত ব্যাচের সংখ্যা ২৪ টি এবং এ পর্যন্ত ৫২৬ জন প্রশিক্ষণার্থী বি.এস.এড ডিগ্রী নিয়ে বিভিন্ন সরকারি, অসরকারি কার্যালয়ে কর্মরত আছেন। ২০২০ শিক্ষাবর্ষ হতে ১০৫ আসন বিশিষ্ট এমএসএড কোর্স চালু হয়। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা প্রতিবছর বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করে সফলতা অর্জন করে আসছে।

৯.২ মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান

প্রতিবন্ধী অন্যান্য শিশুদের ন্যায় মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণ ও চিকিৎসা প্রদানের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম জেলার রউফাবাদে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়। ২০০০ সন থেকে পরিচালিত এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ১২৫, তন্মধ্যে আবাসিক ৭৫ এবং অনাবাসিক ৫০। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ১৮৯ জন এবং এ পর্যন্ত (জুন ২০২২) পুনর্বাসিতের সংখ্যা ১৩১ জন।

সেবাসমূহ :

- আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসাসেবা; বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষা প্রদান;
- সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ফিজিওথেরাপি, সাইকোথেরাপি ও স্পিচথেরাপি প্রদান; এবং
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৯.৩ সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

১৯৮১ সালে বরিশালে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য ১টি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। সরকারি দৃষ্টি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়, বরিশাল এর আসন সংখ্যা ১১০ জন। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২২) ৪৬২ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ :

- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভরণ-পোষণ চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন;
- ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান এবং বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক সরবরাহ;
- সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৪ সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়

১৯৬৫ সালে ফরিদপুর ও সিলেটে ১টি করে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে ঝিনাইদহ ও চাঁদপুর জেলায় শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য আরও সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এ সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে। বর্তমানে সারাদেশে ৪টি সরকারি বাক্-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয় এর আসন সংখ্যা ৪০০। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরের বিদ্যালয়ে এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২২) ১১৮৮ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ :

- ইশারা ভাষা শিক্ষা;
- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৫ পি,এইচ,টি, সেন্টার

দৃষ্টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ভরণপোষণ, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের জন্য ১৯৬২ সালে পি,এইচ,টি,সেন্টার (Physicaly Handicapped Training Centre) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি সেন্টারে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টি ও শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের জন্য ১টিসহ মোট ২টি বিদ্যালয় রয়েছে। বর্তমানে সারাদেশে পরিচালিত ৪টি পি,এইচ,টি,সেন্টার এর আসন সংখ্যা ৫৮০টি। প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরের বিদ্যালয়ে এস এস সি পর্যন্ত লেখাপড়ার ব্যবস্থা রয়েছে। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২২) ৬ হাজার ৮৪২ জন পুনর্বাসিত হয়েছে ।

সেবাসমূহ :

- ইশারা ভাষা শিক্ষা;
- সাধারণ শিক্ষা;
- আবাসিক ও অনাবাসিক সুবিধা;
- আবাসিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ চিকিৎসা সেবা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন;
- ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষা দান এবং বিনামূল্যে ব্রেইল পুস্তক সরবরাহ;
- সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৬ সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম

১৯৭৪ সনে দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় । দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিতকরণ, তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল প্রাতিষ্ঠানিক কর্মসূচির পরিবর্তে স্থানীয় বিদ্যালয়ে চক্ষুষ্মান শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাপনায় পড়াশুনা এবং নিজস্ব পরিবেশ ও অবস্থার সাথে তাল মিলিয়ে চলাফেরা করতে পারা, সর্বোপরি তাদেরকে মূলস্রোতে সম্পৃক্ত করার (Inclusion) উদ্দেশ্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর ৬৪টি জেলায় ৬৪টি সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিটিতে ১০টি আসন এবং মোট

অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৬৪০টি। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২২) ১ হাজার ৫৭৩ জন পুনর্বাসিত হয়েছে । সমন্বিত দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় এসএসসি পর্যন্ত অধ্যয়নের সুযোগ রয়েছে।

সেবাসমূহ :

- সাধারণ শিক্ষার্থীদের সাথে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রদান (Inclusive Education);
- ব্রেইল পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান;
- বিনামূল্যে ব্রেইল বই ও অন্যান্য সহায়ক শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ;
- আবাসিক ছাত্রদের জন্য বিনামূল্যে ভরণপোষণ চিকিৎসাসেবা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন; এবং
- পুনর্বাসন ।

৯.৭ জাতীয় দৃষ্টি প্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (টি,আর,সি,বি)

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৮ সনে ইআরসিপিএইচ এর অভ্যন্তরে এ কেন্দ্রটি চালু করা হয়। আবাসিক সুবিধাসম্পন্ন এ প্রতিষ্ঠানে দৃষ্টিপ্রতিবন্ধীদের বিভিন্ন ট্রেড'এ কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৫০টি। বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৪৫ জন। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২২) পুনর্বাসিতের সংখ্যা ১১৮৫ জন।

সেবার বিবরণঃ

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসাসেবা প্রদান;
- দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বাঁশ, বেত, হাঁস-মুরগি প্রতিপালন এবং চলাচলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকুরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা প্রদান;
- সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা; এবং
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

৯.৮ শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ)

১৯৭৮ সনে বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন ধরনের কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে গাজীপুর জেলার টঙ্গীতে কেন্দ্রটি চালু করা হয়। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৮৫, বর্তমান নিবাসীর সংখ্যা ৭০ জন । এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ৩ হাজার ২১৩ জন।

সেবাসমূহ :

- আবাসন, ভরণপোষণ, চিকিৎসাসেবা খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন;
- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির ধরন উপযোগী স্বল্পমেয়াদি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রশিক্ষণ :
- প্রশিক্ষণ শেষে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসন; পদ খালি সাপেক্ষে কেন্দ্রে চাকরি প্রদান; এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে চাকরি প্রাপ্তিতে সহযোগিতা।

৯.৯ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসিতের সংখ্যা ৩৩৯। বাক-শ্রবণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধী যুবকদেরকে বিভিন্ন প্রকার কারিগরী প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে বাগেরহাট জেলার ফকিরহাটে ১৯৭৮ সন থেকে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন উপকেন্দ্র নামে একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হচ্ছে। এ প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ৩০ এবং এ পর্যন্ত পুনর্বাসনের সংখ্যা ৩৩৯ জন। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ আছে।

৯.১০ ব্রেইল প্রেস

দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রদের ব্রেইল পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (ইআরসিপিএইচ) টঙ্গী, গাজীপুরে একটি ব্রেইল প্রেস রয়েছে। এ প্রেস'এর মাধ্যমে মুদ্রিত পুস্তকসমূহ বিনামূল্যে সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহে সরবরাহ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীন এটুআই প্রকল্পের অর্থায়নে তিনটি ব্রেইল প্রিন্টারসহ আনুষাঙ্গিক যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে স্থাপন করা হয়েছে। ১৯৯৫ সন থেকে ২০১৬ সন পর্যন্ত প্রথম শ্রেণির ২ হাজার ৪৪৮টি, দ্বিতীয় শ্রেণির ১ হাজার ৭০৭টি, তৃতীয় শ্রেণির ৫ হাজার ৪৫৯টি, চতুর্থ শ্রেণির ৪ হাজার ৭৯৭টি, পঞ্চম শ্রেণির ৪ হাজার ৬৫০টি, ষষ্ঠ শ্রেণির ১ হাজার ৯৬৬টি, সপ্তম শ্রেণির ১ হাজার ৫৪৪টি, অষ্টম শ্রেণির ১ হাজার ৪৬৩টি, নবম শ্রেণির ও দশম শ্রেণির ১ হাজার ৫০৩টি বইসহ সর্বমোট ২৫ হাজার ৫৪৭টি বই এবং ২,০০০ কপি ক্যালেন্ডার মূদ্রণ ও সরবরাহ করা হয়। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২২) উপকৃতের সংখ্যা ৩০৫০০ জন।

৯.১১ কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র

(ইআরসিপিএইচ) টঙ্গী, গাজীপুরের অভ্যন্তরে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কৃত্রিম অঙ্গ উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। এ কেন্দ্রে শারীরিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য কৃত্রিম পা, ক্র্যাচ, ব্রেইল স্টিক এবং শ্রবণ প্রতিবন্ধীদের শ্রবণশক্তি পরিমাপসহ হিয়ারিং এইড ও ইয়ার মোল্ড তৈরি হয়। সমাজসেবা অধিদপ্তরের বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়সমূহের গ্রুপ হিয়ারিং এইড শ্রেণিকক্ষে প্রয়োজনীয় সার্ভিস ও মেরামত সুবিধা এ কেন্দ্র থেকে প্রদান করা হয়। উৎপাদিত কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের মধ্যে বিনামূল্যে/হ্রাসমূল্যে সরবরাহ করা হয়। এ পর্যন্ত (জুন- ২০২২) উপকৃতের সংখ্যা ৩০৫০০ জন।

৯.১২ এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরী প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সমাজসেবা অধিদপ্তর সারাদেশের প্রতিবন্ধীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে। প্রতিবন্ধীরা যুগোপযোগী কারিগরী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে কর্মসংস্থান ও পুনর্বাসনের সুযোগ পেলে তারা সমাজ বা পরিবারের বোঝা ও করুণার পাত্র না হয়ে নিজেরাই স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপাশি জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের আধুনিক কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান করে চাকুরী ও স্ব-কর্মসংস্থানের মাধ্যমে সমাজে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে দেশের শিবচর, মাদারীপুর এবং দাউদকান্দি, কুমিল্লা প্রতিবন্ধী ছেলেমেয়েদের জন্য ০২ টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। প্রতিটি কেন্দ্রে আসন সংখ্যা ১০০ জন।

সেবার বিবরণঃ

- বিশেষ পদ্ধতিতে মানসিক প্রতিবন্ধীদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন কারিগরী প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ফিজিওথেরাপী, স্পীচথেরাপী ও সাইকোথেরাপী প্রদান;
- শিশুদের আবাসন, ভরণপোষণ ও চিকিৎসা সেবা; এবং
- খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা;

১০.০ গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ কার্যক্রম:

সমাজসেবা অধিদপ্তর দেশের সামাজিক সমস্যাগ্রস্ত অনগ্রসর ও অসহায়, দুস্থ, দরিদ্র, বয়স্ক, বিপন্ন শিশুদের পাশাপাশি পিতৃ-মাতৃহীন শিশু ও প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও অধিকার সুরক্ষামূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। দেশব্যাপী এসব কর্মসূচির বহুল প্রচার, মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন কর্মসূচি মূল্যায়ন এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে আন্ত:সম্পর্ক স্থাপন, তথ্যপ্রবাহ ও জনসংযোগ সাধনে গবেষণা, মূল্যায়ন, প্রকাশনা ও জনসংযোগ শাখা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এই শাখা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়-বিভাগ

কর্তৃক চাহিত প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রেরণ ছাড়াও মুখপত্র মাসিক সমাজকল্যাণ বার্তা ও কার্যক্রমভিত্তিক পোস্টার, লিফলেট, ফেস্টুন ও ব্রুশিয়র প্রকাশ এবং জাতীয় ও দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন প্রদান করে থাকে। এছাড়া কার্যক্রম পরিচিতি, বাস্তবায়ন নীতিমালা, আইন-বিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ মুদ্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।

১০.১ বিভিন্ন দিবস উদযাপন:

- ১৫ আগস্ট ২০২১ স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৬ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০২১ পালন উপলক্ষে দোয়া মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ০১ অক্টোবর ৩১তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন ও দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।
- ১৮ অক্টোবর ২০২১ "শেখ রাসেল দিবস" যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের "মধুমতি মিলনায়তন" (নীচ তলা) আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া সমাজসেবা অধিদপ্তর পরিচালিত আবাসিক প্রতিষ্ঠানসমূহে উন্নতমানের খাবার পরিবেশন করা হয়।
- "মুজিব বর্ষের সফলতা, ঘরেই পাবেন সকল ভাতা" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ০২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করা হয়।
- ০২ এপ্রিল ২০২২ তারিখ ১৫ তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২২ উদযাপন উপলক্ষে ০১ এপ্রিল ২০২২ তারিখ দিবাগত রাত থেকে ০২ (দুই) দিন ব্যাপী রাতে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়ে নীলবাতি প্রজ্জলন করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর প্রাঙ্গনে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

১০.২ অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন, সচেতনতা তৈরি, প্রচার ও প্রকাশনা

- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত দিকনির্দেশনা বাস্তবায়নের জন্য ১০ টি টিভিসি (প্রতিটি ১ মিনিট) যথা- সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধিতা/অটিজম কার্যক্রম, হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম ও সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ সংক্রান্ত টিভিসি প্রস্তুতপূর্বক ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রচার করা হয়েছে।
- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০২ তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস ২০২২ উদযাপন ও দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক সমাজকল্যাণে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক অবদান (১৯৭২-১৯৭৫) "মুক্তির মহানায়ক বঙ্গবন্ধু" স্মরণিকা প্রকাশ ও মাঠ পর্যায়ের সকল কার্যালয়ে বিতরণ করা হয়েছে।
- ০১ অক্টোবর ৩১তম আন্তর্জাতিক প্রবীণ দিবস ২০২১ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন ও দিবস উপলক্ষে পোষ্টার এবং লিফলেট ছাপানোপূর্বক সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল ইউনিটসমূহে প্রেরণের জন্য ৬৪ জেলা সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রেরণ করা হয়।
- ০২ জানুয়ারি জাতীয় সমাজসেবা দিবস ২০২২ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন উপলক্ষে পোস্টার, ব্রোশিয়র, লিফলেট এবং ক্যালেন্ডার মূদ্রণপূর্বক মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়।
- মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ ব্র্যান্ডিং সম্পর্কিত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন।
- বিভিন্ন দিবস উপলক্ষে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামগ্রিক কার্যক্রম সম্বলিত লিফলেট, ব্রোশিওর, পোস্টার মুদ্রণ ও বিতরণ।

- সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় G2P পদ্ধতিতে ভাতাভোগীদের ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে হিসাব খোলায় উদ্বুদ্ধ করতে ০৬টি বেসরকারি টিভি চ্যানেলে অন এয়ার ক্যাম্পেইন এর মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। এছাড়াও পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টিভি স্ক্রলসহ টেলিভিশন, বেতারে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ করা হয়। ভাতাভোগীদের, উদ্বুদ্ধকরণ, ভোগান্তি নিরসন ও সতর্কতামূলক গণবিজ্ঞপ্তি ০৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রচার করা হয়েছে।
- ইউটিউবে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সরকারি সেবা কার্যক্রমের ভিডিও আপলোড।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের কার্যক্রমমূহের প্রচার-প্রচারণায় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় টিভি স্ক্রলসহ টেলিভিশন, বেতারে প্রচারণার মাধ্যমে জনগণকে অবহিতকরণ।
- প্রচারণার লক্ষ্যে কার্যক্রমভিত্তিক টেলিভিশন স্পট/জিংগেল নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।
- টিভি স্ক্রলে সমাজসেবা অধিদপ্তরের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের প্রচারণার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভিন্ন পুরস্কার যেমন: একুশে পদক/স্বাধীনতা পদক/রোকেয়া পদক ইত্যাদি ক্ষেত্রে মনোনীত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।
- তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুযায়ী সমাজসেবা অধিদপ্তরের তথ্য প্রদানকারী কর্মকর্তা হিসেবে তথ্য প্রদান।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ধারণকৃত স্থির চিত্র সংরক্ষণ।
- সমাজসেবা অধিদপ্তর এর নিজস্ব ওয়েবসাইট (www.dss.gov.bd) এ নিয়মিত তথ্য হালনাগাদকরণ ইত্যাদি।

১১.০ সমাজসেবায় ইনোভেশন

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৩ সনে জারিকৃত প্রজ্ঞাপনের আলোকে সমাজসেবা অধিদপ্তরে ইনোভেশন টিম গঠন করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সনে জারিকৃত উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও মূল্যায়ন নির্দেশিকা, ২০১৫ এর আওতায় সমাজসেবা অধিদপ্তরের ‘উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৫-১৬ অর্থবছর থেকে প্রণয়ন করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরের ১০ টিসহ এ পর্যন্ত ৬২ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং সে মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তরের ৬২ টি উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
১	ওয়ান ইউসিডি ওয়ান নিউ ট্রেড
২	e-Learning and Training Management System
৩	বেসরকারি ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট এবং কেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৪	“ফেরা” (হারিয়ে যাওয়া মানুষের আপন ঠিকানায় ফিরে আসা)
৫	কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তথ্যাদির ডিজিটাল ব্যবস্থাপনা সিস্টেম
৬	র‍্যাপিড কন্টাক্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
৭	ক্যান্সার, কিডনী, লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড, জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইন আবেদন
৮	দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের ই-লানিং সেন্টার
৯	অ্যাপ: MyDSS (Contact Management System)
১০	স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ সহজিকরণে Volunteers Organization Management System and Mobile Apps

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
১১	উপজেলা পর্যায়ের হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের সেবা সহজিকরণ এবং সহায়তা প্রদান
১২	শহর সমাজসেবা কার্যালয়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ভর্তি সহজিকরণ এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা প্রদান
১৩	ভাতা কার্যক্রমের ই-পেমেন্ট
১৪	সরকারি শিশু পরিবারে নিবাসীদের শিক্ষা কার্যক্রমে কোচিং সাইকেল
১৫	সরকারি শিশু পরিবারের নিবাসীদের অভিভাবক পরিচয়পত্র প্রদান
১৬	পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের হিসাব সহজীকরণ "ম্যাজিক ব্যালেন্স"
১৭	'যাকাত ও অনুদান সংগ্রহ মেলা' (হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রমের দুস্থ, অসহায় রোগীদের কল্যাণে)
১৮	প্রতিষ্ঠানভিত্তিক প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবাসী দিবস ও অভিভাবকের সাথে ভিডিও কনফারেন্সিং
১৯	"প্রজন্ম বাঁচাই" শিশু সুরক্ষা একটি সামাজিক আন্দোলন
২০	টোল ফ্রি চাইল্ড হেল্প লাইন ১০৯৮
২১	ডিজিটাল আইডিসহ এটেনডেন্ট সিস্টেম
২২	চা শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচির ডাটা ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
২৩	মাইক্রোক্রেডিট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম
২৪	Disability Information System (DIS)
২৫	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের স্বাবলম্বীকরণ
২৬	শিশু আইন ২০১৩ এর আওতায় বিকল্প ব্যবস্থাসমূহের সহজ বাস্তবায়ন
২৭	নিরাপদ মাতৃত্ব
২৮	সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম মনিটরিং
২৯	ভাতা কার্যক্রমের সুবিধাভোগীদের 'হেলথ কার্ড' এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবায় অগ্রাধিকার প্রদান
৩০	শিশুর মনোসামাজিক উন্নয়নে 'প্রদীপ পাঠদান'
৩১	ভিডিও টিউটোরিয়াল ব্যবহার করে শিক্ষা প্রদান সহজিকরণ
৩২	মাতৃছায়া সেবা সহায়তা কার্যক্রম
৩৩	সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক প্রদেয় সকল ভাতার লেমিনেটিং বই বিতরণ
৩৪	সরকারি শিশু পরিবারের 'মেধা লালন'
৩৫	আলোকিত শিশু
৩৬	স্বপ্ন পূরণ বক্স
৩৭	ব্রেইল এর মাধ্যমে অধিদপ্তরের কক্ষ নির্দেশিকা এবং নেইম প্লেট
৩৮	প্রবেশন অ্যাপ: সুরক্ষা
৩৯	প্রবীণ ভাতাভোগীর বই রিপ্লেস: শ্রদ্ধা
৪০	শিশু পরিবারে অনলাইন ভর্তি কার্যক্রম
৪১	ডিএসএস ই-লাইব্রেরি
৪২	সংকল্প: দেখবো এবার জগৎটাকে
৪৩	"স্বয়ংক্রিয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ব্যবস্থাপনা সিস্টেম"
৪৪	প্রতিবন্ধী শনাক্তকরণ জরিপ কর্মসূচি সহজিকরণ "সুবর্ণ নাগরিক"
৪৫	"অনলাইন নিবাসী ব্যবস্থাপনা"
৪৬	সরকারি বুদ্ধি প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়ে ভর্তি সহজিকরণ 'স্বপ্ন বুনন'
৪৭	ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট মঞ্জুরী সহজিকরণ "প্রতিপালন"

ক্রম	উদ্ভাবনী উদ্যোগের শিরোনাম
৪৮	ছোটমনি নিবাসের শিশুদের অভিভাবকত্ব গ্রহণ সহজিকরণ "আপন পরিবার"
৪৯	নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের সদস্যদের স্বেচ্ছাসেবক পরিচয়পত্র প্রদান "স্বেচ্ছাসেবক"
৫০	বয়স্ক এবং অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা কার্যক্রম উপকারভোগীদের অগ্রাধিকারভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদান নিমিত্ত "হেলথ কার্ড"
৫১	অভ্যন্তরীণ সেবা গুদাম, যন্ত্রপাতি এবং যানবাহন সেবা সহজিকরণ "ইনভেন্টরি এন্ড সাপ্লাই চেইন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম"
৫২	প্রবেশন এন্ড আফটার কেয়ার সার্ভিস সহজিকরণ
৫৩	বয়স্ক ভাতাভোগীদের স্বাস্থ্য সেবাকে দ্রুত ও সহজিকরণ করার উদ্দেশ্যে "হেলথ কার্ড" প্রদান
৫৪	সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে নিবন্ধিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কার্যক্রম মনিটরিং
৫৫	"স্বপ্নচারীদের পাঠশালা" শিক্ষা সহায়তা একটি প্লাটফর্ম
৫৬	'মমতার ডাক'
৫৭	'স্বপ্ননীড়'
৫৮	প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সেবাকর্ণার 'আপনজন'
৫৯	অনলাইন সম্পদ ব্যবস্থাপনা
৬০	ভিডিও টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান সহজীকরণ
৬১	মাতৃছায়া সেবা সহায়তা কার্যক্রম
৬২	প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যসেবা সহজিকরণ

১২.০ সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় পরিচালিত উন্নয়ন প্রকল্প

সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ৫২টি প্রকল্পের মধ্যে ০৮টি নতুন অনুমোদিত। ৫২টি প্রকল্পের অনুকূলে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে সংশোধিত বাজেটে ৪৩৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। এর মধ্যে সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে ০৯টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৪৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা, সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত ৪০টি প্রকল্পের অনুকূলে ২৩০ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ও বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট ০৩টি প্রকল্পের অনুকূলে জিওবি ১ কোটি ০৪ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৬০ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার বরাদ্দ আছে। বরাদ্দকৃত ৪৩৭ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকার মধ্যে ৩৯৩ কোটি ২৩ লক্ষ ৮৯ হাজার ৪ শত টাকা ব্যয় হয়েছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরের আরএডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী আর্থিক অগ্রগতি ৯০% এবং বাস্তব অগ্রগতি ৯৫%।

১২.১ ক) সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে বাস্তবায়িত প্রকল্প: (০৯টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ	২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়
১.	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি (সংশোধিত) (জুলাই/১৭- জুন/২২)	২৯৯.০০	৩৫.৩৬৭
২.	সমাজসেবা অধিদফতরের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার (জুলাই/১৭- জুন/২২)	২৪৫.০০	১৯৬.২০
৩.	বাংলাদেশ প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন (২য় সংশোধিত) (জুলাই/১৭- ডিসেম্বর/২০২২)	১৬৭৪.০০	১৫৬৩.৫১
৪.	এস্টাবলিশমেন্ট অব স্যোসাল সার্ভিসেস কমপ্লেক্স ইন ৬৪ ডিসট্রিক্ট (১ম পর্যায়, ২২টি জেলায়) (১ম সংশোধিত) (জুলাই/১৭- জুন/২৩)	৮১৩১.০০	৮১১১.৭৯৯

৫.	সরকারি শিশু পরিবার এবং ছোটমণি নিবাস নির্মাণ/পুন:নির্মাণ (১ম সংশোধিত) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২৩)	৩৪০৮.০০	৩৩৫৪.২৭
৬.	দুস্থ শিশু প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র পুনঃনির্মাণ, কোনাবাড়ি, গাজীপুর (জুলাই, ২০১৯ - জুন, ২০২২)	২০০.০০	৩৯.৮০
৭.	০৮টি সরকারি শিশু পরিবারে ২৫ শয্যাবিশিষ্ট শান্তি নিবাস স্থাপন (জুলাই, ২০২০ - জুন, ২০২২)	৫৮৪.০০	৫৪৬.৭৭
৮.	সম্ভাব্যতা যাচাই ও সমীক্ষা প্রকল্প (ফেইজ-১) (মে, ২০২০ - জুন, ২০২৩)	০.০০	০.০০
৯.	নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবিড় তত্ত্বাবধান (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৪৪.০০	৪.৪৪৩
	মোট=	১৪৫৮২.০০	১৩৮৫২.৯৬

১২.২ **খ) সরকারি ও বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে বাস্তবায়িত প্রকল্প**: (৪০টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১.	হাজী নওয়াব আলী খান এতিমখানার উন্নয়ন (সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২১)	১.০০	১.০০	-	০.০০	০.০০	-
২.	ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলার দুস্থ ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ (জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	২৯২.০০	২৯২.০০	-	২৯১.২০	২৯১.২০	-
৩.	লালমনিরহাট জেলার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৭৩৩.০০	৭৩৩.০০	-	৭৩১.১৬৮	৭৩১.১৬৮	-
৪.	আনন্দপুর আলহাজ্ব আহম্মদ উল্লাহ-সালেহ আহমেদ কমিউনিটি হাসপাতাল ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন (মে ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	১১১২.০০	১১১২.০০	-	১১১১.৯৫৭	১১১১.৯৫৭	-
৫.	জাহাংগীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	১০৮২.০০	১০৮২.০০	-	৭২৪.৮৮২	৭২৪.৮৮২	-
৬.	জালালাউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি ভিত্তিক মা, শিশু ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২২)	১০০৫.০০	১০০৫.০০	-	৭৯৯.৪৬৪	৭৯৯.৪৬৪	-
৭.	কুমিল্লা ১০০ শয্যা বিশিষ্ট বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (১ম সংশোধিত) (জুলাই ১৭- জুন ২০২৩)	৪০০.০০	৪০০.০০	-	৪০০.০০	৪০০.০০	-

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৮.	কুমিল্লা জেলার ৬টি উপজেলায় নিরাপদ মাতৃত্ব কার্যক্রম (২য় পর্যায়) (অক্টোবর/২০১৮- জুন/২০২১) (মেয়াদ বৃদ্ধি প্রক্রিয়াধীন)	১.০০	১.০০	-	০.০০	০.০০	-
৯.	মাগুরা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ১৭- জুন ২২) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর/২২)	৬৪৯.০০	৬৪৯.০০	-	৬৩৪.৬৮	৬৩৪.৬৮	-
১০.	সুনামগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই/২০১৮- ডিসেম্বর/২০২২)	৫৩৫.০০	৫৩৫.০০	-	৫৩৫.০০	৫৩৫.০০	-
১১.	৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (সংশোধিত) (এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২)	১২০১.০০	১২০১.০০	-	১১৯৭.৫৯৪	১১৯৭.৫৯৪	-
১২.	এস্টাবলিশমেন্ট অব ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, রাজশাহী (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)	৩১৭.০০	৩১৭.০০	-	৩১৭.০০	৩১৭.০০	-
১৩.	করিমপুর নুরজাহান সামসুন্নাহার মা ও শিশু বিশেষায়িত হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)	৮০০.০০	৮০০.০০	-	৮০০.০০	৮০০.০০	-
১৪.	ঢাকা শিশু হাসাপাতালে এ্যাডভান্সড শিশু সার্জারী এন্ড স্টেম সেল থেরাপি ইউনিট স্থাপন (জুলাই/২০১৮ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৩)	৩৭.০০	৩৭.০০	-	০.০০	০.০০	-
১৫.	মাদারীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (ডিসেম্বর ২০১৮ হতে নভেম্বর ২০২১)	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-	৩৫০.০০	৩৫০.০০	-
১৬.	মোহনগঞ্জ সমাজকল্যাণ বালিকা এতিমখানা নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)	১০০.০০	১০০.০০	-	১০০.০০	১০০.০০	-
১৭.	আমাদের গ্রাম ক্যান্সার কেয়ার এন্ড রিসার্চ সেন্টার নির্মাণ (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২১) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)	৭৫০.০০	৭৫০.০০	-	৭১১.৭৫	৭১১.৭৫	-
১৮.	দুস্থ ছেলে-মেয়েদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে পেশাভিত্তিক কম্পিউটার/ আইটি প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২২)	১০৮.০০	১০৮.০০	-	১০৭.৫০	১০৭.৫০	-
১৯.	অনগ্রসর ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের	১৫৫৮.০০	১৫৫৮.০০	-	১৫৫৮.০০	১৫৫৮.০০	-

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
	প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২২)						
২০.	অবহেলিত, বিধবা, দুস্থ, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২২)	৯৭০.০০	৯৭০.০০	-	৯৬৯.৭৮৬	৯৬৯.৭৮৬	-
২১.	সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাগপুরে ফজলুল হক প্রবীণ নিবাস (থেরাপী সেন্টারসহ) এবং অনগ্রসর কিশোর-কিশোরীদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)	৯৩৭.০০	৯৩৭.০০	-	৯১১.৯৬	৯১১.৯৬	-
২২.	ছেতারা ছফিউল্লাহ কিডনী ও প্রতিবন্ধী সেবা কেন্দ্র স্থাপন (নভেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	১০২৮.০০	১০২৮.০০	-	১০১৮.৮৯	১০১৮.৮৯	-
২৩.	কিডনী হাসপাতাল স্থাপন, সিলেট (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	২০.০০	২০.০০	-	০.০০	০.০০	-
২৪.	গাজীপুর ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	২০০.০০	২০০.০০	-	২০০.০০	২০০.০০	-
২৫.	প্রতিবন্ধী, বিধবা ও দুঃস্থদের কল্যাণে শামসুদ্দিন গোলেজান ট্রেনিং কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র স্থাপন (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)	৪০৫.০০	৪০৫.০০	-	৪০৪.৯৫৬	৪০৪.৯৫৬	-
২৬.	টেকসই গ্রীন হাউজ প্রযুক্তি ব্যবহার ও উন্নত কৃষি উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করে করোনা অর্থনৈতিক ক্ষতি প্রশমন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)	১২৩৮.০০	১২৩৮.০০	-	৭২৮.৩৪৩	৭২৮.৩৪৩	-
২৭.	দুস্থ, বিধবা, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রান্তিক ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে টেকসই প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	৯৫০.০০	৯৫০.০০	-	৯৪৯.৮২	৯৪৯.৮২	-
২৮.	এস্টাবলিশমেন্ট অব হার্ট ফাউন্ডেশন হসপিটাল, চাঁপাইনবাবগঞ্জ (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	৫.০০	৫.০০	-	০.৪০	০.৪০	-
২৯.	চরফ্যাশন উপজেলায় বাংলাদেশ দারিদ্র বিমোচন সংস্থা স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৮.০০	৮.০০	-	২.১৯	২.১৯	-

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩০.	খান বাড়ী কমিউনিটি হাসপাতাল, পাঁচখোলা, মাদারীপুর স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	১২০০.০০	১২০০.০০	-	১২০০.০০	১২০০.০০	-
৩১.	ছিন্নমূল, অনগ্রসর, এতিম ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর সামাজিক উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের জন্য বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	১০৫০.০০	১০৫০.০০	-	১০০৬.৭২	১০০৬.৭২	-
৩২.	প্রফুল্ল প্রতিভা প্রবীণ নিবাস, এতিমখানা এবং বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাহায্য কেন্দ্র, মাগুরা (জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩)	৬৪৫.০০	৬৪৫.০০	-	৬৪৪.২৭৫	৬৪৪.২৭৫	-
৩৩.	ইনক্লুসিভ আই কেয়ার ফ্যাসিলিটিস হাসপাতাল স্থাপন (জানুয়ারি ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৫০০.০০	৫০০.০০	-	৪৯৮.৯৮১	৪৯৮.৯৮১	-
৩৪.	দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	৮০০.০০	৮০০.০০	-	৭৯৫.২৯৭	৭৯৫.২৯৭	-
৩৫.	পটুয়াখালী জেলার অসহায়, দুস্থ ও করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্থ বেকার যুব ও যুব মহিলাদের বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৬০০.০০	৬০০.০০	-	৪০৪.৯৮৫	৪০৪.৯৮৫	-
৩৬.	প্রত্যয়ঃ যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪)	৫৭১.০০	৫৭১.০০	-	৫৬৯.৮৮৯	৫৬৯.৮৮৯	-
৩৭.	আর্সেনিকোসিস রোগীদের সচেতনতা সৃষ্টি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	৬০০.০০	৬০০.০০	-	৫৯৯.৫৫	৫৯৯.৫৫	-
৩৮.	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মোবাইল সার্ভিসিং, ড্রাইভিং, টিভি-ফ্রিজ মেরামত এবং দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	১৫৬.০০	১৫৬.০০	-	১২৯.৩৩	১২৯.৩৩	-
৩৯.	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া ও মকসুদপুর উপজেলার দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়-উপার্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন (অক্টোবর ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২৩)	৫০.০০	৫০.০০	-	০.০০	০.০০	-

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৪০.	জামালপুর জেলার ইসলামপুর, মিলান্দহ ও বকশীগঞ্জ উপজেলার দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (অক্টোবর ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২৩)	৫০.০০	৫০.০০	-	০.০০	০.০০	-
	মোট=	২৩০১৪.০০	২৩০১৪.০০	-	২১৪০৫.২২	২১৪০৫.২২	-

১২.৩ গ) **বৈদেশিক সহায়তাপুষ্ট বাস্তবায়িত প্রকল্প**: (০৩টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	২০২১-২০২২ অর্থবছরে আরএডিপি বরাদ্দ			২০২১-২০২২ অর্থবছরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১.	চাইল্ড সেনসিটিভ স্যোসাল প্রটেকশন ইন বাংলাদেশ (সিএসপিবি) ফেইজ-২ (জুলাই/২০১৭- ডিসেম্বর/২০২০) (প্রস্তাবিত ডিসেম্বর/২০২৪)	১৯৫৬.০০	২৬.০০	১৯৩০.০০	১৭৬২.৫২২	১৫.৫৯২	১৭৪৬.৯৩
২.	Cash Transfar Modernization (CTM) (জুলাই, ২০১৮ - জুন, ২০২৩)	৪২৪১.০০	৭৮.০০	৪১৬৩.০০	২৩০৪.১৯	৫০.৪৪	২২৪০.৭৭
৩.	Urban Management of Internal Migration due to Climate Change Project (UMIMCC), Phase-II (জানুয়ারি ২০১৮ - ডিসেম্বর ২০২২)	১.০০	-	১.০০	০.০০	০.০০	০.০০
	মোট=	৬১৯৮.০০	১০৪.০০	৬০৯৩.০০	৩০৯৯.০৫	৭৯.০১২	৩৯৮৭.৭০

সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অনুন্নয়ন বাজেট হতে অর্থায়নকৃত (PPNB ছকে) চলমান কর্মসূচি (০১টি)

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	কর্মসূচীর নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রাক্কলিত ব্যয়	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে সংশোধিত বরাদ্দ	২০২১-২০২২ অর্থ বছরের জুন/২০২২ পর্যন্ত ব্যয়	মন্তব্য
১.	বেড়া ডায়াবেটিক সমিতি (বেডাস) ভবন নির্মাণ (জুলাই, ২০২১ হতে জুন ২০২২) (প্রস্তাবিত জুন ২০২৩)	৯৮৬.৫০	৩০৫.০০	১০১.২০	

সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাস্তবায়িত ১৩টি উন্নয়ন প্রকল্প সমাপ্ত হয়েছে:

ক্রম	প্রকল্পের নাম
১.	জাতীয় সমাজসেবা একাডেমির সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি (সংশোধিত) (জুলাই/১৭- জুন/২২)
২.	সমাজসেবা অধিদপ্তরের মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা সফটওয়ার (জুলাই/১৭- জুন/২২)
৩.	হাজী নওয়াব আলী খান এতিমখানার উন্নয়ন (সংশোধিত) (জানুয়ারি/২০১৯ - ডিসেম্বর/২০২১)
৪.	ফরিদপুর ও রাজবাড়ী জেলার বিভিন্ন উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় নারীদের আয়বর্ধক কার্যক্রমের উপর প্রশিক্ষণ (জুলাই ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১)
৫.	লালমনিরহাট জেলার অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন (জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২১)
৬.	আনন্দপুর আলহাজ্ব আহম্মদ উল্লাহ- সালেহ আহমেদ কমিউনিটি হাসপাতাল ও আর্থ সামাজিক উন্নয়ন (মে ২০১৮ হতে জুন ২০২২)
৭.	জাহাংগীরাবাদ সেনানিবাস, বগুড়া এর সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (সংশোধিত) (জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২২)
৮.	জালালাউদ্দিন আহমেদ ফাউন্ডেশন কমিউনিটি ভিত্তিক মা, শিশু ও ডায়াবেটিক হাসপাতাল নির্মাণ (জুলাই ২০১৭ - জুন ২০২২)
৯.	৫০ শয্যা বিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (সংশোধিত) (এপ্রিল ২০১৮ হতে জুন ২০২২)
১০.	দুস্থ ছেলে-মেয়েদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনর্বাসনে পেশাভিত্তিক কম্পিউটার/ আইটি প্রশিক্ষণ (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২২)
১১.	অনগ্রসর ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য আত্মকর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (ফেব্রুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২২)
১২.	অবহেলিত, বিধবা, দুস্থ, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য কর্মসংস্থানমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান (জানুয়ারি ২০২০ হতে জুন ২০২২)
১৩.	মাগুরা ডায়াবেটিক হাসপাতাল স্থাপন (জুলাই ১৭- জুন ২২)

সমাজসেবা অধিদপ্তরাধীন ২০২১-২০২২ অর্থবছরে নতুন অনুমোদিত ০৮টি প্রকল্পের নাম:

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য/ সংস্থা
১	২	৩	৪	৫
১.	নিয়ন্ত্রিত প্রবেশ ও প্রযুক্তিগত মনিটরিং ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ৮৫টি সরকারি শিশু পরিবারের সুরক্ষা ও নিবিড় তত্ত্বাবধান (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	৪৬৮০.৮৮	৪৬৮০.৮৮	-
২.	দুস্থ, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা ও হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে কর্মসংস্থানমূলক কাজের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	৩৮৭৪.৫৪	৩০৫২.৮১	৮২১.৭৩

ক্রম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়		
		মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য/ সংস্থা
১	২	৩	৪	৫
৩.	পটুয়াখালী জেলার অসহায়, দুস্থ ও করোনাকালীন ক্ষতিগ্রস্থ বেকার যুব ও যুব মহিলাদের বিবিধ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়ন (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৩)	২৪৯৩.৮৩	১৯৯৫.০৬	৪৯৮.৭৭
৪.	প্রত্যয়ঃ যুব প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমৃদ্ধি (জুলাই ২০২১ হতে জুন ২০২৪)	৪৯৮১.০০	৪০০৩.০০	৯৭৮.০০
৫.	আর্সেনিকোসিস রোগীদের সচেতনতা সৃষ্টি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থাপনা (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২২)	১১১৫.০০	৮৯২.০০	২২৩.০০
৬.	অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে মোবাইল সার্ভিসিং, ড্রাইভিং, টিভি-ফ্রিজ মেরামত এবং দর্জি বিজ্ঞান ও এমব্রয়ডারি প্রশিক্ষণ (জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৩)	৯০৮.৫২	৭২৭.০১	৯০৮.৫২
৭.	গোপালগঞ্জ জেলার কোটালীপাড়া, টুঙ্গীপাড়া ও মকসুদপুর উপজেলার দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন এবং আয়-উপার্জনে সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন (অক্টোরব ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২৩)	২২৯৬.৪৬	১৮৩৬.০০	৪৬০.৩৭
৮.	জামালপুর জেলার ইসলামপুর, মিলান্দহ ও বকশীগঞ্জ উপজেলার দুঃস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন ট্রেডভিত্তিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন (অক্টোরব ২০২১ - সেপ্টেম্বর ২০২৩)	২০৯৫.১৮	১৬৭৬.৪৬	৪১৯.১২

১৩.০ তথ্য প্রযুক্তির সম্প্রসারণ এবং ই-সেবা বিষয়ক অগ্রগতি

- প্রতিবন্ধী ব্যক্তির তথ্য ভান্ডার (Disability Information System): ডাক্তার কর্তৃক শনাক্তকৃত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের তথ্যসমূহ যথাযথভাবে সংরক্ষণ এবং সংরক্ষিত তথ্যের আলোকে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের সামগ্রিক উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে Disability Information System অ্যাপ্লিকেশন সফটওয়্যার এ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের তথ্য সন্নিবেশের কাজ চলমান রয়েছে।
- Management Information System (MIS): সমাজসেবা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন ভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন সহজতর করার লক্ষ্যে ওয়েববেজ্‌ড Management Information System (MIS) এ সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমের আওতায় সুবিধাভোগী ব্যক্তির তথ্য সন্নিবেশের কাজ চলমান রয়েছে।
- Financial Aid Management System (FAMS): Financial Aid Management System (FAMS) সফটওয়্যার এর মাধ্যমে ক্যান্সার, কিডনী ও লিভার সিরোসিস, স্ট্রোকে প্যারালাইজড জন্মগত হৃদরোগ এবং থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীদের আর্থিক সহায়তার জন্য অনলাইনে আবেদন করা যায়। অনলাইন আবেদন লিঙ্ক www.welfaregrant.gov.bd।
- a2i এর সহযোগিতায় ক্ষুদ্রঋণ ব্যবস্থাপনা সিস্টেম Micro Credit Monitoring System (MCMS) সফটওয়্যার এর কাজ চলমান রয়েছে।
- সকল সরকারি দপ্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ইতোমধ্যে একই প্লাটফর্মে আনয়নের অংশ হিসেবে ICT বিভাগের a2i প্রকল্প কর্তৃক dss.nise.gov.bd প্রশিক্ষণ সফটওয়্যার এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি ও অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সফটওয়্যার এর কাজ চলমান রয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল কার্যালয়সমূহকে একটি নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত করে জনবলের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উপকারভোগীদের সর্বোত্তম স্বার্থ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Human Resources Management Software of Department of Social Services (HRM) সফটওয়্যার প্রস্তুত সম্পন্ন হয়েছে। সদর কার্যালয়সহ ৮ বিভাগে মোট ১০৫০ জন কর্মকর্তাকে সফটওয়্যার ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। সফটওয়্যারটির ওয়েবসাইট লিঙ্ক hrmdss.gov.bd।
- ই-ফাইলিং (নথি) সিস্টেম: ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে মাইলফলক ই-ফাইলিং। বর্তমান সমাজসেবা অধিদপ্তরের সদর কার্যালয়সহ সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও অন্যান্য ইউনিট অফিসসমূহ ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ সম্পন্ন করছে ।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের আর্থিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে স্বচ্ছ ও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বর্তমানে মাঠপর্যায়ের ১০৩২টি কার্যালয়ের বাজেট চাহিদা নিরূপণ এবং আগামী ০৩ বছরের বাজেট প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ নির্ণয়ের কাজটি বর্তমানে 'ফাইন্যান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম"(fms.dss.gov.bd) এর মাধ্যমে সম্পন্ন হচ্ছে।

- Child Helpline-1098: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২৭ অক্টোবর ২০১৬ গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এ কলকরণ এবং সেন্টার এজেন্টের সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে চাইল্ড হেল্পলাইন ১০৯৮ এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। বাল্যবিবাহ, শিশুশ্রম, শিশু নির্যাতন, শিশু পাচার ইত্যাদি শিশু অধিকার ও শিশুর সামাজিক সুযোগ সুবিধা নিশ্চিতকরণে সার্বক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ৩০ জুন ২০২২ তারিখ পর্যন্ত চাইল্ড হেল্পলাইন-১০৯৮ এ কল গ্রহণের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৭৫৭।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ বিষয়ক ইনহাউজ প্রশিক্ষণ ১০টি ব্যাচে প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও অভিযোগ প্রতিকার ও সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি বিষয়ক ২০টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
- নাগরিক সেবা সহজীকরণ ও উদ্ভাবনী কার্যক্রম বিকাশের লক্ষ্যে "উদ্ভাবনী ধারনা, সেবা সহজীকরণ এবং উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়ন" শীর্ষক ০৪ টি সেমিনার ও ৫ টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে।
- সমাজসেবা অধিদপ্তরের সেবাসমূহের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকল্পে ০৩ টি গণশুনানী আয়োজন করা হয়েছে।

সমাজসেবা অধিদপ্তর
সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়